NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

EKDIN

একদিন

এগিয়ে চলার সঙ্গী

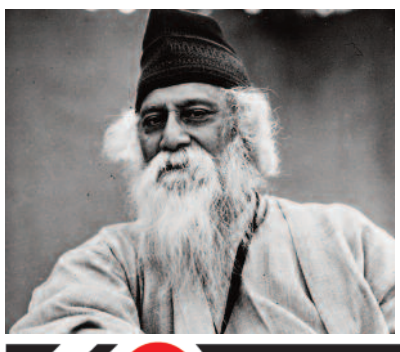

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ

একদিন

Website : www.ekdinnews.com

http://youtub.com/@dailyekdin2165

Epaper : ekdin-epaper.com

শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

৪ রবীন্দ্রনাথ মুক্তির আকাশ, বিশ্বাসের বাতিঘর

আসানসোলে ভোট লুঠের আশঙ্কা বিরোধীদের ৬

কলকাতা ১৩ মে ২০২৪ ৩০ বৈশাখ ১৪৩১ সোমবার সপ্তদশ বর্ষ ৩৩০ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 13.5.2024, Vol.17, Issue No. 330, 8 Pages, Price 3.00

সিএএ থেকে রামনবমী পালন, ভোট প্রচারে এসে মোদির পাঁচ গ্যারান্টি

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: ভাটপাড়া থেকে চুঁচুড়া, আরামবাগ, সাঁকরাইল, বঙ্গে একই দিনে বিজেপি প্রার্থীদের সমর্থনে চার চারটি সভা করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। কোথাও দিলেন মোদির গ্যারান্টি, কোথাও নিশানা করলেন তৃণমূল, মমতা ও অভিষেককে। সন্দেশখালির প্রকৃত ঘটনা কি তা আম জনতা জানে বলে, বল ছাড়লেন জনতার কোর্টে। সরব হলেন শিক্ষাক্ষেত্রের দুর্নীতি নিয়ে। ভাটপাড়ায় মোদির মুখে শোনা গেল রাম, অযোধ্যার কথা।

২০ মে পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চাম দফার নির্বাচন। মূলত সেই নির্বাচনকে সামনে রেখেই ব্যারাকপুরের প্রার্থী অর্জুন সিং, হুগলির প্রার্থী লকেট চট্টোপাধ্যায়, আরামবাগে অরূপকান্তি দিগর ও সাঁকরাইলে রথীন চক্রবর্তীর সমর্থনে রবিবার সভা করলেন 'নমো'। শনিবার রাতেই বাংলায় এসে পৌঁছেছিলেন তিনি। রবিবার ব্যারাকপুরের প্রার্থী অর্জুন সিংয়ের সমর্থনে জগদ্দলের পেপার মিল ময়দানে প্রচারে এসে সন্দেশখালি ছাড়াও নিয়োগ দুর্নীতি নিয়ে মুখ খুললেন প্রধানমন্ত্রী। এদিনের মঞ্চ থেকে দলীয় প্রার্থী অর্জুন সিং-কে বিপুল ভোটে জয়ী করার আহ্বান করেন নমো। তাঁর দাবি, ২০১৯ সালের চেয়েও ২০২৪ সালে বিজেপির বড় সফলতা আসবে। সেইসঙ্গে জগদ্দলের জনসভা থেকে পাঁচটি গ্যারান্টির কথা শোনালেন প্রধানমন্ত্রী। তাঁর প্রথম গ্যারান্টি, ধর্মের ভিত্তিতে সংরক্ষণ নয়। দ্বিতীয় গ্যারান্টি হল, তপসিলি জনজাতির সংরক্ষণ কেউ শেষ করতে পারবে না। তৃতীয় গ্যারান্টি, মোদি যতদিন থাকবে, ততদিন দেশে রামনবমী পালন ও রামের পুজোয় কেউ বাধা দিতে পারবে না। চতুর্থ গ্যারান্টি, রামমন্দির নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের সিদ্ধান্ত কেউ বদলাতে পারবে না। আর পঞ্চম গ্যারান্টি হল, সিএএ কার্যকর করা কেউ আটকাতে পারবে না।

এদিন ভাষণের মাঝে তিনি বাংলায় বলে ওঠেন, 'মোদির গ্যারান্টি হল, গ্যারান্টি পূরণের গ্যারান্টি'। এদিন নিয়োগ দুর্নীতি নিয়েও কড়া

বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিংয়ের হয়ে প্রচারে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।
ছবি : প্রধানমন্ত্রীর এক্স হ্যান্ডেলের সৌজন্যে

মন্তব্য করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তাঁর কথায়, 'শিক্ষক নিয়োগে রাজ্য সরকার রেট কার্ড বানিয়েছে। সেই রেট কার্ড খোলা বাজারে বিক্রি পর্যন্ত হয়েছে। তিনি আরও বলেন, ওএমআর সিট পর্যন্ত জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে। ভুয়ো ইন্টারভিউ নেওয়া হয়েছে। চাকরি বিক্রি করা হয়েছে। এমনকী আদালত বলেছে, এই দুর্নীতির পিছনে সরকারি মেশিনারি আছে। তৃণমূল এই রাজ্যের এমন হাল বানিয়ে দিয়েছে।' জগদ্দলের মাটিতে দাঁড়িয়ে এদিন প্রধানমন্ত্রী জোরের বললেন, 'মোদি বাংলায় হওয়া সব লুটের হিসাব নেবে। বাংলায় নোটের পাহাড় বেরিয়েছে। সেই পাহাড়ের মালিকদের ছাড় দেব না।' মোদির হুঙ্কার, 'দুর্নীতিতে জড়িতরা কেউ বাঁচবে না।' নির্বাচনী প্রচারে এসে এদিন মোদি সন্দেশখালি নিয়ে তৃণমূলকে আক্রমণ করেন। তিনি বলেন, 'সন্দেশখালিতে কি হয়েছে, তা গোটা দেশ দেখেছে। সন্দেশখালির অভিযুক্তকে প্রথমে পুলিশ বাঁচানোর চেষ্টা করেছিল। এখন তৃণমূল নতুন খেলা শুরু করেছে। তৃণমূলের গুন্ডারা সন্দেশখালির মা-বোনদের ভয় দেখাচ্ছে ও ধমক দিচ্ছে। এই সন্দেশখালির মূল অত্যাচারীর নাম শেখ শাহজাহান। ওর ঘর থেকে বোমা-বন্দুক পাওয়া গেছে। কিন্তু ভোট ব্যাঙ্ক বাঁচাতে তৃণমূল ওকে ক্লিনচিট দিতে উঠে পড়ে লেগেছে।' জুটমিল অধ্যুষিত এই ব্যারাকপুর। এই শিল্পাঞ্চল নিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ব্যারাকপুর জুট ইন্ডাস্ট্রির হাব ছিল। গঙ্গা মায়ের আশীর্বাদে এখানে কৃষি জমির পাশাপাশি কটন, পেপার ও ইঞ্জিনিয়ারিং ইন্ডাস্ট্রি একটা সময় ফুলেফেঁপে উঠেছিল। আজ জুট ইন্ডাস্ট্রির বেহাল দশা। মজদুরদের অবস্থা ভালো নয়। কিন্তু মোদি সরকার প্যাকেজিংয়ে একশো শতাংশ জুটের ব্যাগ ব্যবহারকে অনুমতি দিয়েছে। যাতে জুটমিল শ্রমিকদের পাশাপাশি কৃষকরা সফলতা পান। কিন্তু জুটের মাটিতে তৃণমূল শুধু ঝুট বলছে। ইন্ডিয়া জোট নিয়েও এদিন মুখ খোলেন প্রধানমন্ত্রী। চুঁচুড়ায় হুগলির তারকা প্রার্থী লকেট চট্টোপাধ্যায়ের হয়ে প্রচার গিয়ে মোদি বলেন, 'বিজেপিকে এক একটা ভোটই তৃণমূলকে সোজা করতে পারে। তৃণমূল বাংলায় যুবকদের ভবিষ্যত নষ্ট করছে।' মোদির কটাক্ষ, 'মোদি ঘরে ঘরে জলের ব্যবস্থা করছে। আর তৃণমূল ঘরে ঘরে বোমার ব্যবস্থা করছে।' দিন কয়েক আগে বোমা ফেটে কিশোরের মৃত্যুর ঘটনার কথাও উল্লেখ করেন তিনি। বলেন, 'তৃণমূলের শাসনে বাংলায় বোমা তৈরির হোম ইন্ডাস্ট্রি তৈরি হয়েছে।'

আরামবাগের পুড়শুড়ায় বিজেপি প্রার্থী অরূপকান্তি দিগরের সমর্থনে ভোটপ্রচারে এসে এবার নরেন্দ্র মোদি তৃণমূলের সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম না করে তাঁকে নিশানা করেন। বলেন, 'বাংলায় মস্তান রাজ চলছে। বাংলার মস্তান ভাইপো।' বাংলার ভাইপো রাজ খতম করার ডাক দেন তিনি। যেভাবে বাংলাকে লুঠ করা হচ্ছে তা মহাপাপ বলে কটাক্ষ করেন। হাওড়ার সাঁকরাইলে বিজেপি প্রার্থী চিকিৎসক রথীন চক্রবর্তীর হয়ে প্রচারে এসেও রামমন্দির থেকে সিএএ, দুর্নীতি সমস্ত কিছুতেই তৃণমূলের ভূমিকার সমালোচনা করেন তিনি। হাওড়ার উন্নয়ন, মোদির গ্যারান্টির কথা তুলে ধরে বঙ্গবাসীর কাছে নমোর আহ্বান, '২০ মে শুধু সরকার নির্বাচন নয়, বাংলার ভবিষ্যৎ ও সুরক্ষা নির্বাচন করুন।'

আজ রাজ্যে চতুর্থ দফার ভোট

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: আজ, চতুর্থ দফায় কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল ও রাজ্য মিলিয়ে ১০ জায়গার ৯৬টি আসনে ভোটগ্রহণ হবে। এর মধ্যে রয়েছে অন্ধ্রপ্রদেশের ২৫, তেলেঙ্গানার ১৭, উত্তরপ্রদেশের ১৩, মহারাষ্ট্রের ১১ এবং মধ্যপ্রদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের ৮ টি আসনে। এছাড়া বিহারের ৫টি আসনে, উড়িষ্যা ও ঝাড়খণ্ডে চারটি করে এবং জম্মু ও কাশ্মীরের একটি আসনে ভোট হবে। পশ্চিমবঙ্গের যে ৮ আসনে ভোট হবে সেগুলো হলো বহরমপুর, কৃষ্ণনগর, রানাঘাট, বর্ধমান পূর্ব, বর্ধমান-দুর্গাপুর, আসানসোল, বীরভূম ও বোলপুর। এসব আসনে তারকা প্রার্থীদের মধ্যে রয়েছেন প্রাক্তন ক্রিকেটার ইউসুফ পাঠান, কীর্তি আজাদ, শত্রুঘ্ন সিনহা, কংগ্রেস নেতা অধীর চৌধুরী, মহুয়া মৈত্র, রাজমাতা অমৃতা রায়, অভিনেত্রী শতাব্দী রায় ও বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষ। এ দফায় ভোট হতে চলা ৮টি আসনের মধ্যে তৃণমূল জিতেছিল চারটি আসনে ও তিনটিতে জিতেছিল বিজেপি। কংগ্রেস পেয়েছিল একটি আসন। পরে আসানসোলের বিজেপি সাংসদ বাবুল সুপ্রিয় ইস্তফা দিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দেন। ইতিমধ্যে লোকসভা নির্বাচনের তিন দফার ভোটে মোট ২৮৩টি আসনের ভোটগ্রহণ সম্পন্ন হয়েছে। সাত দফার লোকসভা নির্বাচনের পঞ্চম দফার ভোট হবে আগামী ২০ মে। ষষ্ঠ ও সপ্তম দফার ভোট হবে যথাক্রমে ২৫ মে ও ১ জুন। একযোগে ফলাফল প্রকাশ হবে আগামী ৪ জুন।

এক নজরে

ভোটে বৃষ্টি!

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: গত সপ্তাহে পরপর বৃষ্টির জেরে তাপ প্রবাহের কবল থেকে মুক্তি পেয়েছে বঙ্গ। আজ, ভোট চতুর্থ দফার। সেই ভোটেও গরম থেকে স্বস্তি দিতে হাল্কা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনার কথা জানাচ্ছে হাওয়া অফিস। আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে, সোমবারও কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের সব জেলাতেই হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। তবে বিক্ষিপ্ত ভাবে। সঙ্গে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে বইতে পারে ঝোড়ো হাওয়া। মঙ্গলবারও দক্ষিণের প্রায় সব জেলায় হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। তবে জেলার সব জায়গায় বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। বুধবার পুরুলিয়া, ঝাড়গ্রাম, পশ্চিম মেদিনীপুর, পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদে হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। বৃহস্পতিবার থেকে আর কোনও জেলাতেই বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই।

আপ-এর ইস্তাহার

নয়াদিল্লি, ১২ মে: দিল্লিতে লোকসভা নির্বাচনের ১৩ দিন আগে ইস্তাহার প্রকাশ করল আপ। ইস্তাহারে ১০টি 'কেজরিওয়ালের গ্যারান্টি' বা প্রতিশ্রুতি পূরণের কথা জানিয়েছেন তিনি। যদি 'ইন্ডিয়া' জোট ক্ষমতায় আসতে পারে, তাহলে কি প্রধানমন্ত্রী হওয়ার সম্ভাবনা তাঁর থাকবে? সাংবাদিক বৈঠকে অবশ্য দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীর সাফ জবাব ছিল 'না। আমি প্রধানমন্ত্রী হওয়ার দৌড়ে নেই।' রবিবার আপ বিধায়কদের সঙ্গে একটি সাংবাদিক বৈঠক করে নির্বাচনী ইস্তাহার প্রকাশ করেন কেজরিওয়াল। ক্ষমতায় এলে তিনি 'কেজরীওয়ালের গ্যারান্টি' অবশ্যই পূরণ করবেন বলেও জানিয়েছেন। জোটসঙ্গীদের সঙ্গে আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি জানান, শরিকদের সঙ্গে আলোচনা করেননি। তবে তিনি মনে করনে, 'ইন্ডিয়া'র সদস্যদের এই নিয়ে কোনও সমস্যা হবে না। জোটসঙ্গীদের সঙ্গে এই নিয়ে আলোচনা না করার জন্য ক্ষমাও চেয়ে নেন তিনি।

৩ দফায় ধপাস বিজেপি, আমডাঙা থেকে উলুবেড়িয়ায় প্রচারে মমতা

নিজস্ব প্রতিবেদন, আমডাঙা: রবিতে প্রচারের ঝড়। একদিকে বঙ্গে এসে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি যখন ব্যারাকপুরের বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিংয়ের হয়েজগদ্দল পেপার মিলের মাঠে তৃণমূলকে নিশানা করে ভাষণ দিচ্ছেন, ব্যারাকপুর লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত আমডাঙাতে জনসভা করলেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তোপ দাগলেন রাজ্যপাল থেকে মোদির সরকারের বিরুদ্ধে।

আমডাঙায় তৃণমূল প্রার্থী পার্থ ভৌমিকের সমর্থনে প্রচারে এসে মমতা একযোগে রাজ্যপাল এবং সন্দেশখালি ইস্যুতে মোদিকে নিশানা করেছেন। একদিকে মোদি যখন সন্দেশখালির ঘটনায় তৃণমূল শেখ শাহজাহানকে আড়াল করতে চাইছে বলে অভিযোগ তুলছেন তখন মমতার পাল্টা আক্রমণ, সন্দেশখালি নিয়ে প্রধানমন্ত্রী মিথ্যাচার করছেন। গত কয়েকদিনে বঙ্গ রাজনীতিতে অন্যতম চর্চার বিষয় রাজ্যপালের বিরুদ্ধে অস্থায়ী মহিলা কর্মীর শ্লীলতাহানির অভিযোগ। এ নিয়ে বারবারই রাজ্যপালকে নিশানা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা। এদিনও তিনি সুর চড়ান একইভাবে। রাজ্যপালকে বিজেপির প্রতিনিধি বলে কটাক্ষ করে মমতার প্রশ্ন মোদি কেন তাঁকে এমন অভিযোগের পর পদত্যাগ করতে বললেন না। মমতা বলেন, 'তিন দফার নির্বাচন হয়েছে। প্রথমটায় এ পাশ, পরেরটায় ও পাশ, আর তার পরেরটা ধপাস।'

এদিন হাওড়ার আমতায় উলুবেড়িয়া

লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী সাজদা আহমেদের সমর্থনে এক জনসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অটল বিহারী বাজপেয়ী কথা তুলে আনেন। এদিন তিনি কেন্দ্র সরকার এবং নরেন্দ্র মোদিকে আক্রমণ করার পাশাপাশি রাজ্য সরকারের কাজ তুলে ধরেন। নরেন্দ্র মোদি কে আক্রমণ করতে গিয়ে বলেন,'মিথ্যে বাবুর গ্যারান্টি। দেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ইন্দিরা গান্ধী কে পাইনি তবে রাজীব গান্ধী মনমোহন সিং দেবগৌড়া ইন্দ্র কুমার গুজরাল- এদের দেখেছি আর দেখেছি বাজপেয়ীকে ও। কিন্তু এমন কুৎসাকারী প্রধানমন্ত্রী কখনও দেখিনি। মিথ্যে কথা বলার জন্য ওনাকে ১০০-য় ১২০ দেওয়া উচিত। উনি ৪২০ গ্যারান্টি হিসেবে চিহ্নিত হয়ে গিয়েছেন।'

মমতা বলেন,'ওরা বাংলাকে চোর বলছে আমি বলছি উত্তরপ্রদেশ, বিহার-সবচেয়ে বড় চোর।' এদিন উলুবেড়িয়া লোকসভা এলাকার সমস্ত বিধায়ক উপস্থিত থাকলেও ছিলেন না শ্যামপুরের বিধায়ক কালীপদ মণ্ডল। মঞ্চে উঠেই কালীপদর খোঁজ করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কেন মঞ্চে নেই তা জানতে চান স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্বের কাছে। জানা গিয়েছে, শ্যামপুরের বিধায়ক কালীপদ মণ্ডল অসুস্থতার জন্য এদিন মঞ্চে উপস্থিত থাকতে পারেননি।

মতুয়ারা সবাই দেশের নাগরিক, বনগাঁ থেকে বার্তা অভিষেকের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাগদা: রবিতে হাই ভোল্টেজ ভোট প্রচারে বাংলার বিভিন্ন মঞ্চ থেকে যখন নরেন্দ্র মোদি মমতা ও অভিষেককে নিশানা করছেন, তখন মতুয়া গড়ে এসে মোদি থেকে শাহকে একহাত নিলেন তৃণমূলের সেকেন্ড ইন কম্যান্ড অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন বনগাঁ লোকসভা এলাকায় তৃণমূল প্রার্থী করেছে বিশ্বজিৎ দাসের হয়ে নির্বাচনী প্রচারে নামেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এই আসনে বিজেপি প্রার্থী করেছে শান্তনু ঠাকুরকে। ২০১৯ সালের লোকসভা ভোট এই আসনটি তৃণমূলের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়েছিল বিজেপি। এখানে এবার আসন পুনরুদ্ধারের লড়াই তৃণমূলের। মতুয়া গড় বনগাঁয় বিদায়ী সাংসদ শান্তনু ঠাকুরের ভূমিকা নিয়েই এদিন প্রশ্ন তুলে দিয়ে অভিষেক জানতে চান 'শান্তনু ঠাকুর গত পাঁচ বছরে মতুয়া ভাইদের জন্য কী করেছেন?' কয়েক দিন আগেই নদিয়ার কৃষ্ণগঞ্জে সভা করে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বলেছিলেন, 'মতুয়ারা শরণার্থী।' সেই প্রসঙ্গ উল্লেখ করে রবিবার বনগাঁয় বাগাদর জনসভা থেকে অভিষেকের বার্তা, 'স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলে গিয়েছেন মতুয়ারা শরণার্থী। আর আমরা বলছি মতুয়ারা সবাই দেশের নাগরিক। এটাই পার্থক্য।' সঙ্গে এও মনে করিয়ে দেন, 'শরণার্থীদের আলাদা রেশন কার্ড, ভোটার কার্ড হয় না। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দুয়ারে সরকার পরিষেবা আপনারা পান। আমি মনে করি, দেশের প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর যা অধিকার আছে সেই একই অধিকার সব মতুয়াদের আছে।'

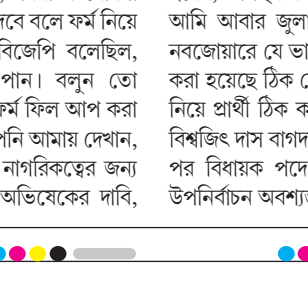

এরই রেশ ধরে সিএএ নিয়ে বনগাঁর জনসভা থেকে বিজেপিকে বিদ্ধ করে অভিষেক বলেন, 'নির্বাচন ঘোষণা হওয়ার পাঁচ দিন আগে এরা নাগরিকত্ব দেবে বলে ফর্ম নিয়ে এসেছিল। আজ দু'মাস কেটে গেল। বিজেপি বলেছিল, তৃণমূল চায় না আপনি নাগরিকত্ব পান। বলুন তো আপনারা, এই দু'মাসে তৃণমূল কাউকে ফর্ম ফিল আপ করা থেকে আটকেছে? আটকায়নি। কিন্তু আপনি আমায় দেখান, বিজেপির কোনও বুথের কোনও নেতা নাগরিকত্বের জন্য আবেদন করেছেন।' তবে একই সঙ্গে অভিষেকের দাবি, সিএএ-র পর এনআরসি চালুর দিকে এগোবে বিজেপি।

এদিকে আবার বনগাঁর প্রাক্তন তৃণমূল সাংসদ, অধুনা রাজ্যসভার সাংসদ মমতাবালা ঠাকুরকে হরিচাঁদ এবং গুরুচাঁদ ঠাকুরের নামে শপথগ্রহণে বাধা দেওয়া হয়েছে বলে তৃণমূলের অভিযোগ। এই প্রসঙ্গে রবিবার অভিষেক বলেন, 'যাঁরা শ্রী শ্রী হরিচাঁদ, শ্রী শ্রী গুরুচাঁদকে ঈশ্বর বলে মানেন না, তাঁদের কি ভোট দেবেন?'

এর পাশাপাশি 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার' প্রকল্প নিয়ে বিজেপিকে নিশানা অভিষেক। এই প্রসঙ্গে তিনি এও জানান, বিজেপি তাদের অধীনস্থ রাজ্যগুলিতে এই প্রকল্প চালু করলে তিনি আর তৃণমূলের হয়ে ভোট চাইবেন না। সঙ্গে এও বলেন, 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার দিচ্ছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আর সেটা বন্ধ করার চেষ্টা করছে বিজেপি। বিজেপি জিতলে লদীর ভাণ্ডার বন্ধ করবে বলেছে।' এরপরই কটাক্ষের সুরে জানান, 'আরে বিজেপি জিতলে তো বন্ধ করবে? বছরের বারো বার যে ভাবে পাচ্ছেন তাই পাবেন। বিজেপি কথায় কথায় সন্দেশখালি বলত। এরা দুই হাজার টাকায় মহিলার সম্মান দিল্লির কাছে বিক্রি করেছে।'

এরই পাশাপাশি অভিষেকে সতর্কবার্তা, বিজেপি ক্ষমতায় এলে ২০২৯ সালে রান্নার গ্যাসের দাম আড়াই হাজার টাকা হয়ে যাবে। সঙ্গে এও বলেন, বিরোধী জোট 'ইন্ডিয়া' ক্ষমতায় এলে দেশে ৫০ কোটি মহিলাকে লদীর ভাণ্ডার দেওয়া হবে বলেও দাবি করেন তিনি। একই সঙ্গে অভিষেক জানান, দারিদ্রসীমার নিচে থাকা পরিবারকে বছরে দশটি গ্যাস সিলিন্ডার বিনামূল্যে দেবে 'ইন্ডিয়া'র সরকার।

এদিন অভিষেক এও জানান, বাগদায় দলের প্রার্থী কে হবেন, তা স্থির করবেন মানুষই। সঙ্গে জানান, এই মাঠেই আমি আবার জুলাই মাসে সভা করতে আসবেন তিনি। নবজোয়ারে যে ভাবে সাধারণ মানুষের মতামত নিয়ে প্রার্থী করা হয়েছে ঠিক সেই ভাবেই ৫০ হাজার মানুষের মতামত নিয়ে প্রার্থী ঠিক করা হবে। প্রসঙ্গত, বনগাঁর তৃণমূল প্রার্থী বিশ্বজিৎ দাস বাগদা কেন্দ্রের বিধায়ক ছিলেন। প্রার্থী হওয়ার পর বিধায়ক পদে ইস্তফা দেন তিনি। ফলে এই কেন্দ্রে উপনির্বাচন অবশ্যম্ভাবী।

বিধানসভার তিন 'ব্যর্থ প্রার্থী'র লড়াই যাদবপুরে

শুভাশিস বিশ্বাস

যাদবপুর লোকসভা কেন্দ্রের মধ্যে পড়ে কলকাতার একটা বিরাট অংশ। ফলে বঙ্গ রাজনীতিতে এর গুরুত্ব একটু আলাদাই। আর সেই কারণেই তিন প্রধান দলের তরফে চিরকালই প্রার্থী চয়নে বিশেষ গুরুত্বও দেওয়া হয়েছে। ১৯৮৪ সালে এই যাদবপুর কেন্দ্রে সিপিআইএমের সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়কে ১৯৬৬০ ভোটে হারিয়ে দেন কংগ্রেস প্রার্থী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পাঁচ বছর পরে এই কেন্দ্র থেকেই ৩০,৯০০ ভোটে অধ্যাপিকা সিপিআইএম-এর মালিনী ভট্টাচার্যের কাছে হেরে যান মমতা। এরপর এই কেন্দ্র থেকে সরে দক্ষিণ কলকাতা কেন্দ্রে চলে যান তিনি। তবে ২০২৪-এর নির্বাচনে প্রধান তিন দলের প্রার্থী চয়নে এক অদ্ভুত

সমাপতন দেখছে যাদবপুরবাসী। তিনজনই 'বিধানসভা ফেল'। কারণ, যাদবপুরে এবার রাজনৈতিক লড়াইয়ে মুখোমুখি তৃণমূল কংগ্রেস মনোনীত প্রার্থী সায়নী ঘোষ, বিজেপি মনোনীত প্রার্থী ড. অনির্বাণ গঙ্গোপাধ্যায় ও সিপিআইএম মনোনীত প্রার্থী সৃজন ভট্টাচার্য। ২০২১ সালের বিধানসভা ভোটে আসানসোল দক্ষিণ আসনে সায়নীকে হারিয়ে দেন বিজেপির অগ্নিমিত্রা পল। সিঙ্গুরে সিপিএমের প্রার্থী হয়েছিলেন সৃজন ভট্টাচার্য। তাঁকে হারিয়ে জয়ী হন তৃণমূলের প্রার্থী বেচারাম মান্না। বোলপুর বিধানসভা কেন্দ্রে বিজেপি প্রার্থী করেছিল অনির্বাণকে। তৃণমূলের চন্দ্রনাথ সিনহা বোলপুরে অনির্বাণকে হারিয়ে দেন। তবে এই যাদবপুরে তৃণমূলের প্রার্থী চয়ন নিয়ে একটা কথা বলতেই হয়। এই কেন্দ্রে জয়ী প্রার্থীকেও প্রতিবারই বদল করেছে তৃণমূল। কবীর সুমন, সুগত বসু থেকে মিমি চক্রবর্তী।

যাদবপুর লোকসভা কেন্দ্রের গঠনের দিক থেকে এর মধ্যে পড়ছে সাতটি বিধানসভা। বারুইপুর পূর্ব ও পশ্চিম, সোনারপুর উত্তর ও দক্ষিণ, যাদবপুর, টালিগঞ্জ ও ভাঙড়।

এরপর দুয়ের পাতায়

সেলেবদের মাতৃদিবস...

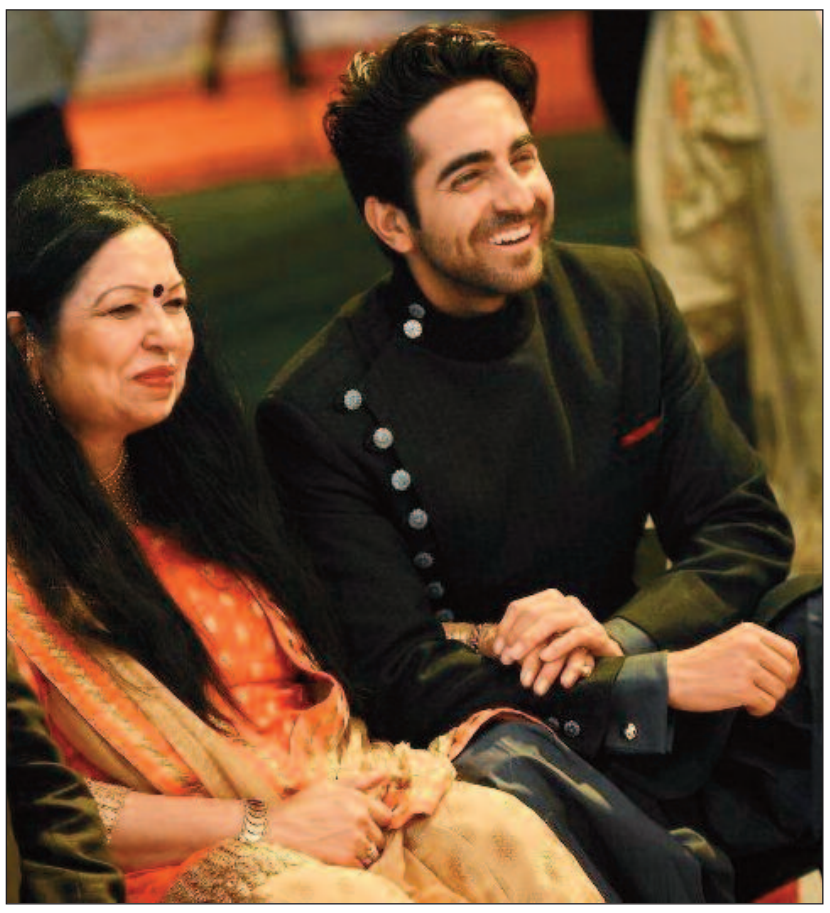

১. আন্তর্জাতিক মাতৃদিবসে প্রথমবার ছেলের মুখ প্রকাশ্যে আনলেন নুসরত জাহান। কাটলেন কেক।

২. বাবা ছাড়া প্রথম মাদার্স ডে, এমনই লিখে মাতৃত্ব দিবসের শুভেচ্ছা জানালেন আয়ুষ্মান খুরানা।

পশু নিগ্রহের অভিযোগ শিল্পা শেট্টির বিরুদ্ধে

মুম্বই, ১২ মে: ফের বিপাকে শিল্পা শেট্টি। এবার পশু নিগ্রহের অভিযোগ উঠল শিল্পার বিরুদ্ধে। সম্প্রতি জম্মু-কাশ্মীরের গিয়েছিলেন অভিনেত্রী। মাতৃদিবস উপলক্ষ্যে মা সুনন্দা শেট্টিকে নিয়ে বৈষ্ণোদেবীতে পুজোও দেন শিল্পা। সঙ্গে ছিলেন বোন শমিতা শেট্টিও। বৈষ্ণোদেবীতে পুজো দেওয়ার মুহূর্ত সোশাল মিডিয়ায় শেয়ার করতেই এবার ফের বিতর্কে শিল্পা। ঘোড়ার পিঠে চড়ে মা বৈষ্ণোদেবীর দর্শনে গিয়েছিলেন অভিনেত্রী। আর সেই প্রেক্ষিতেই তাঁর বিরুদ্ধে উঠেছে পশু নিগ্রহের অভিযোগ। নেটপাড়ার প্রশ্ন, 'আপনি এত শরীর সতেচন, এত যোগব্যায়াম করেন। তাহলে কেন অবলা ঘোড়ার পিঠে চড়ে পাহাড়ে উঠছেন? ওদের তো কষ্ট হয়!' আবার কারও মন্তব্য, 'কাটরা থেকে এই ১২ কিমি ঘোড়ার পিঠে চড়েই পাহাড়ে উঠলেন আপনি! সেলেব হিসেবে আপনি তো হেলিকপ্টার করেও যেতে পারতেন। তাহলে কেন নিরীহ পশুগুলোকে কষ্ট দিলেন?

এর আগে কেদারনাথে ঘোড়াদের উপর অমানবিক অত্যাচারের প্রতিবাদে গর্জে উঠেছিলেন রবিনা টন্ডন, করিশ্মা তান্না, রেশমি দেশাইরা। এবার শিল্পার বিরুদ্ধেই পশুনিগ্রহের অভিযোগ উঠল। নেটপাড়ার কথায়, অবলা প্রাণীদের উপর চরম অত্যাচার। অমানবিকতার মারাত্মক নিদর্শন দেখা যায় বৈষ্ণোদেবী, কেদারনাথে। কখনও ঘোড়াদের মাদক খাওয়ানো হয়, আবার কখনও বা টেনে-হিঁচড়ে খাড়া পাহাড়ে পর্যটকদের নিয়ে যেতে বাধ্য করা হয়। এত অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে অচেতন হয়ে পড়ে ঘোড়ারা।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ১৩ ই মে। ৩০ শে বৈশাখ । সোম বার। ষষ্ঠী তিথি। জন্মে মিথুন রাশি। অষ্টোত্তরী চন্দ্র মহাদশা কাল। বিংশোত্তরী বৃহস্পতি র মহাদশা কাল। মৃতে দ্বীপাদ দোষ ।

মেষ রাশি : ব্যবসা-বাণিজ্যের শুভ। বাণিজ্যে নতুনভাবে লগ্নি করা যাবে। আজ পুরাতন বন্ধু এবং বান্ধবের দ্বারা উপকৃত হবেন। সমাজে সম্মান প্রাপ্তির দিন। কর্মে উর্ধ্বতন কর্মচারীর সহযোগিতা লাভ। যে নথিটি হারিয়ে গিয়েছিল আজ তা পাওয়া যাবে। পুলিশ এবং প্রশাসনিক কর্মে যারা আছেন তাদের সম্মান প্রাপ্তির দিন। ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয় যারা কাজ করেন তাদের সতর্ক থাকতে হবে।

বৃষ রাশি : সতর্ক থাকতে হবে শত্রুপক্ষের থেকে। আজ ব্যবসায়িক চুক্তি বড় কাজ না করাই ভালো। যারা জমি বাড়ির ব্যবসা করেন,তাদের সতর্ক থাকতে হবে। স্কুল বিদ্যালয় পরিচালন কমিটির, সতর্ক থাকা ভালো। দুর ভ্রমণ না যাওয়াই ভালো। পরিবারের সকালবেলা অশান্তির বাতাবরণ।

মিথুন রাশি : অত্যন্ত শুভ দিন। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। বিবাহ বিষয় সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার দিন। কর্মে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের পূর্ণ সহযোগিতা, নিজর সিদ্ধান্তে অটল থাকুন। শুভ হবে। আজ হালকা হলুদ- হালকা ঘিয়ে কালার, বা সবুজ রঙের বস্ত্র ব্যবহার করলে ভালো।

কর্কট রাশি : শুভদিন টাকা পয়সা যদি কিছু আটকে ছিল আজ তা পাওয়ার কথা। বেতনভুক কর্মচারীদের জন্য শুভ দিন যারা ব্যবসা-বাণিজ্য করেন তাদেরও শুভ দিন। বিশেষত যারা সোশ্যাল মিডিয়ায় কাজ করেন তাদের আর্থিক লাভ বা আর্থিক স্থিতি অতীব শুভ হবে। সন্তানের বিদ্যালয় কোন সমস্যা ছিল আজ তা মিটে যাওয়ার কথা। বাড়িতে নতুন কোন ইলেকট্রনিক জিনিস আসতে পারে। বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ জ্বালুন হর হর মহাদেব বলুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

সিংহ রাশি : ব্যবসায় নতুন লগ্নি না করা ভালো। খাদ্যদ্রব্যের ব্যবসা যারা করেন তাদের শুভ যোগাযোগ আসবে আজ সন্ধ্যার পর। বস্ত্রের ব্যবসা যারা করেন তাদের লগ্নি না করা ভালো। অতীব শুভ বিদ্যার্থীদের জন্য। বিশেষত যারা উচ্চ বিদ্যায় গবেষণারত তাদেরও শুভ হবে। বাড়ির গৃহ মন্দিরে নারকেল সহ ভগবান গনেশজীর পুজো করুন নিশ্চিত শুভ হবে।

কন্যা রাশি : শরীর বিষয় কষ্ট প্রাপ্তি। পুরাতন ব্যাধি পীড়া কষ্ট দেবে। ব্যবসা-বাণিজ্য একপ্রকার। নতুন কোনো ভেইকেলস যানবাহন না কেন ভালো। কোন যানবাহন সংক্রান্ত কোনো সমস্যা তৈরি হবে। সতর্ক থাকা ভালো। বাড়ির গৃহ মন্দিরে ভগবান শ্রী বিষ্ণুর চরণ ১০৮ তুলসী পত্র প্রদান করুন সর্ব বিপদ নাস হবে।

তুলা রাশি : আজ শুভ দিন। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। গৃহবাস্তু ইত্যাদি সম্পর্কিত বাণিজ্য যারা করেন ব্রকারী যারা করেন তাদের জন্য শুভ দিন। যানবাহন কেনা এবং যানবাহন সহ ভ্রমণ শুভ। সাংবাদিকতার মধ্যে যারা আছেন তারাও আজ সম্মান পাবেন। কর্তৃপক্ষ আজ সম্মান প্রদান করবে, বিদ্যালয় যে সমস্যা ছিল তা মিটে যাওয়ার সম্ভাবনা। বাড়ির গৃহ মন্দিরে মহামায়া মহা শক্তি মহাকালী চরণে রক্তিম পুষ্পদ্বারা আরতী করুন শুভ হবে।

বৃশ্চিক রাশি : শুভ দিন পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। বিবাহ বিষয়ে শুভ সিদ্ধান্ত নেওয়ার দিন। ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য শুভ। ছোট ভ্রমণে যাওয়ার পরিকল্পনা আজ বাস্তবায়িত হবে। যারা বিদ্যালয়ের শিক্ষকের কর্ম করেন তাদের জন্য শুভ দিন বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি নারিকেল শ্রী শ্রী মা চন্ডী নামে প্রদান করুন।

ধনু রাশি : অত্যন্ত শুভ সময়। ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধি। বাড়ি গৃহ বাস্তু বিষয়ে শুভ। বিবাহিত দাম্পত্য জীবনের শ্বশুরবাড়ির সম্মান প্রদান। বাড়ির প্রবীণ নাগরিকের দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি। প্রাকৃতিক পরিবেশে ভ্রমণ হতে পারে। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ প্রজ্জলন করে ভগবান শিবের উদ্দেশ্যে মন্ত্র বলুন শুভ হবে।

মকর রাশি : আজকের দিনটি সতর্ক থাকতে হবে। গুপ্ত শত্রু দ্বারা ক্ষতির সম্ভাবনা প্রবল। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ দ্বারা সমালোচিত হওয়া যাবে। যারা ব্যবসা-বাণিজ্য করছেন তাদের অর্থ প্রাপ্তি তে সমস্যা হবে। নৈরাশ্য সহ হতাশা বৃদ্ধি হবে। বান্ধব স্বজন আত্মীয় দ্বারা অ-সহযোগিতার দিন। মনোবল বৃদ্ধি করুন। বাবা বিশ্বনাথের চরণে বিল্ব পত্র প্রদান করুন ঐশ্বরিক কৃপা বৃদ্ধি হবে।

কুম্ভ রাশি : খুব শুভদিন আজ পুরাতন বান্ধবী এবং স্বজন দ্বারা সম্মান প্রাপ্তির দিন। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। ব্যবসা-বাণিজ্য অত্যন্ত শুভ। যারা মেশিনারি এবং কেমিক্যাল রিসার্চ করেন তাদের জন্য শুভ। টাকা পয়সা যদি আটকে থাকে আজ তা পাওয়ার দিন। কর্মে শান্তির বাতাবরণ। বাড়ির গৃহ মন্দিরে পাঁচটি প্রদীপ জালুন এবং পঞ্চ দেবতার উদ্দেশ্যে মন্ত্র বলুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

মীন রাশি : শুভ দিন পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। পুরাতন সম্পত্তি নিয়ে যে বিবাদ চলছিল বিশেষত পরিবারের যে কনিষ্ঠ সদস্য বাধা দিচ্ছিল আজ সেখান থেকে সমস্যা মুক্তির দিন। টাকা পয়সা যদি কিছু আটকে থাকে আজ তা পাওয়ার দিন। শুভগ্রহ যোগ বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। গৃহবধূদের জন্য শুভ। প্রতিবেশীর দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি দিন। বাড়ির গৃহ মন্দিরে পাঁচটি প্রদীপ প্রজ্জলন করে ভগবান মহাদেবের উদ্দেশ্যে হর হর মহাদেব বলুন নিশ্চয় ঐশ্বরিক কৃপা বৃদ্ধি হবে।

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

বাংলাতে অবাধে দুর্নীতি চালায় তৃণমূল বিজেপিকে ভোট দেওয়ার আহ্বান মোদির

রাজীব মুখোপাধ্যায় ● হাওড়া

রবিবার দুপুরে হাওড়ার সাঁকরাইলের সভা থেকে কংগ্রেস থেকে শুরু করে সিপিএম এবং তৃণমূলকে বাক্যবাণে বিদ্ধ করলেন মোদি। সাঁকরাইলের সভা থেকে তিনি হাওড়া সহ উলুবেড়িয়াবাসীদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেন, 'শুধু নতুন সরকারকে বেছে নিতে নয়, এবার সকলের উচিত বাংলার ভবিষ্যৎ পরিবর্তনের জন্য ভোট দেওয়া।' পাশাপাশি বিরোধীদের বিভিন্ন দুর্নীতি, কাটমানি, জমি দখল সহ একাধিক অভিযোগে বিদ্ধ করেন মোদি। সঙ্গে বিগত বছরগুলোতে বিজেপি সরকারের উন্নয়নের বিস্তারিত খতিয়ান তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী। মোদি আরও বলেন, আগামী ২০ মে শুধু সরকার বাছলে হবে না। বাংলার ভবিষ্যতকেও বেছে নিতে হবে। হাওড়ার সাঁকারাইলের সভা থেকে এই ভাষাতেই ভোটারদের নতুন বাংলা গড়ার ডাক দিলেন প্রধানমন্ত্রী। রবিবার দিন রাজ্য সফরে এসে চারটি সভা করেন প্রধানমন্ত্রী। দিনের শেষে সাঁকরাইলের সভা থেকে আরও একবার দুর্নীতিমুক্ত বাংলা গড়ার ডাক দিলেন প্রধানমন্ত্রী।

এদিন হাওড়া সদর কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী রথীন চক্রবর্তীর সমর্থনে করা সভা থেকে প্রধানমন্ত্রী একাধিক ইস্যুতে তৃণমূলকে কড়া আক্রমণ করেন। মোদি বলেন, একদিকে কংগ্রেসের অত্যাচার, দুর্নীতি এবং তোষণ অন্যদিকে বামেদের স্বৈরচারী মনোভাবের সংমিশ্রণে তৃণমূল তৈরি হয়েছে। প্রথমে কংগ্রেস ও সিপিএম এবং পরে তৃণমূল বাংলার সর্বনাশ করেছে। প্রতিটি ক্ষেত্রে বাংলাকে পিছিয়ে দিয়েছে। এছাড়াও হাওড়ার অনুন্নয়ন নিয়েও প্রশ্ন তোলেন প্রধানমন্ত্রী । তিনি বলেন, একটা সময় ছিল যখন হাওড়া বিভিন্ন উদ্যোগের প্রাণকেন্দ্র ছিল। এখানে বিভিন্ন ধরনের মিল থেকে শুরু করে কারখানা ছিল। যদিও প্রথমে বাম, কংগ্রেস পরে তৃণমূল সব শেষ করে দিয়েছে। এখানকার পোশাক শিল্প এখন সংকটের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। পাশাপাশি কৃষক মান্ডিতে গিয়েও কৃষকরা নিজেদের উৎপাদিত ফসল বেঁচতে পারছে না। সেখানেও কৃষকদের শস্য বিক্রি করতেও কাটমানি দিতে হচ্ছে। মোদি তৃণমূল নেতাদের নিশানা করে বলেন, তৃণমূল নেতাদের কাজ গোলমাল আর তৃণমূল কর্মীদের কাজ জোর করে জমি দখল। ইন্ডি জোটের অন্যান্য জোটসঙ্গীরা লুকিয়ে দুর্নীতি করে কিন্তু এই রাজ্যে দুর্নীতির মুক্ত বাণিজ্য চালায় তৃণমূল। অন্য দুর্নীতির পাশাপাশি লটারি দুর্নীতির নেপথ্যেও আছেন তৃণমূলের নেতারা। এই লটারি দুর্নীতি বাংলার যুব সমাজকে শেষ করে দিয়েছে। অথচ সরকার সেই দোষীদেরই বাঁচাচ্ছে।মোদি রাজ্যের সন্দেশখালির প্রসঙ্গ তুলে বলেন, 'তৃণমূলের শাসনে মহিলারা সুরক্ষিত নন। সন্দেশখালিতে কী হয়েছে সেটা পুরো দেশ দেখেছে। এখন অভিযুক্তরা সিবিআই হেপাজতে আছে। তবে তৃণমূল এখনও তার হয়ে ব্যাটিং করছে।' এছাড়াও বাংলার পরিকাঠামো নিয়েও বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরেন মোদি।

তিনি জানান, 'হাওড়া-সহ বাংলায় আন্তর্জাতিক পরিকাঠামো তৈরি হচ্ছে। হাওড়ায় জলের তলা দিয়ে মেট্রো চলছে। দেশের মধ্যে এই ধরনের ঘটনা আগে কখনও ঘটেনি। আমাদের সরকার রেল বাজেটে ১৪ হাজার কোটি টাকার বাজেট বরাদ্দ করেছে, যা অতীতে কেউ করে নি। পাশাপাশি শালিমার এবং সাঁতরাগাছি স্টেশনকে আন্তর্জাতিক মানের করা হচ্ছে।' তিনি আরও দাবি করে বলেন, 'বাংলাকে যে উন্নয়নের স্বপ্ন দেখে তা একমাত্র বিজেপিই পূরণ করতে পারে। বাংলাকে উন্নয়নের রাস্তা নিয়ে আসাই বিজেপির শপথ।' এছাড়াও রবিবার ব্যারাকপুর শিল্পাঞ্চলের প্রচারে গিয়ে মোদির মুখে চটকল শিল্পের দুরাবস্থা নিয়েও বক্তব্য শোনা যায়। পাশাপাশি রাহুল গান্ধির নাম উল্লেখ না করে তাকে শাহজাদার সঙ্গে তুলনা করে বলেন, 'শাহজাদার বয়সের থেকে কম আসন পাবে কংগ্রেস।'

কোচবিহার পুরসভার বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কোচবিহার: কোচবিহার পুরসভার বিরুদ্ধে একগুচ্ছ অভিযোগ এনে ১৭ মে শুক্রবার কোচবিহার শহরে ২৪ ঘণ্টার ব্যবসা বনধের ডাক দিল ব্যবসায়ী সমিতি। বিষয়টি নিয়ে রবিবার সমিতির পক্ষ থেকে সাংবাদিক সম্মেলন করা হয়।

সমিতির সভাপতি মতিলাল জৈন জানান, তাঁরা পুরসভাকে সমস্যা সমাধানে স্মারকলিপি দিয়েছিলেন। কিন্তু পুরসভা কোনও সঠিক পদক্ষেপ নেয়নি। তাই তাঁরা প্রতীকী ব্যবসা বন্ধ রেখে আন্দোলনে নামছেন। এরপরেও সমস্যা না মিটলে বৃহত্তর আন্দোলন শুরু হবে বলে জানান তিনি। জানা গিয়েছে, মূলত সাতটি দাবিকে সামনে রেখে এই ব্যবসা বনধের ডাক দেওয়া হয়েছে। তারমধ্যে পুরসভার স্থলের নাম পরিবর্তন, নতুন নির্দেশিকা প্রত্যাহার, বাজার সংস্কার, বর্ধিত ট্রেড লাইসেন্স ফি কমানো সহ প্রভৃতি রয়েছে।

তিলোত্তমায় জনসংযোগে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।

শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স উপস্থাপন করেছে 'শ্রীচরণেষু মা'

মাতৃ দিবস উপলক্ষ্যে এক বিশেষ শ্রদ্ধাঞ্জলি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: মাতৃ দিবস উপলক্ষ্যে শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স রবিবার, ১২ মে, ২০২৪ তারিখে কলকাতার আলোর দিশা ও আগরতলায় সান্ধ্যনীড়ে 'শ্রীচরণেষু মা' অনুষ্ঠানটির আয়োজন করেন। 'শ্রীচরণেষু মা', আসলে এক বিশেষ মাতৃ দিবস উদযাপন, সেই সব মায়েদের শ্রদ্ধাঞ্জলি দেওয়ার জন্য যারা জানেন যে মাতৃত্ব আসলে কী। এটি এমন এক উদ্যোগ যা সমস্ত সম্পর্কের মধ্যে মাকে সম্মান জানানোর জন্য তাদের চরণে হাত দিয়ে প্রণাম জানানোর মতো এক ঐতিহ্য। এই বছরের উদযাপনটি মায়েদের থাকার জায়গা কলকাতার আলোর দিশায় ও আগরতলায় সান্ধ্যনীড়- এ আয়োজন করা হয়েছিল।

এই বিশেষ দিন উপলক্ষ্যে শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স -কর্তৃপক্ষ বৃদ্ধ মায়েদের কল্যাণের জন্য ওই ২টি সংস্থার হাতে মোট ১ লক্ষ ৩০,০০০ হাজার টাকার চেক তুলে দিয়েছেন।

শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স- এর ডিরেক্টর রূপক সাহা বলেন, মাতৃ ঋণ কখনোই শোধ করা যায় না, কিন্তু স্বীকার করা যায়। শ্রী চরণেষু মা সেই ঋণ স্বীকার এর প্রচেষ্টা। আমরা জুয়েলারি শোরুমের চার দেওয়ালের বাইরে এমন কিছু করার চেষ্টা করি যাতে সমাজের কাজে লাগতে পারি। সামাজিক কোনো কাজে যখনই কোনো দরকার পড়েছে আমরা সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছি।'

কমবেশি ২০০ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী আসবে কলকাতায়!

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: আগামী ১ জুন কলকাতা পুলিশ এলাকায় ভোট গ্রহণ। এর জন্য আসবে প্রায় ২০০ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী। চতুর্থ বা পঞ্চম দফার ভোটের পর থেকেই তারা শহরে আসতে শুরু করবে জেলা থেকে। সপ্তম বা শেষ দফায় ভোট রয়েছে কলকাতা পুলিশের ওই পাঁচটি লোকসভা কেন্দ্রে। সেই দফায় মোট ন'টি লোকসভা আসনে ভোট গ্রহণ হবে। সূত্রের খবর, শেষ দফার ভোট গ্রহণের জন্য ব্যবহার করা হতে পারে প্রায় হাজার কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী। লালবাজারের এক পুলিশকর্তা জানান, প্রাথমিক ভাবে ঠিক হয়েছে, কমবেশি ২০০ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী আসবে কলকাতায়, শেষ দফার ভোটের নিরাপত্তা রক্ষা করতে। এই বিপুল সংখ্যক কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানদের কোথায় রাখা হবে, তা নিয়ে ইতিমধ্যেই বিভিন্ন থানার আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করেছেন লালবাজারের কর্তারা।

বিধানসভার তিন 'ব্যর্থ প্রার্থী'র লড়াই যাদবপুরে

প্রথম পাতার পর

পরিসংখ্যান বলছে, যাদবপুর লোকসভা কেন্দ্রে আনুমানিক ২২ লক্ষ ৭৩ হাজার ৪৭৯ জনের বসবাস। এর মধ্যে ৪২.২৪ শতাংশ গ্রামে এবং ৫৭.৭৬ শতাংশ মানুষ শহরে বসবাস করেন। যাদবপুরেও নানা জাতির মানুষের বসবাস। যাঁদের মধ্যে বৌদ্ধ ০.০৩ শতাংশ, খ্রিস্টান ০.৮১ শতাংশ, জৈন ০.০১ শতাংশ, শিণ ০.০৩ শতাংশ, মুসলিম ৩৫.৫৭ শতাংশ। যাদবপুর লোকসভায় তফসিলি জাতিভুক্ত মানুষ রয়েছেন ৩০.০২ শতাংশ, তফসিলি উপজাতিভুক্ত মানুষ রয়েছেন ১.২ শতাংশ। সাক্ষরতার হার হল ৬৭.৭৭ শতাংশ।

যাদবপুরের রাজনৈতিক ইতিহাস দেখতে গেলে এই কেন্দ্র একসময়ে সিপিআইএমের শক্ত ঘাঁটি হিসেবেই পরিচিত ছিল। তবে ২০০৯ সালে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী গায়ক কবীর সুমন ৫ লক্ষ ৪০ হাজার ৬৬৭ ভোট পেয়ে দখল করেন যাদবপুর। ভোটের হার ৩৭.৬৩ শতাংশ। ৪ লক্ষ ৮৪ হাজার ৪০০ ভোট পেয়ে দ্বিতীয় স্থানে ছিলেন সিপিআইএমের প্রার্থী সুজন চক্রবর্তী। ভোটের হার ৩৩.৭১ শতাংশ। বিজেপি প্রার্থী সনৎ ভট্টাচার্য পান মাত্র ২৫ হাজার ৩৩১ ভোট। ভোটের হার ১.৭৬ শতাংশ।

এরপর ২০১৪ সালে যাদবপুর কেন্দ্র থেকে ৫ লক্ষ ৮৪ হাজার ২৪৪ ভোট পেয়ে জয়ী হন তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী সুগত বোস। ভোটের হার ছিল ৪০.৬৬ শতাংশ। ৪ লক্ষ ৫৯ হাজার ৪১টি ভোট পেয়ে দ্বিতীয় স্থানে ছিলেন সিপিআই(এমে)র প্রার্থী সুজন চক্রবর্তী। ভোটের হার ৩১.৯৫ শতাংশ। আর বিজেপি প্রার্থী স্বরূপ প্রসাদ ঘোষ পান ১ লক্ষ ৫৫ হাজার ৫১১ ভোট। ভোটের হার ১০.৮২ শতাংশ।

২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে মোট ৬ লক্ষ ৮৮ হাজার ৪৭২ ভোট পান মিমি। প্রাপ্ত ভোটের হার ছিল ৪৭.৯১ শতাংশ। বিপক্ষে বিজেপির প্রার্থী অনুপম হাজরা পেয়েছিলেন ৩ লক্ষ ৯৩ হাজার ২৩৩। ভোটের হার ছিল ২৭.৩ শতাংশ। আর তৃতীয় স্থানে ছিলেন সিপিআইএমের বর্ষীয়ান নেতা বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্য। তিনি পান ৩ লক্ষ ২ হাজার ২৬৪। ভোটের হার ছিল ২১.০৪ শতাংশ। তবে সম্প্রতিই তিনি সাংসদ পদ থেকে ইস্তফা দেন। তবে ২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচনের প্রেক্ষাপটে যাদবপুর কেন্দ্রের প্রার্থী বাছাইয়ের ঘটনায় বিজেপির অভ্যন্তরীণ ছবিটাকে যেন কিছুটা হলেও সামনে এসেছে। বঙ্গে বিজেপি এণন আগের তুলনায় বড় দল হলেও প্রার্থী বাছতে তাঁদের হিমসিম অবস্থা। কর্মীর সংখ্যা বাড়লেও যুৎসই প্রার্থী চুব বেশি নেই বলেই অনির্বানদের ফিরিয়ে আনতে হয়েছে প্রার্থী তালিকায়। তবে সায়নীকে প্রার্থী করার কারণ রয়েছে তৃণমূলের। প্রথমত বিধানসভা ভোটে তাঁকে কঠিন আসনে প্রার্থী করা হয়েছিল। এই নির্বাচনে সায়নীর হারের পিছনে দলের একাংশের ভূমিকা ছিল বলে মনে করেন তৃণমূল সুপ্রিমোও। তাছাড়া সায়নী এণন যুব সভানেত্রী। সেই সুবাদে তাঁকে আরও একবার প্রার্থী করা যেতেই পারে বলে হয়তো মনে করেছেন তৃণমূল নেত্রী।

তবে বামেদের প্রার্থী বাছাইয়ের ক্ষেত্রে পর্যবেক্ষকদের চোণে যাদবপুরে প্রেক্ষাপট ভিন্ন। বাংলায় এণন ক্ষয়িষ্ণু দল সিপিএম। ঘুরে দাঁড়ানোর লড়াইয়ে তারা নতুন প্রজন্মকে আরও বেশি করে সামনে এগিয়ে দিতে চাইছে। দলের রাজ্য নেতারা মনে করছেন, কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে সৃজনরা যে লড়াই করছেন সেটাই অনেক। একটা সিঙ্গুরের ভোট দিয়ে তাঁকে বিচার করা ঠিক হবে না। এদিকে যাদবপুর নিয়ে বাম প্রার্থী সৃজনের বক্তব্য, যাদবপুর কেন্দ্রের বড়ো অংশেই বেশিরভাগ মধ্যবিত্ত শ্রেণির মানুষের বাস। তাঁর এণন পাণির চোণ বামেদের লাল দুর্গ যাদবপুরকে পুনরায় উদ্ধার করা। তার জন্য সর্বস্ব বাজি রেণেও লড়ছেন তিনি। তবে, শুধু ভোটে জেতা নয়, ভোটে জিতে যাদবপুর লোকসভার জন্য অনেক কাজ করার রয়েছে বলে জানান সৃজন। বিশেষত শহর, মফঃস্বল ও গ্রামীণ এই তিন জনবসতির মিশ্রণ রয়েছে যাদবপুরে। ফলে তাঁর কাজটা কঠিন বলেই মনে করছেন বাম প্রার্থী। সঙ্গে রয়েছে গ্রামীণ এলাকায় পানীয় জলের সমস্যা। পাশাপাশি মফঃস্বল এলাকায় পানীয় জল ও জমা জলের সমস্যাও প্রকট। আলো ও রাস্তা বেহাল। তবে ভোটে জিতলে সেই সবগুলি মেটানোর চেষ্টা করবেন বলে প্রতিশ্রুতিও দিয়েছেন বামপ্রার্থী।

একদিন আমার শহর

কলকাতা ১৩ মে ২০২৪ ৩০ বৈশাখ ১৪৩১ সোমবার

ব্যারাকপুরে অর্জুন সিংয়ের হয়ে প্রচারে মোদি

নরেন্দ্র মোদিকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতিকৃতি উপহার দিলেন অর্জুন পুত্র বিধায়ক পবন সিং। ছবি: অদিতি সাহা

রাজভবনে শ্লীলতাহানির ঘটনায় ৪ জনকে নোটিস পাঠাল লালবাজার

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজভবনে শ্লীলতাহানির ঘটনায় কর্মীদের জিজ্ঞাসাবাদের জন্য নোটিস পাঠাল লালবাজার। লালবাজার সূত্রে খবর, রবিবার এই ঘটনার প্রেক্ষিতে মোট ৪ জনকে নোটিস পাঠানো হয়েছে। এরমধ্যে রয়েছেন এক মহিলা কর্মীও। ঘটনার দিনের যে সিসিটিভি ফুটেজ প্রকাশ্যে এসেছে, তাতে দেখা গিয়েছে, অভিযোগকারিণী যখন কাঁদতে কাঁদতে নেমে আসছেন তা দেখেছেন ওই চার কর্মী। ফুটেজ পরীক্ষার পরই ওই চারজনকে চিহ্নিত করেছে পুলিশ। এরপরই তাঁদের নোটিস পাঠিয়ে সোমবার লালবাজারে তলব করা হয়েছে। তবে তাঁরা হাজিরা দেবেন কি না, তা নিয়ে সংশয় থাকছেই। কারণ এর আগে এই ইস্যুতে তিনকর্মীকে লালবাজারে ডেকে পাঠানো হলেও তাঁরা হাজিরা এড়িয়েছেন। রাজ্যপালের বিরুদ্ধে রাজভবনের অস্থায়ী মহিলা কর্মীর শ্লীলতাহানির অভিযোগ ঘিরে এই মুহূর্তে তোলপাড় গোটা রাজ্য। রাজভবনের অস্থায়ী মহিলা কর্মীর অভিযোগ, তাঁকে শিক্ষিকার চাকরি পাইয়ে দেওয়া প্রলোভন দেখিয়ে একাধিকবার শ্লীলতাহানি করেছেন রাজ্যপাল। হেয়ার স্ট্রিট থানায় তাঁর অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ বয়ান রেকর্ড করেছে। তাতে অনেক কিছুই খুলে বলেছেন অভিযোগকারিণী। পাশাপাশি চাপে পড়ে ঘটনার দিন রাজভবনের কিছু সিসিটিভি ফুটেজ প্রকাশ করা হয়। সেই ফুটেজ এবং পুলিশের হাতে আসা ভিডিও পরীক্ষা করে তদন্ত এগোচ্ছে লালবাজার। তবে রাজভবনের ভিতরের কোনও ভিডিও বা ছবি প্রকাশ্যে আসেনি। নর্থ গেটের কিছু ফুটেজ পাওয়া গিয়েছে, যেখানে রাজ্যপালের বিশেষ সচিবের অফিস এবং অস্থায়ী কর্মীদের কার্যালয় রয়েছে। ঘটনার দিন প্রত্যক্ষদর্শী কারা ছিলেন, তাঁরা ঠিক কী কী দেখে ছিলেন, তা প্রকাশিত ফুটেজ পরীক্ষা করে বোঝার চেষ্টা করছেন তদন্তকারীরা।

কেরোসিনের বরাদ্দ কমাল কেন্দ্র, অভিযোগ রাজ্যের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্যের কেরোসিনের বরাদ্দ কমিয়ে দেওয়া হল, এমনটাই অভিযোগ রাজ্য সরকারের। এপ্রিলে রাজ্যকে ৫৮ হাজার কিলোলিটার কেরোসিন বরাদ্দ করেছিল কেন্দ্র। সেখানে মে ও জুন এই দু'মাসের জন্য কেন্দ্রের তরফে মোট ৩৯ হাজার ২১২ কিলোলিটার তেল বরাদ্দ করা হয়েছে। অর্থাৎ গড়ে প্রতি মাসে রাজ্যকে ২০ হাজার কিলোলিটার কেরোসিন সরবরাহ করবে কেন্দ্র, যা এপ্রিলের তুলনায় অনেকটাই কম। এদিকে দীর্ঘদিন ধরেই কেরোসিন সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে বরাদ্দ নিয়ে কেন্দ্রের সঙ্গে রাজ্যের বিরোধ চলছে। রাজ্যের জন্য বরাদ্দ নির্দিষ্ট পরিমাণ কেরোসিন সরবরাহ না করায় কলকাতা হাইকোর্টে মামলাও দায়ের হয়। এরপর আদালতের তরফ থেকে নির্দেশ দেওয়া হয়, রাজ্য খাদ্য দপ্তরের তরফে যে পরিমাণ কেরোসিনের কথা জানানো হবে, তা পর্যালোচনা করে কেন্দ্রকে বরাদ্দ করতে হবে। তবে, এমনটাই বাস্তবে এই ছবিটা একেবারেই উল্টো এমনটাই জানাচ্ছেন রাজ্যের সংশ্লিষ্ট দপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্তরা।

এই প্রসঙ্গে খাদ্য দপ্তরের আরও অভিযোগ, কেন্দ্র প্রয়োজনীয় বরাদ্দ অনুযায়ী কেরোসিন তো সরবরাহ করছেই না, উল্টে সময়ের অনেক পরে বরাদ্দের কেরোসিন দিচ্ছে। ফলে রেশনে কেরোসিন নিতে এসে গ্রাহকরা তা না পেয়ে ডিলারদের সঙ্গে ভুল বোঝাবুঝি বাড়ছে। গন্ডগোলও ঘটছে কোথাও কোথাও। একইভাবে রেশনে বরাদ্দ কেরোসিন না পেয়ে সমস্যায় পড়ছেন গরিব মানুষেরাও।

এদিকে কেরোসিনের বরাদ্দের পরিমাণ যে ভাবে কমিয়ে চলেছে কেন্দ্র তাতে আগামী দিনে আন্দোলন ছাড়া সমস্যার সুরাহা হওয়া সম্ভব নয় বলে হুঁশিয়ারির সুরে জানিয়েছেন রেশন ডিলার সংগঠনের পদস্থ কর্তা। তাঁর কথায়, প্রয়োজনে ফের আদালতের দ্বারস্থ হতে হবে। বহু নিম্নবিত্ত পরিবার এখনও রান্নার জন্য কেরোসিন তেলের উপর নির্ভরশীল। মাসে নির্দিষ্ট পরিমাণ কেরোসিন না পেলে তাঁদের সমস্যা হওয়া স্বাভাবিক। খোলা বাজারে আলাদা দাম দিয়ে কেরোসিন কেনার খরচ অনেক বেশি, যা গরিব পরিবারগুলির পক্ষে অত্যন্ত কষ্টকর। আর এখানেই সামনে আসছে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে ফের বঞ্চনার ঘটনা।

ফের বিমানের ককপিটে লেজারের আলোয় দিকভ্রান্তি পাইলটের

নিজস্ব প্রতিবেদন, দমদম: ফের দমদম বিমানবন্দরে বিমানের বিমান অবতরণের সময় ককপিটে লেজারের আলোর জেরে দিকবিভ্রান্তি পাইলটের। এদিকে বিমানবন্দর সংলগ্ন বিধাননগর কমিশনারেটের অন্তর্গত থানা এলাকাগুলিতে লেজার লাইট ব্যবহারের উপর ১৪৪ ধারা জারি হয়েছে। কিন্তু তা খাতায় কলমে। কারণ, এই ১৪৪ ধারা জারির পরেও এয়ারপোর্ট পার্শ্ববর্তী উত্তর ২৪ পরগনা জেলা পুলিশের অন্তর্গত মধ্যমগ্রাম, বারাসাত থানা এলাকা থেকেও নিয়মিত লেজার আলোর ঝলকানি এসে পড়ে বিমানের ককপিটে। এই লেজার আলোর ফেলার ঘটনা শনিবারও ঘটে রাত ৯টা ২ মিনিট নাগাদ। এই সময় কলকাতা থেকে দুবাইগামী ফ্লাই এমিরেটসের ইকে ৫৭৩ বিমান উড়ান নিয়ে কলকাতার আকাশে বিমানবন্দর থেকে ১৯ নটিকাল মাইল দূরে ছিল। হঠাৎই মধ্যমগ্রামের দিক থেকে লেজার লাইটের আলো ককপিটে ঝলসে ওঠে। যার জেরে চোখ ধাঁধিয়ে যায় পাইলটের। এরপরই এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোলের

সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়। সমস্ত ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হয়। সংশ্লিষ্ট বিমান কর্তৃপক্ষও বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষকে অভিযোগ জানায়। বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ নেতাজি সুভাষচন্দ্র আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থানায় অভিযোগও দায়ের করে। এর আগেও একাধিকবার মধ্যমগ্রামের দিক থেকে লেজার আলোর এই খেলার জেরে সমস্যায় পড়তে হয়েছে বিমানের পাইলটের। সে ব্যাপারে থানা জানানো হলেও ছবি বদলাচ্ছে না কোনও ভাবেই।

অন্যদিকে বিমানবন্দর সূত্রে খবর, বেঙ্গালুরু থেকে কলকাতাগামী ইন্ডিগো বিমান সিক্স ই ২২৩ যখন কলকাতার আকাশে অবতরণের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল। বিমানবন্দর থেকে মাত্র পাঁচ নটিকাল মাইল দূরে। সেই সময় বিমানের ককপিটে আলো এসে পড়ে। পাইলটের দক্ষতায় বড়সড় বিপদ এড়ানো সম্ভব হয়। এরপর রাতে সাড়ে ৮টা নাগাদ বিমান অবতরণ করানো হয়।

স্বস্তির দিন শেষ, জানাল আবহাওয়া দপ্তর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: স্বস্তির দিন শেষ হতে চলেছে। আবার গরম পড়বে। তাপমাত্রাও বাড়বে বেশ খানিকটা, এমনটাই জানাল আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর। আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, দক্ষিণবঙ্গের কিছু জেলায় সোমবার পর্যন্ত বৃষ্টি হতে পারে। তবে কলকাতা, হুগলি, পুরুলিয়া, ঝাড়গ্রামের মতো জেলাগুলিতে রবিবারের পর আর ঝড়বৃষ্টির তেমন সম্ভাবনা নেই। বৃষ্টির আর সম্ভাবনা নেই বাঁকুড়া, পশ্চিম বর্ধমান, পূর্ব বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ এবং নদিয়াতেও। সোমবার থেকে এই সব জেলায় শুকনো আবহাওয়া থাকবে বলে জানিয়েছে হাওয়া অফিস। তবে দক্ষিণবঙ্গের কিছু জেলায় সোমবারও ঝড়বৃষ্টি হতে পারে। উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুর, হাওড়া এবং পশ্চিম মেদিনীপুরে সোমবার ঘণ্টায় ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়া-সহ বৃষ্টি এবং বজ্রপাতের পূর্বাভাস রয়েছে। একইসঙ্গে এও জানানো হয়েছে, পূর্বাভাস বলছে, আগামী কয়েকদিন দক্ষিণবঙ্গের প্রায় সব জেলাতেই

তাপমাত্রা স্বাভাবিক বা স্বাভাবিকের নিচে থাকবে। পরবর্তী তিন দিনে তাপমাত্রা তিন থেকে চার ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত বাড়তে পারে। এদিন কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৩.৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস। শনিবার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩৩.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস। বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ৬০ থেকে ৯৩ শতাংশের আশপাশে। তবে তারপর থেকে আবার ঊর্ধ্বমুখী হতে শুরু করবে পারদ। তাপমাত্রা সর্বত্রই তিন থেকে চার ডিগ্রি সেলসিয়াস বাড়তে পারে।

'বিজেপিকে একটিও ভোট নয়' লেখা ব্যানার নিয়ে প্রচার আপ সমর্থকদের। ধর্মতলায় ছবিটি তুলেছেন অদিতি সাহা।

'হ্যালো পার্থ'ও জেলে যাবে, সুকান্ত মজুমদারের নিশানায় তৃণমূল প্রার্থী

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: দলীয় প্রার্থী অর্জুন সিংয়ের সমর্থনে রবিবার জগদ্দলের পেপার মিল ময়দানে আয়োজিত জনসভায় এসে ব্যারাকপুর কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থীকে আক্রমণ করেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। এদিন তিনি বলেন, দিদিমণির কাছে দু'টো পার্থ ছিল। একটা মোটা পার্থ। আরেকটা ছোট পার্থ। কেউ আবার ছোট পার্থকে 'হ্যালো' পার্থ বলে থাকেন। তাঁর দাবি, মোটা পার্থ জেলের ভেতরে আছে। অপেক্ষা করুন কয়েকটা মাস বাদে এই 'হ্যালো পার্থ'ও জেলে যাবে। জেলে যাবার কারণ হিসেবে তাঁর ব্যাখ্যা, শেখ শাহজাহান, বঙ্কিম হাজরার চাল ও ড্রাগস পাচারের টাকায় নৈহাটিতে বেনামে অনেক জমি কিনেছেন ছোট পার্থ। সুকান্তের কথায়, মনে রাখবেন এটা মোদি সরকার। না খায়ুঙ্গা, না খানে দুঙ্গা। দিদিমণিও বাঁচাতে পারবে না। সুকান্তের বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে তৃণমূল প্রার্থী পার্থ ভৌমিক বলেন, 'উনি যদি পার্থ ভৌমিকের নাম করে বলতেন, তাহলে ওনার বিরুদ্ধে মানহানির মামলা করতাম। যেমন শুভেন্দুর বিরুদ্ধে করেছি।' অপরদিকে এদিনের সভা থেকে জুটমিল নিয়ে বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিং বলেন, প্রধানমন্ত্রীর জন্যই আজ বাংলার জুটমিলগুলো টিকে আছে। অন্যথায় দিদিমণি জুটমিলগুলোকে কবেই শেষ করে দিতেন। তাঁর আক্ষেপ, শিল্পাঞ্চলের অন্নপূর্ণা কটন মিল, ডানবার কটন মিল, বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিল শেষ হয়ে গেছে। টিটাগড় ও শ্যামনগরের সিইএসসি প্ল্যান্ট দুটোও শেষ হয়ে গিয়েছে। দ্বিতীয়বার মোদিজি প্রধানমন্ত্রী হবার পর বন্ধ হয়ে যাওয়া ওই দুটি প্ল্যান্টের জায়গায় যাতে তাপ বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র গড়ে তোলা যায়, প্রধানমন্ত্রীর কাছে তিনি সেই আবেদন রাখবেন।

রাজাবাজার ২৮ নম্বর ওয়ার্ডে প্রচার সারলেন কংগ্রেস প্রার্থী প্রদীপ ভট্টাচার্য।

কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতিদের রায়ে তাদের রাজনৈতিক সংস্রব ধরা পড়ছে

জানালেন প্রবীণ আইনজীবী প্রশান্ত ভূষণ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতিদের একাংশের রাজনৈতিক সংস্রব তাঁদের রায়েই ধরা পড়ছে বলে মনে করেন সুপ্রিম কোর্টের প্রবীণ আইনজীবী প্রশান্ত ভূষণ। এই প্রসঙ্গে তাঁকে সরাসরি প্রাক্তন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের নাম উল্লেখ করতেও শোনা গেল। এরই রেশ টেনে প্রবীণ এই আইনজীবীর বক্তব্য, বিচারপতিদের একাংশের এই বিষয়টা 'অত্যন্ত উদ্বেগের এবং দুর্ভাগ্যজনক'। প্রসঙ্গত, শনিবার 'দেশ বাঁচাও গণমঞ্চ'র ডাকে কলকাতায় দু'টি সভা করেন প্রশান্ত ভূষণ। এদিকে প্রায় ২৬ হাজার শিক্ষকের চাকরি বাতিলের রায়ের প্রেক্ষিতে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তৃণমূল নেতৃত্ব সরব হয়েছে কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতিদের একাংশের বিরুদ্ধে। এমনকী, মুখ্যমন্ত্রী 'বিজেপির বিচারালয়' বলে কটাক্ষও করার ঘটনায় তাঁর মত কী জানতে চাওয়া হলে প্রশান্ত ভূষণ জানান, 'আমি ঠিক এভাবে বিষয়টাকে ব্যাখ্যা করব না। তবে এটা ঠিক যে, কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতিদের নানা মন্তব্য, এমনকী রায়ের মধ্যে তাঁদের রাজনৈতিক সংস্রব ধরা পড়ছে। যা অত্যন্ত উদ্বেগের এবং দুর্ভাগ্যজনক। এটা আরও পরিষ্কার হয়েছে প্রাক্তন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের মাধ্যমে। তিনি তো সরাসরি বিজেপির প্রার্থী হয়েছেন।' তবে প্রশান্তের ইঙ্গিত, কেবল কলকাতা হাইকোর্ট নয়, দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকেই আদালত নিয়ে এই ধরনের অভিযোগ সামনে আসছে।

অন্যদিকে আবার কেন্দ্রের মোদি সরকার সম্প্রতি অস্বস্তিতে পড়েছে ইলেক্টোরাল বন্ড নিয়ে। সুপ্রিম কোর্ট এই বন্ডকে অসাংবিধানিক বলে রায় দিয়েছে। এমনকী, সুপ্রিম-চাপেই প্রকাশ্যে এসেছে কোন কোম্পানি কত টাকা কোন রাজনৈতিক দলকে দিয়েছে। ওই মামলায় কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে যে সব আইনজীবী সওয়াল করেন, প্রশান্ত ভূষণ তাঁদের অন্যতম প্রধান। এই প্রসঙ্গে এদিন কলকাতার সভায় ইলেক্টোরাল বন্ড নিয়ে নরেন্দ্র মোদি ও তাঁর দল বিজেপির সমালোচনাও করতে দেখা যায় তাঁকে। আইনজীবী প্রশান্ত ভূষণ জানান, সম্প্রতি আরও একটি মামলা তিনি সুপ্রিম কোর্টে ফাইল করেছেন। যেখানে দাবি করা হয়েছে, এই বন্ডের মাধ্যমে রাজনৈতিক দলগুলো যে সব টাকা তুলেছে, সেগুলো তাদের ফেরত দিতে হবে। কারণ, হিসেবে প্রবীণ এই আইনজীবী জানান, 'এটা যে একটা দুর্নীতি, তা নিয়ে এখন আর কোনও সন্দেহ নেই। এই দুর্নীতির টাকা আসলে মানুষের টাকা। সেই টাকা ফেরত দিতেই হবে। আমি আশা করছি, সুপ্রিম কোর্ট এই ব্যাপারে সঠিক ন্যায়বিচার করবে।' এর পাশাপাশি বিজেপি বিরোধীদের সুরে প্রশান্ত ভূষণকে এদিন ইডি-সিবিআই-আয়কর দপ্তরের মতো কেন্দ্রীয় এজেন্সিগুলোকে ব্যবহার করে দেশে যে এক ভয়ের পরিবেশ তৈরি করা হচ্ছে তা নিয়ে নরেন্দ্র মোদি-অমিত শাহকে কটাক্ষ করতেও শোনা যায় এদিন। তিনি তোপ দাগেন ইডি-সিবিআইয়ের অফিসারদের একাংশের বিরুদ্ধেও। প্রশান্ত ভূষণের কথায়, 'ইলেক্টোরাল বন্ডের মতো এত বড় দুর্নীতি হয়েছে। যেখানে মানি লন্ডারিং স্পষ্ট। সে সব দেখেও ইডি-সিবিআইয়ের যে সব অফিসার কোনও তদন্ত করেননি বা চুপ করে বসেছিলেন। আর এই প্রসঙ্গে তিনি হুঁশিয়ারির সুরে এও জানান, তাঁদের বিরুদ্ধেও তদন্ত হবে। তাঁদেরও জেলে যেতে হবে।'

একই সঙ্গে তাঁর দাবি, ইলেক্টোরাল বন্ড নিয়ে সত্যিকারের তদন্তের জন্য সুপ্রিম কোর্টের নজরদারিতে সিট গঠন করতে হবে মামলায় এই দাবিও রাখা হয়েছে। সঙ্গে এদিন প্রশান্ত এও জানান, তাঁর ধারনা, এবার মোদি ক্ষমতায় আসছেন না। সেটা তাঁর আচার-আচরণ, সাম্প্রদায়িক কথাবার্তা, আদানি-আম্বানিকে নিয়ে তাঁর মন্তব্য এবং শেয়ার মার্কেটে ধস নামাই প্রমাণ করে দিচ্ছে।

এ দিনের সভায় প্রশান্ত ছাড়াও ছিলেন আরটিআই অ্যাক্টিভিস্ট ও সমাজকর্মী অঞ্জলি ভরদ্বাজ। তিনি বলেন, 'একটা সরকার গত চার বছরে তথ্য জানার আইনকে দুর্বল করবে বলে পার্লামেন্টে কোনও আলোচনা ছাড়াই দু'বার সংশোধনী এনেছে। এর মাধ্যমেই স্পষ্ট যে, তাঁরা কতটা দুর্নীতিগ্রস্ত।'

কলেজে ভর্তি নিয়ে ঘোর অনিশ্চয়তা, শঙ্কায় পড়ুয়ারা

অশোক সেনগুপ্ত

বেহালার অনির্বাণ চট্টোপাধ্যায় আর বাগুইআটির নিবেদিতা রায়; দু'জনেই রীতিমতো চিন্তায়। দু'জনেই এবার উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করেছে। কলকাতার কোনও প্রতিষ্ঠিত কলেজে ভর্তি হতে চায়। কিন্তু কলেজগুলোয় ভর্তিপ্রক্রিয়া শুরু হয়নি। কবে হবে, কেউ বলতে পারছেন না। অনির্বাণ আর নিবেদিতার মতো অবস্থা এবার উচ্চ মাধ্যমিকে উত্তীর্ণ অজস্র পড়ুয়ার। যেমনশ্যামবাজারের তানিশা বায়েন, দক্ষিণেশ্বরের মুস্কান শাহ, চিৎপুরের চিরাগ চৌধুরী, দমদমের মহম্মদ ওয়াহেব। ৪ জনই প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছে। কিন্তু কলেজে ভর্তি নিয়ে অন্ধকারে। এবার ৬ লক্ষ ৭৯ হাজার ৭৮৪ জন এই পরীক্ষায় পাশ করেছে। এর মধ্যে শতাংশের হিসাবে সামান্য রাজ্যের স্বশাসিত ও বেসরকারি কলেজে বা ভিন রাজ্যে পড়বে। অনেক বেশি টাকা দিয়ে বেসরকারি কলেজে ভর্তি হওয়ার বা হঠাৎ করে ভিন রাজ্যে চলে যাওয়ার সুযোগ বাকিদের অধিকাংশের নেই। আর সে কারণেই গভীর শঙ্কা তাদের গ্রাস করছে। কিন্তু কেন এই অবস্থা? কলকাতার নামী একটি কলেজের নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক অধ্যক্ষ এই প্রতিবেদককে বলেন, গত বছরও

ঠিক এরকম পরিস্থিতি হয়েছিল। উচ্চশিক্ষা দপ্তর বিভিন্ন কলেজকে স্নাতকস্তরে ভর্তির পোর্টাল খুলতে বলেও তা গোড়াতেই বন্ধ রাখতে বলা হয়। ছাত্রছাত্রীরা হন্যে হয়ে কলেজে কলেজে ঘুরেও সমাধানসূত্র না পেয়ে যে যার মতো রাজ্যের বাইরে চলে যায়। পাঁচ সপ্তাহ পর বিকাশ ভবনের নির্দেশে যখন পোর্টাল খুলল, রাজ্যের কলেজগুলোর আসন পূর্ণ হল না। যেটুকু জুটল তথাকথিত নিম্নমানের পড়ুয়া। অন্য কোনও রাজ্যে এ রকম হয়নি। এ বছরের উচ্চ মাধ্যমিকের পরীক্ষার ফল ঘোষণা হয়েছে চলতি মাসের ৮ তারিখ। যে সমস্ত কলেজ কেন্দ্রীয় ভাবে ভর্তি প্রক্রিয়ায় থাকছে না, তারা নিজেদের অনলাইন পোর্টালের মাধ্যমে ভর্তি চালু করে দিয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে স্কটিশ চার্চ কলেজ, সেন্ট পলস কলেজ, উইমেন্স খ্রিস্টান কলেজ ও শ্রীরামপুর কলেজ। সব ক'টিই খ্রিস্টান সংখ্যালঘু কলেজ। এ ছাড়াও সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ, শ্রী শিক্ষায়তন, ভবানীপুর এডুকেশন সোসাইটি, বেলুড় বিদ্যামন্দির, নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন আবাসিক কলেজ নিজেদের মতো করে কলেজ-ভিত্তিক পোর্টালের মাধ্যমে ভর্তি প্রক্রিয়া শুরু করে দিয়েছে। কিন্তু এটা সিন্ধুতে বিন্দুসম।

যোগেশচন্দ্র চৌধুরী কলেজ অধ্যক্ষ ডঃ পঙ্কজ কুমার রায় বলেন, আমরা আশাবাদী যে প্রত্যেকবারের মতো কেন্দ্রীয় ভর্তির প্রক্রিয়া বাতিল হয়ে কলেজভিত্তিক ভর্তি হবে না। এবং কলেজে কলেজে ক্রমবর্ধমান সিন্ডিকেট রাজের অবসান ঘটবে। উচ্চ শিক্ষায় এবং শিক্ষকতায় মেধা, কেবলমাত্র মেধাই একমাত্র মাপকাঠি হওয়া উচিত। তাহলেই বাংলার শিক্ষার শাপমুক্তি ঘটবে।

কলেজে ভর্তি হতে ইচ্ছুক ছেলেমেয়েরা ফোনে, মেলে ক্রমাগত যোগাযোগ করার চেষ্টা করছে। এত ফোন ধরার বা মেলে জবাব দেওয়ার কর্মী কোথায়? বাধ্য হয়ে তারা কলেজে এসে খোঁজ করছে। কিন্তু উত্তর তো কলেজ কর্তৃপক্ষরও জানা নেই। এ কথা স্বীকার করে পশ্চিমবঙ্গ অধ্যক্ষ পরিষদের সভাপতি পূর্ণ চন্দ্র মাইতি বলেন, দেশের অন্যান্য রাজ্যে আইএসসি পরীক্ষার ফলপ্রকাশের পরেই কলেজে কলেজে ভর্তির পোর্টাল খুলে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে তা হয়নি। ফলে এ রাজ্যের গোটা ৫০ সরকারি এবং ৫৩৬টি সরকার-অনুমোদিত কলেজে ভর্তির ব্যাপারে ঘোর অনিশ্চয়তা রয়েছে। উচ্চশিক্ষাকে ধ্বংস করে দিল শিক্ষা দপ্তর।

বিকাশ ভবন সূত্রের খবর, লোকসভা নির্বাচনের জন্য আদর্শ আচরণবিধি চালু আছে। কেন্দ্রীয় ভাবে কলেজে ভর্তির পোর্টাল কবে থেকে চালু হবে, তা নিয়ে সিদ্ধান্ত হয়নি। তা নিয়ে আলোচনা চলছে। যদিও এই ভাবনার কড়া বিরোধিতা করেছেন পশ্চিমবঙ্গ অধ্যক্ষ পরিষদের সভাপতি। তিনি বলেন, এটা অনভিজ্ঞতা, দায়িত্বজ্ঞানহীনতার পরিচায়ক। কলেজে ভর্তির বিষয়টি রুটিনমাফিক কাজ। নির্বাচনের দোহাই দিয়ে একে আটকে রাখা যায় না। ঘরপোড়া গরু সিঁদুরে মেঘ দেখলে ডরায়। গত বছর ভর্তি নিয়ে যে অবস্থা হয়েছিল, এবারেও তা হবে কি না, তা ভেবে আমরা শঙ্কিত।

কলকাতার একটি নামী কলেজের অধ্যক্ষা বলেন, আমাদের প্রথম থেকেই আলাদা রাখা হয়েছে শিক্ষা দপ্তরের তরফ থেকে। কেন্দ্রীয় ভাবে ভর্তির ক্ষেত্রে যখনই কোনও বৈঠক হয়েছে, সেখানে আমাদের ডাকা হয়নি। তাই প্রত্যেকবারের মতো এ বছরও আমরা উচ্চ মাধ্যমিকের ফল ঘোষণার পরে কলেজে ভর্তি প্রক্রিয়া শুরু করে দিয়েছি।

সম্পাদকীয়

দেশের জনগণের মধ্যে আয়ের ব্যাপক বৈষম্যের প্রকৃত কারণ জানতেই হবে

শুধু সরকারি কর্মচারীদেরই মহার্ঘ ভাতা বা ডিএ দেওয়া হবে কেন, এই প্রশ্ন তুলেছেন এখন সকলেই। দেশের নিয়ম অনুসারে সরকারি কর্মচারী নন, কৃষিশ্রমিক থেকে শুরু করে অসংগঠিত ও সংগঠিত ক্ষেত্রের সব শ্রমিকেরই মূল্যবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মহার্ঘ ভাতা পাওয়ার কথা। ৩ এপ্রিল ২০২৩ ভারত সরকার যে অর্ডার বের করেছেন, তা দ্রষ্টব্য। বেসরকারি ক্ষেত্রের লোভনীয় হাতছানি থাকতে সরকারি চাকরিকে 'সোনার খনি' বলে অনেকের ধারণা, সেটা বোধ হয় বেতনক্রমের নিরিখে নয়। চাকরির নিরাপত্তাই ছিল সরকারি চাকরির একমাত্র আকর্ষণ। সেটাও তো বিভিন্ন উপায়ে খর্ব করার প্রচেষ্টা চলছে। পুরনো পেনশন ব্যবস্থা ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য অনেক রাজ্যে সরকারি কর্মচারীরা আন্দোলন করছেন। বেতন কমিশন নিম্নস্তরের সরকারি কর্মচারীদের বেতন নির্ধারণ করে 'প্রয়োজনভিত্তিক ন্যূনতম বেতন'-এর নিরিখে। অর্থাৎ, চার জনের পরিবারের ভাত-কাপড় জোগান দেওয়ার জন্য এক জন উপার্জনকারীর ন্যূনতম বেতন। সেটা যদি ২০১৬ সালের জানুয়ারি মাসের মূল্যমানের নিরিখে মাসিক ১৮,০০০ টাকা হয়, তা হলে তো কর্মচারীদের কিছু করার নেই। অন্য দিকে, ২০১৯ সালে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার নিয়োজিত অনুপ শতপথী কমিটি সর্বভারতীয় স্তরে দৈনিক মজুরি সর্বনিম্ন ৩৭৫ টাকা সুপারিশ করেছিল। অথচ, কেন্দ্রীয় সরকার আজ পর্যন্ত সেই সুপারিশ না মেনে, দৈনিক মজুরি ২০১৯ সালে মাত্র ২ টাকা বাড়িয়ে ১৭৮ টাকায় বেঁধে রেখেছে। ২০১২ সাল থেকে ২০২১-এর মধ্যে দেশে সৃষ্ট সম্পদের ৪০ শতাংশ কেন মাত্র ১ শতাংশ মানুষের ঘরে জমা হল, এবং দেশের সর্বনিম্ন ৫০ শতাংশ মানুষ কেন খুদকুঁড়ো ৩ শতাংশের ভাগীদার হল (অক্সফ্যাম রিপোর্ট), সে কৈফিয়তও কি কর্মচারীরা দেবেন? যে অর্থনীতির মাধ্যমে দেশ পরিচালিত হচ্ছে, তা-ই আয়ের ব্যাপক বৈষম্য সৃষ্টি করছে। সেই অর্থনীতির পরিচালকরাই দেশের মানুষকে প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত করে, সরকারি অনুদানের মাধ্যমে অনুগৃহীত করে রাখার রাজনীতি করছেন। পাশাপাশি, শ্রমজীবী মানুষের সংগ্রামলব্ধ অধিকার হরণের জন্য কুযুক্তির বিস্তার করছেন। এটাই শাসক শ্রেণির রাজনীতি।

রবীন্দ্রনাথ মুক্তির আকাশ, বিশ্বাসের বাতিঘর

স্বপনকুমার মণ্ডল

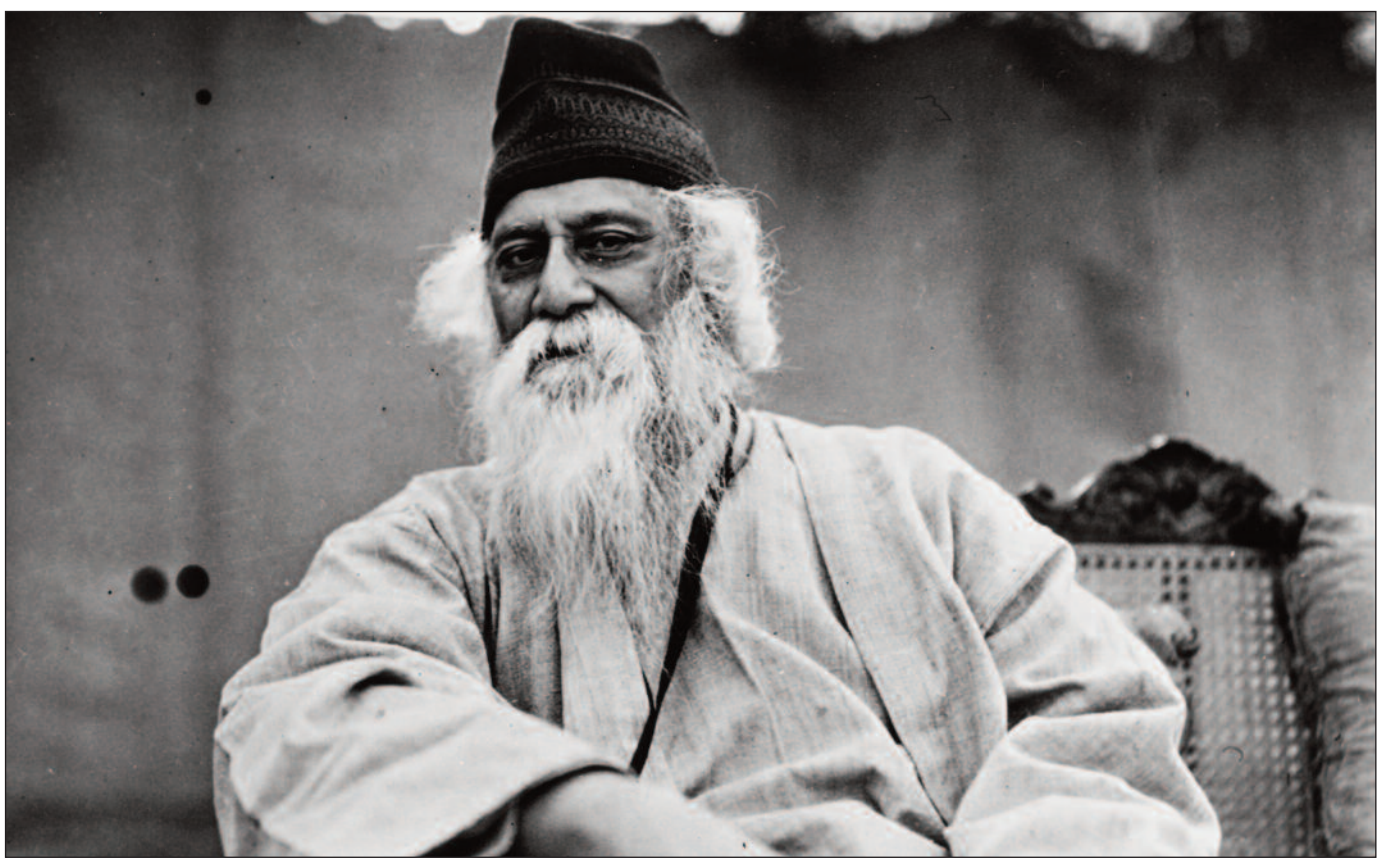

মানুষ বেঁচে থাকে বিশ্বাসে,এগিয়ে চলে আত্মবিশ্বাসে। যখনই বিপদ-আপদ ঘটে,আঘাত-প্রতিঘাত আসে, তখনই অস্তিত্বের শিকড়ে টান পড়ে,বিশ্বাসকে অবলম্বন করে। মৃত্যুভয় তাড়া করে ফিরলেই সেই বিশ্বাসের বাতিঘরে দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়। আত্মবিশ্বাসের অভাব হলেই লোকে বিশ্বাসকে হাতড়ে বেড়ায়। সেখানে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অভয় বাণী আমাদের পাথেয়। তাঁর জীবন মন্থন করা অভিজ্ঞতার নির্যাস ও জীবনসমুদ্রে থেকে তুলে আনা মণিমুক্তো দিয়ে যেসব বাণীর আলো বিস্তার করে অসহায় মানুষের মধ্যে নতুন পথের দিশা দেখিয়েছেন, তা নানাভাবে আমাদের প্রাণিত করে, নতুন জীবনের হাতছানি দেয়। সেখানে 'বিপদে মোরে রক্ষা করো এ নহে মোর প্রার্থনা—'। বিপদকে জয় করার মধ্যে থাকে নিজেকে খুঁজে পাওয়া একান্ত অবকাশ, আত্মপরিচয়ের সার্থকতা। শুধু তাই নয়, বিশ্বাসের আলোতেই আত্মবিশ্বাসের বিস্তারে রবীন্দ্রনাথ মৃত্যুতেও অকুতোভয়। কেননা সেখানেও দুঃখের নয়, আনন্দের অনন্ত বিস্তার। সময়ের আবর্তে সুখ-দুঃখের চির অভ্যস্ত পালাবদলে নয়, সর্বত্র আনন্দের বিচিত্র প্রকৃতির সবুজ হাতছানি খুঁজে ফিরেছেন রবীন্দ্রনাথ। আর আমরা লাভ করেছি তাঁর অভয় মন্ত্র। এজন্য রবীন্দ্রনাথ আমাদের বিশ্বাসের পরম আশ্রয়, আত্মবিশ্বাসের পরশমণি। জীবনের দুর্যোগ দুর্বিপাক যখনই বিশ্বাসের অভাব ঘটেছে,তখনই রবীন্দ্রনাথ আমাদের সহায় হয়েছেন। ভয়ঙ্কর আবহের মধ্যেও তাঁর অভয় বাণী আমাদের কাছে প্রাণসঞ্জীবনী মন্ত্র হয়ে উঠেছে বারবার।

বছরকয়েক আগে আমাদের মৃত্যুভয় যখন জাঁকিয়ে বসেছিল, তখন জীবনের প্রতি বিশ্বাসও তলানিতে ঠেকেছিল। এখন আর আগের সেই করোনার প্রতাপ নেই,তবে তার প্রভাব আছে দেশজুড়ে। অথচ বছরদুয়েক ধরে চলা মারণ যুদ্ধে সেই বিশ্বাসেই থাবা বসিয়েছিল অদৃশ্য দানব করোনা ভাইরাস। জনমানসে অনিশ্চিত জীবনের হাতছানি বেপরোয়া ভাবে ছড়িয়ে পড়ে। যে আত্মপ্রত্যয়ে মানুষ বেঁচে থাকার স্বপ্নে বিভোর হয়, জীবনকে চলিষ্ণুতায় আন্তরিক করে তোলে, তাই তখন প্রাণসংশয়ের স্থিরতায় প্রহর গুণে চলেছে। প্রতিটি মুহূর্তেই অবিশ্বাসী অস্থিরতার পরশ আমাদের সচকিত করে তুলেছে। কিছুতেই বিশ্বাসে থিতু হতে না পারা মানুষের মধ্যে থেকে প্রশান্তির ছায়া সুদূরপরাহত। সর্বত্র অশনি সংকেতের চেতাবনি। অন্যদিকে আত্মবিশ্বাসের অভাবেই ঐশ্বরিক বিশ্বাস জেগে ওঠে। সেই বিশ্বাস নানারকম সংস্কারের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পায়। তাতে যুক্তির অভাব থাকলেও ভক্তির প্রাচুর্য স্বাভাবিক । সেই ভক্তিতেই যে ভক্তের স্বস্তি মেলে, লাভ করে অপার প্রশান্তি। পূজার্চনায় অন্যে কুসংস্কার খুঁজে পেলেও ভক্তের সংস্কারে তা বিশল্যকরণী মনে হয়। সেক্ষেত্রে অপরের বিশ্বাসে যুক্তিবাদীদের জ্ঞানের অভাব জেগে উঠলেও বিশ্বাসীদের মনে তৃপ্তিবোধের পরশ ছড়িয়ে পড়ে যা তার বেঁচে থাকায় প্রাণিত করে। এজন্য শালুক কাপড়ে মোড়া সিদূর চর্চিত না-পড়া ধর্মগ্রন্থের মধ্যেও প্রমথনাথ বিশী অসারতা খুঁজে পাননি। ধর্মবিশ্বাসী মানুষের অচলা ভক্তিতেই তার প্রকাশ। সেখানে যে ভক্তিই মূলকথা। জীবনে বেঁচে থাকার জন্য সেই বিশ্বাসী ভক্তিরও প্রয়োজন আছে। কেননা আমাদের বিশ্বাসে শুধু বাস্তবতা নেই, আছে কল্পনাও। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'পোস্টমাস্টার' গল্পের সেই রতনের দাদাবাবু আর ফিরে আসার কোনো সম্ভাবনা না থাকা সত্ত্বেও তার কল্পনার বিশ্বাসে ভর করে পোস্ট অফিস ঘরের চারদিকে ঘুরপাক

বছরকয়েক আগে আমাদের মৃত্যুভয় যখন জাঁকিয়ে বসেছিল, তখন জীবনের প্রতি বিশ্বাসও তলানিতে ঠেকেছিল। এখন আর আগের সেই করোনার প্রতাপ নেই,তবে তার প্রভাব আছে দেশজুড়ে। অথচ বছরদুয়েক ধরে চলা মারণ যুদ্ধে সেই বিশ্বাসেই থাবা বসিয়েছিল অদৃশ্য দানব করোনা ভাইরাস। জনমানসে অনিশ্চিত জীবনের হাতছানি বেপরোয়া ভাবে ছড়িয়ে পড়ে। যে আত্মপ্রত্যয়ে মানুষ বেঁচে থাকার স্বপ্নে বিভোর হয়, জীবনকে চলিষ্ণুতায় আন্তরিক করে তোলে, তাই তখন প্রাণসংশয়ের স্থিরতায় প্রহর গুণে চলেছে। প্রতিটি মুহূর্তেই অবিশ্বাসী অস্থিরতার পরশ আমাদের সচকিত করে তুলেছে। কিছুতেই বিশ্বাসে থিতু হতে না পারা মানুষের মধ্যে থেকে প্রশান্তির ছায়া সুদূরপরাহত। সর্বত্র অশনি সংকেতের চেতাবনি।

খাওয়ার মতো আমাদের জীবনও আবর্তিত হয়। একজনই প্রথম হয়। অথচ স্বপ্ন দেখে অনেকেই। সেখানে যুক্তিবাদীরও অভাব নেই। বাস্তব ও কল্পনা মিলিয়েই আমাদের জীবন। এজন্য কারও কাছে যা কুসংস্কার, অন্যের কাছে তা সংস্কৃতি।

করোনার বিধ্বংসী আক্রমণে সেই ঐশ্বরিক বিশ্বাসও অস্তাচলগামী হয়েছিল। আবার বিজ্ঞানও সেভাবে দিশা দেখাতে পারেনি। সেক্ষেত্রে তার সর্বগ্রাসী বিচরণে স্পর্শমাত্র বিস্তারেই শুধু নয়, তার অমর প্রকৃতিও মানুষকে অসহায় করে তুলেছে। এজন্য সেখানে সামাজিক সম্পর্কই তার আক্রমণে ভেঙে গেছে। করোনার অদৃশ্য আক্রমণে আমাদের সামাজিক জীবনই সেদিন বিপর্যস্ত হয়েছিল। শুধু তাই নয়, গৃহবন্দি নিঃসঙ্গ জীবনে বেঁচে থাকার লক্ষ্যে আমাদের জীবনপ্রত্যয়ে অনিশ্চয়তা স্বাভাবিক হয়ে এসেছে। যেখানে বাঁচাই মানুষের মূলধন হয়ে ওঠে, সেখানে তার সামাজিক মনধন দরিদ্র হয়ে পড়ে। আর সেই সূত্রে সামাজিক শিথিলতা অনিবার্য। এজন্য মৃত্যুভয়ের তাড়নায় যাওবা 'বাঁচো এবং বাঁচাও'-এর অস্তিত্বে দেশপ্রেম জেগে ওঠে, তার প্রকট হাতছানিতে তাও আবার সময়ান্তরে তার 'বাঁচো'র মুখে 'বাঁচাও' নীরবতা লাভ করে । করোনার কবলে পড়ে রাজ্যে প্রথম মৃত্যুর শবদাহতেই তার পরিচয় নিবিড় করে তুলেছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'মানুষের ধর্ম' প্রবন্ধে দেহ ভিন্ন হলেও মনে আমরা ঐক্য প্রত্যয়ী বলেছেন। এজন্য প্রধানমন্ত্রীর 'মনের কথা'তেও সেই ঘরে বিচ্ছিন্ন হলেও মনে এক হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। কিন্তু যেখানে প্রাণের দায় বড় হয়ে ওঠে, সেখানে মনের সাড়া না মেলাই দস্তুর। এজন্য তখন 'নিজে বাঁচলে বাপের নাম'সর্বস্ব চেতনা সক্রিয় হয়ে ওঠার প্রবল সম্ভাবনা। করোনা সেখানে শুধু আমাদের মৃত্যুপুরীর ভয় জাগিয়ে মানবিক চেতনায় আন্তরিক করেনি, পাশবিক চেতনার পথেও এগিয়ে নিয়ে চলেছিল। আত্মকেন্দ্রিক মানসিকতায় পারস্পরিক বিদ্বেষ, স্বার্থপরতা, দোষারোপের মাধ্যমে সেই অবিশ্বাসের কালো ছায়া ক্রমশ সুদীর্ঘ হতে থাকে। যখন বিশ্বাস চলে যায়, তখন সন্দেহ আন্তরিক হয়ে ওঠে । স্বাভাবিক ভাবেই তাতে ভালোবাসা উবে যায়। তখন মানুষের অস্তিত্বে পাশবিকতা জেগে ওঠে। করোনার মৃত্যুর ঘনঘটায় সেই অবিশ্বাসের ভয়ঙ্কর পদধ্বনিতেই অদৃশ্য দানবের বিকট পাশবিক উল্লাস আরও ভয়াবহ মনে হয়েছিল। মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব তার মানবিকতার মধ্য দিয়ে প্রস্ফুটিত হয়। করোনা সেখানেই আঘাত হানায় সক্রিয় হয়ে উঠেছে, ভাবা যায়! কোনো বিশ্বাসেই যে তাকে রোখা যায়নি সেইসব দিনগুলিতে। প্রতিকূলতার মুখে অপরাজেয় মানুষ, নাকি একালের ভয়ঙ্করতম অদৃশ্য দানবের মুখে শেষ হাসি উঠে আসে, তা নিয়ে তখন দোলাচলে অস্থির মন । অবশ্য বিশ্বাসের অভাব হলেও মানুষ তার স্বকীয় অস্তিত্বেই অপ্রতিরোধ্য ভাবে অগ্রসর হয়েছে চিরকাল। সেখানেই আমাদের প্রত্যয়, আমাদের মুক্তির আকাশ, আমাদের মুক্ত জীবনানন্দ। রবীন্দ্রনাথও জীবনের উপান্তে এসে মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানোকে পাপের সঙ্গে তুলনা করেছেন। সভ্যতার সংকটে এর চেয়ে মহার্ঘ আত্মপ্রত্যয় আর কী হতে পারে? সেই মানবতীর্থেই যে আমাদের প্রাণের ঠাকুর চরৈবেতির হাতছানি দিয়ে চলে। সেখানেই আমাদের আশ্রয়, আমাদের প্রশ্রয়, আমাদের অপরাজেয় জীবনবিভূতি। মানুষকেই সেই আত্মবিশ্বাসকে জীবন দিয়েও রক্ষা করে এগিয়ে যেতে হয়। রবীন্দ্রনাথও যে সেই পুণ্যশ্লোকে আজীবন আস্থাশীল ছিলেন 'আছে দুঃখ, আছে মৃত্যু, বিরহ দহন লাগে ।/ তবুও শান্তি, তবু আনন্দ, তবু অনন্ত জাগে।' আমরা যে সেই আনন্দনিকেতনবাসী। আমাদের হারায় কার সাধ্যি!

লেখক: অধ্যাপকগ, বাংলা বিভাগ, সিধো-কানহো-বীরসা বিশ্ববিদ্যালয়

ফুরফুরার বড়ো হুজুর পীর ছিলেন অনন্য সমাজ সংস্কারক

নুরুল ইসলাম খান

আগামী ৩০ বৈশাখ মোতাবেক ইংরেজি ১৩মে ১৯৭৭ সালে ফুরফুরা শরীফের পীর আলা হযরত মাওলানা আবু নসর মহম্মদ আব্দুল হাই সিদ্দিকী ওরফে বড়ো হুজুরের ওফাত দিবস। আসলে বড়ো হুজুর ফুরফুরা শরীফের পীর সাহেব তো ছিলেনই তার বাইরেও সামাজিক কর্মকাণ্ড ছাড়াও জাতীর উন্নয়নের ক্ষেত্রে তাঁর বিশাল বড়ো একটি ভূমিকা সমাজকে সমৃদ্ধ করেছিলেন।

শিক্ষা সংস্কার, মহিলা শিক্ষা, মাদ্রাসা শিক্ষা, জনহিতকর কাজ,আজাদী আন্দোলন, পত্র পত্রিকা প্রকাশ সহ বহুমুখী সেবার মাধ্যমে সাধারণ মানুষ কে নতুন এক দিশা দিয়েছিলেন। হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে ঐক্য স্থাপন করে শান্তি ও সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টি করেছিলেন। পীর সাহেবের এই প্রয়াণের মহৎ দিনে তাঁর গৌরবময় ইতিহাসের কিছু প্রেক্ষাপট এই প্রতিবেদনে তুলে ধরার চেষ্টা। তিনি সভায় প্রায় বলতেন, 'কেবলমাত্র পুরুষ শিক্ষা ও প্রগতির দ্বারা সমাজের জাগরণ আসে না। নারী জাতির শিক্ষা সংস্কারের বিশেষ প্রয়োজন'।

১৯০৩ সালে হুগলির ফুরফুরা শরীফে তাঁর জন্ম। প্রাথমিক লেখাপড়া শুরু হয় পিতা-মাতার হাত ধরে। মাত্র ৬বছর বয়সে ফুরফুরা মাদ্রাসায় ভর্তি হয়েছিলেন। তারপর ঐতিহ্যবাহী কলকাতার আলিয়া মাদ্রাসায় পড়াশোনা করেন। এই অবস্থায় পিতার সঙ্গে বিভিন্ন ধর্ম সভা বা ঈসালে সওয়াবে যেতেন।আসলে দাদা হুজুরের বহু সন্তান জন্মের পর ইন্তেকাল করেছিলেন। বহুদিন পর আল্লাহর কাছে দাদা হুজুর সন্তানের জন্য দোয়া করে ছিলেন। বড়ো হুজুরের জন্মের পর হজে থাকাকালীন তিনি প্রবল অসুস্থ হয়ে পড়ায় পিতা দাদা হুজুর আল্লাহর কাছে কথা দিয়েছিলেন পুত্র সুস্থ হয়ে উঠলে তাঁকে দ্বীনের কাজের জন্য পুরোপুরি নিয়োজিত করবেন।আর সেই কাজেই বড়ো হুজুর নিজেকে বিসর্জন দিয়েছিলেন। তিনি শুধু নামে বড়ো হুজুর ছিলেন না, তাঁর সমস্ত কাজকর্ম ও সমাজের নেতৃত্বে তিনি হয়ে উঠেছিলেন প্রকৃত পক্ষে বড়ো হুজুর। তীক্ষ্ণ দূরদৃষ্টি এবং প্রগতিশীলতার ছাপ তাঁর কাজ কর্মে ফুটে উঠেছিল। অতীত সম্পর্কে পীরসাহেবের নিখুঁত বহু ধারনা ফলপ্রসূ হয়েছিল। তিনি পীরত্বের গন্ডি পেরিয়ে সমাজের বিবিধ জনহিতকর কাজে তাঁর অসামান্য অবদান ও ভূমিকা ইতিহাস হয়ে উঠেছে। পিতার সঙ্গে হজ মোবারক পালন করেন ১৩৩০ সনে।দেশে ফিরে ধর্ম প্রচার শুরু করেন। লক্ষ মানুষের সামনে ওয়াজ নসিহত করেন। কোরআন হাদিসের আলোকে মানুষ সঠিক পথের সন্ধান দিতেন। ফিকহ, আকাইদ, ইতিহাস ও কাব্য সাহিত্যে তাঁর বিশাল জ্ঞান ছিল।

মোজাদ্দেদে যামান ফুরফুরা শরীফের পীর আলা হযরত দাদা হুজুরের পূর্ণ কামালিয়াতের অধিকারী তিনি ছিলেন। ১৯৩৯ সালে ১৭ মার্চ হযরত পীর দাদা হুজুরের ইন্তেকালের পর তাঁর স্থলাভিসিক্ত হন বড়ো হুজুর রহ। বলা ভাল মাত্র ৩৬ বছর বয়সের একটি তরতাজা যুবকের কাঁধে দাদা হুজুরের বিশাল সাম্রাজ্য পরিচালনার দায়িত্ব অর্পিত হয়। সেই সময় বাঙলার সামগ্রিক পরিস্থিতি ছিল ভয়াবহ। পিতার দায়িত্ব পাওয়ার সময় সমাজ অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল। শির্ক, বিদাত, কুফরি, কুসংস্কার ও অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েন। বিশেষ করে খ্রীস্টানদের ইসলামী বিরোধী প্রচারে রুখে দাঁড়ান। পিতার তৈরী আঞ্জুমানে ওয়ায়েজীন ও জমিয়তে উলামায়ে বাংলা সংগঠনের সভাপতির দায়িত্বে নিয়োজিত হন। তিনি নিজেও জমিয়তে উলামায়ে হানাফিয়া, সিদ্দিকীয়া নুরুল ইসলাম বায়তুল মাল ফান্ড ও হেজবুল্লাহ সহ বেশ কিছু মানবতাবাদী সমাজ কল্যান মূলক সংস্থা গঠন করে মানব সেবা করেছিলেন। বাংলা আসামের প্রাচীন মাসিক 'নেদায়ে ইসলাম' পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন,যেটা আজও প্রকাশিত হচ্ছে। তিনি নারী শিক্ষার জন্য গঠনমূলক কাজ করেছিলেন। পর্দার মধ্যে দিয়ে নারীদের শিক্ষার পাশাপাশি তাদের কর্মে নিয়োজিত করতে চেয়েছিলেন। ফুরফুরার কাছাকাছি চকতাজপুরে রাজ্যের প্রথম পশ্চিম বঙ্গ সিদ্দিকীয়া গার্লস হাই মাদ্রাসার প্রধান ছিলেন পীরসাহেব। ১৯৪৭ প্রাচীন আলিয়া মাদ্রাসা বাংলাদেশে চলে যায়। ১৯৪৯ সালে সেই মাদ্রাসাকে পুনরায় কলকাতায় ফিরিয়ে নিয়ে আসেন বড়ো হুজুর, সঙ্গে ছিলেন এদেশের বহু বিদগ্ধ মানুষ। উপমহাদেশের বহু ধর্ম প্রান মানুষ কে আধ্যাত্বিক শিক্ষা দিয়েছেন। বাংলাদেশের পাকশীতে রিয়াজুল জান্নাত খানকাহ নির্মাণ করেন যার একশোটা স্তম্ভ রয়েছে। ঢাকার দারুস সালাম স্থাপন করেন।যেখানে তিন দিন ব্যপি ইসলামী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। রয়েছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে শুরু করে মহিলাদের জন্য পৃথক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। রয়েছে লাইব্রেরী, মিডিয়া সহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান। কবর পূজো, মাজার চুম্বন,মানত,কবরে আলো জ্বালানো ও ফকিরি বিদ্যা সহ একাধিক বেদাতি কাজের ঘোর খেলাপ ছিলেন পীর সাহেব। সেই সময় মুসলমানদের শোচনীয় অবস্থার ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন জার্মান ঐতিহাসিক Hanc kohn.

History of nation in the east বইয়ের ১৫ পাতায় লিখেছেন

'In india especially–many people were mohamment only name the observed the their lows of inheritance and marriage and prayed to their neighbors many gods'. জাতির এই রকম কঠিন একটা সময়ে পিতার উত্তরসূরি হিসাবে কাজে নামেন। নান মতাদর্শে বিভাজীত ও ভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষের ইসলাম বিরোধী প্রচার। শক্ত কাজ করতে গিয়ে তাঁর বিরামহীন সংগ্রাম সমগ্র জাতীকে আশ্বাস দিয়েছিল।অলাত পরিবেশ থেকে মুক্তি পেতে পীরসাহেব অনেকগুলো কৌশল অবলম্বন করেছিলেন।

যেমন, ওয়াজ নসিহত — উপমহাদেশের বিশাল এলাকা জুড়ে ঈসালে সওয়াব করে ইসলামের পথে মানুষকে আহ্বান করেন। মাঝে মাঝে জেকেরের মজলিস করে মানুষের মনে আল্লাহর মোহাব্বত সৃষ্টি করেছিলেন। বিভিন্ন লাইব্রেরী ও গবেষণা বিভাগ স্থাপন করে মানুষ যাতে সঠিক পথে চলে সেই বিষয়ে তিনি উদ্যোগ নিয়েছিলেন।

প্রকাশনা ব্যবস্থা, প্রেস প্রতিষ্ঠা, মসজিদ-খানকাহ, মাদ্রাসা স্থাপন সহ খলিফা নির্বাচন করে সমগ্র বাংলার আনাচে কানাচে নিযুক্ত করে বহু সংগঠনের মাধ্যমে মানবসেবা করেছিলেন। কারিগরী শিক্ষা, দাতব্য চিকিৎসালয়, বয়স্কদের শিক্ষার জন্য নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন। আর্ত পীড়িত দুর্গতদের সাহায্য করেছিলেন।বন্যা দুর্গতদের জন্য তিনি একটি ফান্ড ও কমিটি গঠন করেছিলেন। জাতির ঐক্য গঠনে তাঁর অসামান্য অবদান রেখেছেন। হযরত মাওলানা আবুল বাসার জিহাদী সহ অনেকেই তাঁর খলিফা ছিলেন। ১৩ মে ১৯৭৭ সাল অর্থাৎ ৭৪ বছর বয়সে মহান মনীষী ফুরফুরার পীর হযরত বড়ো হুজুর রহ, ইন্তেকাল করেন। পীরসাহেবের জায়গায় তাঁর বড়ো পুত্র হযরত পীর আনসার সিদ্দিকী হুজুর কে পূর্ণ দায়িত্ব দিয়ে যান। পাশে ছিলেন পীর আবু ইব্রাহিম সিদ্দিকী সহ আর দুই ভাই সাহেব।

জন্মদিন

আজকের দিন

ড. ফকরুদ্দিন আলি আহমেদ

১৯০৫ *ভারতের ৫ম রাষ্ট্রপতি ড. ফকরুদ্দিন আলি আহমেদের জন্মদিন।*
১৯৫৬ *বিশিষ্ট আধ্যাত্মিক গুরু পন্ডিত রবিশঙ্করের জন্মদিন।*
১৯৫৬ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ কৈলাস বিজয়বর্গীয়র জন্মদিন।*

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

পঞ্চম শ্রেণির এক নাবালিকাকে ধর্ষণের অভিযোগ দশমের বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: পঞ্চম শ্রেণির এক নাবালিকাকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠল দশম শ্রেণির অপর এক নাবালকের বিরুদ্ধে। শনিবার রাতের এই ঘটনার পরই রবিবার সকাল থেকেই ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়েছে মানিকচক থানার মথুরাপুর এলাকায়। নির্যাতিতা পঞ্চম শ্রেণির ওই নাবালিকার পরিবার প্রতিবেশী দশম শ্রেণি পাঠরত অপর এক নাবালকের বিরুদ্ধে মানিকচক থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছে। পুরো বিষয়টি নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। তবে এই ঘটনার পিছনে অত্যাধিক উন্নতমানের মোবাইল ব্যবহার এবং বিভিন্ন ধরনের সোশ্যাল সাইটকে দায়ী করেছেন নির্যাতিতার পরিবার থেকে একাংশ এলাকাবাসী।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, নির্যাতিতা নাবালিকা স্থানীয় একটি বিদ্যালয়ের পঞ্চম শ্রেণিতে পাঠরত। পরিবারের অভিযোগ, প্রতিবেশী ১৬ বছর বয়সি এক নাবালক ওই নাবালিকা ছাত্রীকে মোবাইল ফোন দেখানোর নাম করে নিজের ফাঁকা ঘরে নিয়ে গিয়ে যায়। এরপর অশ্লীল ভিডিও দেখিয়ে ধর্ষণ করে বলে অভিযোগ। ঘটনা যাতে নাবালিকা ছাত্রী কাউকে না বলে, তার জন্য প্রাণে মারার হুমকিও দেয়। তবে ওই নাবালিকা ছাত্রী গোটা বিষয় পরিবারের সদস্যদের জানায়। এরপরই পরিবারের তরফে মানিকচক থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়। অভিযোগ পেয়ে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে মানিকচক থানার পুলিশ। নির্যাতিতা নাবালিকার পরিবার অভিযুক্ত নাবালকের কঠোর শাস্তির দাবি করেছেন।

পান চাষিদের শেড তৈরির আশ্বাস সুভাষ সরকারের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: সাত সকালেই সবজি বাজারে ঘুরে নিজের রবিবাসরীয় ভোট প্রচার সারলেন বাঁকুড়ার বিজেপি প্রার্থী সুভাষ সরকার। এদিন দলের নেতা কর্মীদের সঙ্গে নিয়ে সাত সকালে বাঁকুড়ার পুরসভা বাজারে হাজির হন সুভাষ সরকার। কথা বলেন বিভিন্ন এলাকা থেকে বাজারে আসা পান চাষিদের সঙ্গেও। বাঁকুড়া জেলার বিস্তীর্ণ এলাকায় পান চাষ হয়। পান চাষের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন কয়েক হাজার মানুষ। অন্যান্য বিভিন্ন সমস্যার পাশাপাশি উৎপাদিত পানের বিপণন সংক্রান্ত ব্যাপক সমস্যা রয়েছে বলে দাবি। সুভাষ সরকার এদিন পান চাষিদের সঙ্গে কথা বলে নির্বাচনের পরে বিপণন সংক্রান্ত সমস্যা মেটানোর আশ্বাস দেন। পরে সুভাষ সরকার জানান, সাংসদ উন্নয়ন তহবিল থেকে পান বিপণনের জন্য তালডাংরা এলাকায় একটি শেড তৈরির উদ্দেশ্যে ১০ লক্ষ টাকা দেওয়া হলেও রাজ্যের শাসকদল ও প্রশাসনের অসহযোগিতায় তা বাস্তবের মুখ দেখে নি। লোকসভা নির্বাচনের পরে তিনি নির্বাচিত হলে তাঁর প্রথম কাজ হবে ওই শেড নির্মাণ।

সোমবার থেকেই এক্সরে প্লেট মেলার দাবি সুপারের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: সোমবার থেকেই পাওয়া যাবে এক্সরে প্লেট। সাময়িক কোনও কারণে এক্সরে প্লেট আসতে দেরি হওয়ায় সমস্যা তৈরি হয়েছিল। সাংবাদিকদের এমনটাই জানালেন বালুরঘাট সদর হাসপাতালের সুপার। উল্লেখ্য, দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বালুরঘাট সদর হাসপাতালে বহির্বিভাগে চিকিৎসা করতে আসা রোগীদের দিনকয়েক থেকে এক্সরে প্লেট দেওয়া হচ্ছে না বলেই অভিযোগ উঠেছিল। এর ফলে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে বলেই জানিয়েছিলেন বেশ কিছু রোগী ও তাঁর পরিবারের লোকেরা। হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য যাঁরা ভর্তি রয়েছেন, তাঁদের ক্ষেত্রে দেওয়া হলেও বহির্বিভাগের ক্ষেত্রে এই সমস্যা দেখা দিয়েছে বলেই অভিযোগ করেন রোগী ও তাঁর পরিবারের লোকেরা। এক্সরে প্লেট কম থাকায় এই সমস্যা সাময়িক তৈরি হয়েছে। যদিও রোগীদের রিপোর্ট দিয়ে দেওয়া হচ্ছে বলেই হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে। এ বিষয়ে বালুরঘাট সদর হাসপাতালের সুপার কৃষ্ণেন্দু বিকাশ বাগ বলেন, 'এক্স-রে সকলেরই হচ্ছে। প্লেটের সমস্যা রয়েছে। আমরা রিপোর্ট দিয়ে দিচ্ছি। যেগুলো গুরুতর বিষয় সেগুলোর ক্ষেত্রে আমরা প্লেট দিয়ে দিচ্ছি। ইতিমধ্যে এক্সরে প্লেটের বরাত দেওয়া হয়েছে। সামরিক কোনও কারণে দেরি হচ্ছে। সোমবারের মধ্যে সমস্যা সমাধান হয়ে যাবে।'

নীলম সিকিউরিটিজ প্রা লি.
রেজি. অফিস : দ্য চেম্বার্স, স্যুট নং ৬০৬-৬০৮, ১৮৬৫, রাজডাঙ্গা মেন রোড, কলকাতা : ৭০০১০৭
CIN: U65921WB1995PTC072343
ইমেল : sandeep@skagarwal.co.in
সাধারণ বিজ্ঞপ্তি
এতদ্বারা ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃক ০৯ জুলাই ২০১৫ তারিখে ইস্যুকৃত নোটিফিকেশন নং ডিএনবিআর. (পিডি) ০২৯/সিজিএম (সিডিএস)-২০১৫ এর অনুচ্ছেদ ৫ সংস্থান অধীনে। এতদ্বারা **নীলম সিকিউরিটিজ প্রা লি** - ১৯৫৬/২০১৩ সালের কোম্পানি আইন অধীনে গঠিত একটি কোম্পানি এবং ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এর নিকট নথিভুক্ত উল্লেখ্য সার্টিফিকেট নং ০৫.০০৪১১ হিসেবে নন ডিপোজিট গ্রহণকারী নন-ব্যাঙ্কিং ফিনান্স কোম্পানি, রেজিস্টার্ড অফিস : দ্য চেম্বার্স, স্যুট নং ৬০৬-৬০৮, ১৮৬৫, রাজডাঙ্গা মেন রোড, কলকাতা : ৭০০১০৭ এর শেয়ারহোল্ডারগণকে অবগত করা হচ্ছে কোম্পানি তার পরিচালন ব্যবস্থা পরিবর্তন করতে আগ্রহী ।
নতুন যে ডিরেক্টরগণকে নিয়োগ করা হবে তাঁরা হলেন, শ্রীমতি নীলম আগরওয়াল এবং শ্রী শরৎ কুমার বেহুরা, সকলের পেশা ব্যবসা, কোম্পানির ব্যবস্থাপনার নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করবেন। পদত্যাগকারী ডিরেক্টরগণ হলেন, শ্রী সন্দীপ আগরওয়াল, এবং শ্রী সন্তোষ কুমার আগরওয়াল। সুতরাং ব্যবস্থাপনার পরিবর্তনের ফলে ব্যবসার উন্নতি, প্রসার এবং বহুমুখী করা হবে।
উক্ত নোটিশ আরবিআই ডিরেক্টশন-রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া (নন ব্যাঙ্কিং ফিনান্সিয়াল কোম্পানি-স্কেল বেসড রেগুলেশন) নির্দেশাবলি, ২০২৩ অনুযায়ী এবং১৯ অক্টোবর ২০২৩ এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট রেগুলেশনস অধীনে প্রকাশিত। কোম্পানি ইতিমধ্যেই আরবিআই, কলকাতার কাছ থেকে ব্যবস্থাপনার পরিবর্তনের অনুমোদন পেয়েছে, উল্লেখ্য পত্র নং কল.ডিওএস.আরএসজি. নং এস৪৪৬/০৮.০২.৪০০/২০২৪-২৫, তারিখ ০৭ মে ২০২৪।
কোনও বিশ্লেষণ/আপত্তি থাকলে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ডিপার্টমেন্ট অব নন-ব্যাঙ্কিং সুপারভিশন, বিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া, ১৫, এন এস রোড, কলকাতা : ৭০০০০১, বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ৩০ দিনের মধ্যে স্বার্থের ধরন এবং আপত্তির কারণ সম্বলিত নোটিশ পাঠাতে পারেন। সংশ্লিষ্ট নোটিশ যৌথভাবে কোম্পানি এবং উক্ত প্রস্তাবিত ডিরেক্টরগণ কর্তৃক ইস্যুকৃত।
নীলম সিকিউরিটিজ প্রা. লি.
প্রস্তাবিত ডিরেক্টর
বর্তমাণ ডিরেক্টর
শ্রী সন্দীপ আগরওয়াল, ডিরেক্টর
শ্রী সন্তোষ কুমার আগরওয়াল, ডিরেক্টর
শ্রী সঞ্জয় আগরওয়াল, ডিরেক্টর
নীলম আগরওয়াল, প্রস্তাবিত ডিরেক্টর
শরৎ কুমার আগরওয়াল, প্রস্তাবিত ডিরেক্টর
স্থান : কলকাতা, তারিখ : ১৩.০৫.২০২৪

এসবিআই, আরএসিপিসি ব্যারাকপুর (৬৪০৭৬)
৬৬, ব্যারাক রোড, পোঃ- ব্যারাকপুর, জেলা- ২৪ পরগনা, (উঃ) কলকাতা- ৭০০১২০, ই-মেইল- sbi.64076@sbi.co.in
পরিশিষ্ঠ-৪ (রুল৮(১)
দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
এ/সি. নং. -৪০০১৭৭৫৮৫৬০ (এইচবিএল), ৪০৯৯০৩১৬২৭৯ (ইন্সটা টপ আপ লোন), ৪০০১৭৮৯৯১৩৬ (সুরক্ষা)
যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, ব্যারাকপুর আরএসিপিসি এর অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (২০০২ এর নং -৩) অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৩ -এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩(১২) অধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে, ০৭.০২.২০২৪ তারিখে একটি দাবি বিজ্ঞপ্তি জারিপূর্বক ঋণগ্রহীতা **ইন্দ্রাণী রায়, পিতা- বিনয় কৃষ্ণ রায়, ঠিকানা: পশ্চিম পানশিলা, পানশিলা পানিহাটি, উত্তর ২৪ পরগনা, কল- ৭০০১১২, পোস্ট-পানশিলা, থানা-খড়দহ** -কে নোটিশে উল্লিখিত **১১,৭৯,৩৭৭.০০ টাকা (এগারো লক্ষ উনআশি হাজার তিনশো সাতাত্তর টাকা মাত্র) ০৭.০২.২০২৪ অনুযায়ী** সেইসঙ্গে হালনাগাদ সুদ এবং আনুষঙ্গিক খরচ ও ব্যয় পরিশোধ করতে বলেন উক্ত বিজ্ঞপ্তি গ্রহণের তারিখ থেকে ৬০ দিনের ভিতর।
ঋণগ্রহীতা টাকার অঙ্ক ফেরত দিতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্বারা ঋণগ্রহীতা/জামিনদার এবং সাধারণভাবে জনগণকে বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী এখানে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন **৯ মে,২০২৪** তারিখে, উক্ত এক্টের রুল ৮ ও ৯ -এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩ (৪) অধীনে তাঁর (পুং/স্ত্রী) উপর অর্পিত ক্ষমতাবলে।
বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্দ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তাঁরা যেন এই সম্পত্তি নিয়ে কোনওরকম লেনদেন না করেন এবং এই সম্পত্তি নিয়ে কোনওপ্রকার লেনদেনে **১১,৭৯,৩৭৭.০০ টাকা (এগারো লক্ষ উনআশি হাজার তিনশো সাতাত্তর টাকা মাত্র) অনুযায়ী** ০৭.০২.২০২৪ সেইসঙ্গে হালনাগাদ সুদ এবং আনুষঙ্গিক খরচ ও ব্যয়, চার্জ স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া- র ধার্য সাপেক্ষ হবে।
স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ
দলিল নং- আই-১৬৮৯/২০২১ তারিখ- ০২.০১. ২০২১, সাব রেজিস্টার- সোদপুর
স্বয়ংসম্পূর্ণ আবাসিক ফ্ল্যাট এর সকল, ফ্ল্যাট নং ১বি দ্বারা চিহ্নিত, পরিমাপ কমবেশি ৪২০ বর্গফুট সুপার বিল্টআপ এলাকা, ১ ফ্লোরে অবস্থিত, পূর্বমুখী, ১ (এক) বেড রুম, ১ (একটি) ডাইনিং/ড্রয়িং রুম, ১ (এক) রান্নাঘর, ১ (এক) টয়লেট ফ্লোর টাইলস সমন্বিত, "বকুল জ্যোতি" (জি + ৪) বিল্ডিং এর মধ্যে প্রথম তফসিল সম্পত্তির বাইরে এবং তার উপরে অর্ধেক পুরু কড়িকাঠ এবং কমন পার্টিশন প্রাচীর এবং সাধারণ পরিষেবা এলাকা সহ এবং সমস্ত সোপান, ওভারহেড জলাধার, সেপটিক ট্যাঙ্ক, প্লাম্বিং, সিঁড়ি, লিফ্ট, বিল্ডিংয়ের ছাদ, প্যাসেজ নর্দমা ইত্যাদির অধিকার এবং সুবিধা সহ। সেইসঙ্গে প্রথম তফসিলে ইত্যাদি তেজমির অবিভক্ত আনুপাতিক শেয়ার সহ এবং তৃতীয় তফসিলে উল্লিখিত উপভোগ করার জন্য সাধারণ সুবিধা সহ।
সম্পত্তিটি ইন্দ্রাণী রায়ের নামে আছে।
চতুর্দিক পরিবেষ্টিত: উত্তরে- সিঁড়ি এবং লবি; **দক্ষিণে-** ফ্ল্যাট নং ১এ; **পূর্বে** - পার্শ্ব খোলা স্থান, **পশ্চিমে-** ফ্ল্যাট নং ১এ দ্বারা।
দ্রষ্টব্য- দখলের নোটিশ ইতিমধ্যেই স্পিড পোস্টের মাধ্যমে ঋণগ্রহীতা/জামিনদারকে পাঠানো হয়েছে। যদি, ঋণগ্রহীতা/জামিনদার এটি না পেয়ে থাকেন, তাহলে এই বিজ্ঞপ্তিটিকে পরিষেবার পরিবর্ত পদ্ধতি হিসাবে বিবেচনা করা যেতে পারে।
তারিখ: ০৯.০৫.২০২৪ **অনুমোদিত অফিসার**
স্থান: খড়দা **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া**

Format C-1
(For candidate to publish in Newspapers, TV)
Declaration about Criminal Cases
(As per the judgment dated 25th September, 2018, of Hon'ble Supreme Court in WP (Civil) No. 536 of 2011 (Public Interest Foundation & Ors. Vs. Union of India & Anr.)
Name and address of candidate : **KUNDAN SINGH,** **Son of Chandra Bhan Singh aged 40 years, resident of 183, Oria Para Road, Post Office:- Garulia & Police Station: - Noapara, District:-North 24 Parganas, Pin. 743133 (W.B)
Name of political party : **"INDEPENDENT"**
(Independent candidates should write "Independent" here)
Name of Election : **-THE HOUSE OF PEOPLE 2024**
*Name of Constituency : **-15 - BARRACKPORE PARLIAMENTARY CONSTITUENCY**
I, KUNDAN SINGH (name of candidate), a candidate for the abovementioned election, declare for public information the following details about my criminal antecedents:-
(A) Pending Criminal Cases

S.L. NO.	Name of the court	Case No. and dated	Status of Case(s)	Section (s) of Acts concerned and brief description of offences
1.	Pending before Learned court of A.C.J.M. at Barrackpore	Noapara PS Case No-116 of 2020	Pending before Learned court of A.C.J.M. at Barrackpore.	Noapara PS Case No-116 of 2020 Under Section 323 /325 /147 /143/34 IPC Punishment for voluntarily hurt, Voluntarily causing Grievous Hurt, Rioting, Unlawful assembly, Act done by several persons in furtherance of common intention.
2.	Pending before Learned court of A.C.J.M. at Barrackpore	Noapara PS Case No-142 of 2020	Pending before Learned court of A.C.J.M. at Barrackpore	Noapara PS Case No-142 of 2020 Under Section 147 /148 /149 /323 /325/ 34 IPC Rioting, Unlawful assembly, Every member of unlawful assembly guilty of offence committed in prosecution of common object, Act done by several persons in furtherance of common intention.

(B) Details about cases of conviction for criminal offences

S.L. NO.	Name of court & Date(s) of order(s)	Description of offence(s) & punishment imposed	Maximum Punishment Imposed
NIL	NIL	NIL	NIL

Format C-1
(For candidate to publish in Newspapers, TV)
Declaration about Criminal Cases
(As per the judgment dated 25th September, 2018, of Hon'ble Supreme Court in WP (Civil) No. 536 of 2011 (Public Interest Foundation & Ors. Vs. Union of India & Anr.)
Name and address of candidate : **SANJAY SINGH** and Holding No:-18 BL No.18 P.O. & P.S. Jagatdal, District:-North 24 Parganas,Pin. 743125 (W.B)
Name of political party : **"INDEPENDENT"**
(Independent candidates should write "Independent" here)
Name of Election : **-THE HOUSE OF PEOPLE 2024**
*Name of Constituency : **-15 - BARRACKPORE PARLIAMENTARY CONSTITUENCY**
I, SANJAY SINGH (name of candidate), a candidate for the abovementioned election, declare for public information the following details about my criminal antecedents:-
(A) Pending Criminal Cases

S.L. NO.	Name of the court	Case No. and dated	Status of Case(s)	Section (s) of Acts concerned and brief description of offences
1.	Pending before Learned court of A.C.J.M. at Barrackpore	JAGATDAL PS CASE NO - 284/19 **DATED 01-04-2019**	Pending before Learned court of A.C.J.M. at Barrackpore.	**U/S 341/323/34 I.P.C.** Punishment for wrongful restraint, Punishment for voluntarily hurt, Act done by several persons in furtherance of common intention
2.	Pending before Learned court of A.C.J.M. at Barrackpore	JAGATDAL PS CASE NO - 302/19 **DATED 08-04-2019**	Pending before Learned court of A.C.J.M. at Barrackpore	**U/S 341/324/325/506/34 I.P.C** Punishment for wrongful restraint, Voluntarily causing hurt by dangerous weapons or means, Voluntarily causing Grievous Hurt, Criminal Intimation, Act done by several persons in furtherance of common intention
3.	Pending before Learned court of A.C.J.M. at Barrackpore	JAGATDAL PS CASE NO - 646/19 **DATED 18-07-2019**	Pending before Learned court of A.C.J.M. at Barrackpore	**U/S 341/325/506/34 I.P.C.,** Punishment for wrongful restraint, Voluntarily causing Grievous Hurt, Criminal Intimation, Act done by several persons in furtherance of common intention.
4.	Pending before Learned court of A.C.J.M. at Barrackpore	JAGATDAL PS CASE NO - 663/19 **DATED 24-07-2019**	Pending before Learned court of A.C.J.M. at Barrackpore	**U/S 147/148/149/307 I.P.C., &25/27 Arms Act & ¾ E.S. Act. & 9 MPO Act.** Rioting, Rioting armed with deadly weapon, Every member of unlawful assembly guilty of offence committed in prosecution of common object, attempt to murder, Punishment for causing explosion likely to endanger life or property. Section 4. Punishment for attempt to cause explosion, or for making or keeping explosive with intent to endanger life or property, any person commits any subversive act
5.	Pending before Learned court of A.C.J.M. at Barrackpore	JAGATDAL PS CASE NO - 990/19 **DATED 21-11-2019**	Pending before Learned court of A.C.J.M. at Barrackpore	**U/S 448/325/308/427/379/506/34 I.P.C.** House trespass, voluntarily causing Grievous Hurt, Attempt to commit culpable homicide, Mischief causing damage to amount of fifty Rupees, Theft, Criminal Intimation, Act done by several persons in furtherance of common intention.
6.	Pending before Learned court of A.C.J.M. at Barrackpore	JAGATDAL PS CASE NO -142/2022 **DATED 27-02-2022**	Pending before Learned court of A.C.J.M. at Barrackpore	**U/S 341/506/186/34 I.P.C & 131 Representative of the People's Act 1951.** Punishment for wrongful restraint, Criminal Intimation, Obstructing public servant in discharge of his public functions, Act done by several persons in furtherance of common intentionand Penalty for disorderly conduct in or near Poling Station
7.	Pending before Learned court of A.C.J.M. at Barrackpore	JAGATDAL PS CASE NO - 146/22 **DATED 22-02-2022**	Pending before Learned court of A.C.J.M. at Barrackpore.	**U/S341/323/506/504/34 I.P.C** Punishment for wrongful restraint, voluntarily causing Grievous Hurt, Criminal Intimation,Insult intended to provoke breach of the peace, Act done by several persons in furtherance of common intention
8.	Pending before Learned court of A.C.J.M. at Barrackpore	JAGATDAL PS CASE NO- 339/22 **DATED 26-05-2022**	Pending before Learned court of A.C.J.M. at Barrackpore	**U/S 341/325/307/506/34 I.P.C & 25/27 Arms Act.** Punishment for wrongful restraint, Voluntarily causing Grievous Hurt, attempt to murder, Criminal Intimation, Act done by several persons in furtherance of common intention. Whoever acquires, has in his possession or carries any prohibited arms or prohibited ammunition in contravention of section 7(Seven) shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than 7[seven years but which may extend to fourteen years] and shall also be liable to fine
9.	Pending before Learned court of A.C.J.M. at Barrackpore	JAGATDAL PS CASE NO - 355/22 **DATED 03-06-2022**	Pending before Learned court of A.C.J.M. at Barrackpore	**U/S 448/384/506/120B/34 I.P.C** House trespass, Whoever commits extortion shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to three years, or with fine, Criminal Intimation, Criminal conspiracy, Act done by several persons in furtherance of common intention.
10.	Pending before Learned court of A.C.J.M. at Barrackpore	JAGATDAL PS CASE NO - 372/22 **DATED 11-06-2022**	Pending before Learned court of A.C.J.M. at Barrackpore	**U/S 341/323/506/34 IPC** Punishment for wrongful restraint, Punishment for voluntarily hurt, Criminal Intimation and Act done by several persons in furtherance of common intention
11.	Pending before Learned court of A.C.J.M. at Barrackpore	JAGATDAL PS CASE NO-107/2024 **DATED 02-04-2024**	Pending before Learned court of A.C.J.M. at Barrackpore	**U/S 447/427/323/325/307/506/34 IPC** Criminal trespass, Mischief causing damage to amount of fifty Rupees, Punishment for voluntarily hurt, Voluntarily causing Grievous Hurt, Attempt to murder, Crimination Intimation, Act done by several persons in furtherance of common intention

(B) Details about cases of conviction for criminal offences

S.L. NO.	Name of court& Date(s) of order(s)	Description of offence(s) & punishment imposed	Maximum Punishment Imposed
NIL	NIL	NIL	NIL

আবার অশান্ত সন্দেশখালি, বিধায়কের সামনে তৃণমূল কর্মীকে মারধর প্রমিলা বাহিনীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, সন্দেশখালি: আবার অশান্ত সন্দেশখালি। তৃণমূলের অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালেন গ্রামের মহিলারা। অভিযোগ, সন্দেশখালিতে বিজেপি কর্মীদের উপর অত্যাচার হচ্ছে। তৃণমূল টাকা দিয়ে ফেক ভিডিও বানিয়ে সন্দেশখালির মা বোনেদের সম্মান নষ্ট করছে। মিথ্যা অভিযোগ দিয়ে বিজেপির কার্যকর্তাদের পুলিশকে দিয়ে গ্রেপ্তার করাতে বাধ্য করছে তৃণমূল নেতা কর্মীরা। তারই প্রতিবাদে এদিন সন্দেশখালি থানাতে একটি মাসপিটিশন করতে যায় বিজেপি প্রার্থী রেখা পাত্র সহ এলাকার নির্যাতিত মহিলারা। সেখানে তৃণমূল নেতা দিলীপ মল্লিক ও তার ঘনিষ্ঠরা মহিলাদের সঙ্গে বাজে ব্যবহার করে ও ছবি তুলতে যায়। এতেই ক্ষেপে যায় মহিলারা। রণক্ষেত্রের চেহারা নেয় সন্দেশখালি। দীর্ঘদিন ধরে সহ্য করতে করতে অবশেষে এদিন মহিলারা চড়াও হয় তৃণমূল নেতা কর্মীদের উপর। সন্দেশখালির বিধায়ক সুকুমার মাহাতোর সামনেই মাটিতে ফেলে তৃণমূল কর্মীদের মারধর করা হয়। কর্যত অসহায়ের মতো দাঁড়িয়ে থাকেন বিধায়ক। রেখা পাত্রের দাবি শাহজাহান, শিবু হাজরা, সহ অন্যদের গ্রেপ্তারির পর আবার দিলীপ মল্লিক ও তার সাগরেদরা মহিলাদের উপর অত্যাচার শুরু করেছে। পুলিশকে দিয়েও হুমকি দেওয়াচ্ছে। আমরা এর প্রতিকার চাই। যদিও তৃণমূলের দাবি তারা একটি বাড়িতে মিটিং করছিল। সেখানে এসে বিজেপির কিছু মহিলা ও বহিরাগত মহিলারা এসে তাদের মারধর করেছে। এলাকার মহিলাদের দাবি তৃণমূল টাকার বিনিময়ে ফেক ভিডিও বানিয়ে তা বাজারে ছেড়ে নতুন করে মহিলাদের অসম্মান করছে। আমরা এর তীব্র প্রতিবাদ করছি। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় মিথ্যা কথা বলছেন। ওনারা কি এখানে এসে একবার খোঁজ নিয়েছেন। উনি তো দিদি নম্বর ওয়ানে গিয়ে নাচানাচি করছেন।

এক কথায় বলা যায়, নতুন করে আবার অশান্ত সন্দেশখালি। মহিলারা এবার রণং দেহি মূর্তিতে অবতীর্ণ হয়েছেন।

কোনও গুন্ডাকে ভোট দেবেন না, দাবি মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, আমডাঙা: এত নিষ্ঠুর প্রধানমন্ত্রী আগে দেখিনি, সারা দেশ, সারা পৃথিবী দেখেনি। পার্থ ভৌমিককে ভোট দিন। কোনও গুন্ডাকে ভোট দেবেন না। ভোটের পর নতুন করে সন্ত্রাস হতে দেবেন না। আমডাঙার সাধনপুর মাঠে ব্যারাকপুরের কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী পার্থ ভৌমিককের সমর্থনে জনসভা করতে এসে এমনই মন্তব্য করেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তথা দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, ২০১৯ সালে ব্যারাকপুরে বিজেপি জেতার পর ভোট পরবর্তী হিংসার উল্লেখ করে বলেন সে সময় বহু মসজিদ, মানুষ আক্রান্ত হয়েছিলেন। তাই সেইদিন আর ফিরে আসতে দেবেন না। এদিনি তিনি প্রধানমন্ত্রীকে একের পর এক বাক্যবাণে বিদ্ধ করেন। বলেন, ব্যারাকপুরে প্রধানমন্ত্রী সভা করতে এসে ৫টি গ্যারান্টির কথা বলেছেন। তিনি তার ব্যাখ্যা করে বলেন, বিজেপি সংখ্যালঘু ও তপসিলি মানুষদের মধ্যে সংঘাত বাধাতে চাইছে। বলেছে এসসি এসটিদের থেকে সংরক্ষণের শতাংশ কেটে সংখ্যালঘুদের দেওয়া হচ্ছে। এটা সম্পূর্ণ মিথ্যা অভিযোগ। সাহস থাকে তো সংখ্যালঘু এলাকায় এসে এই কথা বলুন। লজ্জা করে না, একটা ব্যভিচার, কুৎসা ছড়াচ্ছে। হিন্দু মুসলমানের মধ্যে গন্ডগোল পাকাতে চাইছে। মোদি আরও বলেছেন, মতুয়াদের ক্যা করতেই হবে। আমি বলছি মতুয়ারা নাগরিক, তাদের কিছুই করতে হবে না। তাদের ভোটেই আপনি প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন। আপনার এই কথা বলতে লজ্জা করে না। মতুয়াদের গায়ে হাত দেওয়া হলে আমার গায়ে হাত দেওয়া হবে এটা মনে রাখবেন। মমতা বলেন, দাঙ্গা দিয়ে তো শুরু করেছিলেন। কত লোককে খুন করেছেন? এখনও তাদের আত্মা কেঁদে বেড়ায়। আপনার গ্যারান্টি আমি ফুতকারে উড়িয়ে দিলাম। প্রয়োজনে এসসিদের সংরক্ষণ আরও বাড়িয়ে দেব। তিনি এদিনও বলেন, টাকার বিনিময়ে সন্দেশখালির মা বোনেদের সম্মান নষ্ট করেছেন, আপনাদের লজ্জা করে না। এদিন তিনি রাজ্যপালের নাম না করে বলেন প্রধানমন্ত্রীর প্রতিনিধি লাটু সাহেব যা করেছেন তাতে আমারও রাজভবনে ঢুকতে ভয় পাচ্ছি এই রাজ্যপালের ব্যবহারের কারণে। কোন মহিলারা রাজভবনে যেতে চাইছে না। তিনি প্রধানমন্ত্রীকে প্রশ্ন করেন, আপনার কি উচিত ছিল না এই রাজ্যপালকে পদত্যাগ করিয়ে সরিয়ে দিতে। সরকারি খাতে টাকা দিচ্ছেন না। রাজ্যের সাধারণ মানুষের হকের টাকা আটকে রেখেছেন। আর কোটি কোটি টাকা খরচ করে বিজ্ঞাপন করছেন। বিজ্ঞাপন করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে চোর বলতে হচ্ছে। সবথেকে বড় কয়লা চোর তো কেন্দ্রীয় সরকার। কয়লামন্ত্রক তো কেন্দ্রের আন্ডারে। সবথেকে বড় গরু চোর তো কেন্দ্রীয় সরকার। কেন্দ্রের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের অধীনে বিএসএফ। কারা চুরি করছে সেটা খোঁজ নিন। আমরা যা বলি তাই করি। আগামী ডিসেম্বর মাসে ১১ লক্ষ বাড়ির টাকা আমরা দেব। সে তিনদফা ভোট হয়েছে তাতে এপাস ওপাস ধপাস হয়ে গেছে বিজেপি। বিজেপি বিদায় ঘণ্টা বেজে গেছে। মনে রাখবেন আপনি যখন থাকবেন না তখন আপনারও খাতা খোলা হবে। আপনিও পার পারেন না বলে হুঁশিয়ারি দেন। এদিন নির্দিষ্ট সময়ের ঘণ্টা খানেক আগে দুপুর ১টা ৫ নাগাদ তিনি হেলিকপ্টারে সাধনপুরে আসেন। প্রায় আধঘণ্টা মতো বক্তব্য দিয়ে তিনি আমতার উদ্দেশ্যে উড়ে যান।

মহিলা ভোট বেশি, লক্ষ্মী ভান্ডারের জন্য উত্তর মালদায় এগিয়ে প্রসূন

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: মহিলাদের ভোট বেশি হওয়ায় লক্ষ্মী ভান্ডারের প্রকল্পের জন্য উত্তর মালদা লোকসভা কেন্দ্রে এগিয়ে থাকছে তৃণমূল প্রার্থী প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়! রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, এবারের লোকসভা ভোটে উত্তর মালদা কেন্দ্রে পুরুষদের থেকে প্রায় ৭০ হাজার বেশি ভোট পড়েছে মহিলাদের। এর মধ্যে অধিকাংশই মহিলারা লক্ষ্মী ভান্ডারের সুবিধা পাচ্ছেন। ফলে সংশ্লিষ্ট লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থীর জয়ের পথ অনেকটাই সহজ করে দিয়েছে। পাশাপাশি বিজেপির গড় হিসেবে পরিচিত পুরাতন মালদা বিধানসভা এবং হবিবপুর বিধানসভা কেন্দ্রেও একই ভাবে মহিলাদের ভোট পড়েছে বেশি। ফলে জেলার একাংশ রাজনৈতিক বিশ্লেষকেরা মনে করছেন, ভোটের পরিসংখ্যান অনুযায়ী এবারে উত্তর মালদায় সহজেই জয়ের পথ তৈরি করে নিয়েছে তৃণমূল।

প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, উত্তর মালদা লোকসভা কেন্দ্রে মোট ভোটার সংখ্যা ১৮ লক্ষ ৫৮ হাজার ১১৬। এবারের নির্বাচনে ভোট পড়েছে ১৪ লক্ষ ১৫ হাজার ৭১৮। যার মধ্যে পুরুষ ভোটারের সংখ্যা ৬ লক্ষ ৭৩ হাজার ৮২৫ এবং মহিলা ভোটারের সংখ্যা ৭ লক্ষ ৪১ হাজার ৮৮৭। উত্তর মালদা লোকসভা কেন্দ্রে ৭৪ শতাংশ ভোট পড়েছে। পরিসংখ্যান বলে দিচ্ছে এবারে উত্তর মালদা লোকসভা কেন্দ্রে পুরুষদের থেকে প্রায় ৭০ হাজার বেশি মহিলারা ভোট দিয়েছেন। উত্তর মালদা লোকসভা কেন্দ্রে পরিযায়ী শ্রমিকের সংখ্যা বেশি থাকায়, বহু পুরুষ ভোটাররা এবারে ভিন রাজ্য থেকে মালদায় ফিরতে পারেননি। এক্ষেত্রে মহিলাদের ভোট দেওয়ার সংখ্যা বেড়েছে।

দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে প্রায় ৮৪ হাজার ভোটে জয়ী হয়েছিলেন উত্তর মালদার বিজেপি প্রার্থী খগেন মুর্মু। এবারেও তিনি এই লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী রয়েছেন। হবিবপুর, পুরাতন মালদা এবং গাজোল বিধানসভা কেন্দ্র থেকেই বিজেপি বিপুল হারে ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে ভোট পেয়েছিল। কিন্তু এবারে ভোটের পরিসংখ্যান সম্পূর্ণ ভাবে পালটে গিয়েছে বলেও মনে করছেন জেলার একাংশ রাজনৈতিক বিশ্লেষকেরা।

পুরাতন মালদা পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান তথা উত্তর মালদা লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্বাচনী এজেন্ট সফিকুল ইসলাম বলেন, পুরাতন মালদা বিধানসভাতেই এবারে ধরাশায়ী হচ্ছে তৃণমূল। উত্তর মালদা লোকসভা কেন্দ্রে যে ভাবে মহিলারা ভোট দিয়েছেন, তাতে আমরা লক্ষ্মী ভান্ডারকেই এগিয়ে রাখছি। কারণ শহর থেকে গ্রামীণ এলাকার বাড়ির মহিলাদের মুখে একটাই চর্চা, সেটা হচ্ছে লক্ষ্মী ভান্ডার। যা ৫০০ থেকে ১০০০ টাকা হয়েছে। এবারে পুরুষদের থেকে বেশি প্রায় ৭০ হাজার মহিলা ভোটার ভোট দিয়েছেন। এছাড়াও বিজেপির গড় হিসাবে পরিচিত তিনটি বিধানসভা কেন্দ্র যথা - গাজোল, হবিবপুর, পুরাতন মালদাতেও বিজেপির ভরাডুবি হয়েছে। ফলে উত্তর মালদা লোকসভা কেন্দ্রে অনায়াসে দলীয় প্রার্থী প্রসূন ব্যানার্জি জিততে চলেছেন।

যদিও তৃণমূলের এই পরিসংখ্যান মানতে নারাজ বিজেপির জেলা নেতৃত্ব। দলের জেলার সাধারণ সম্পাদক অম্লান ভাদুড়ির দাবি, তৃণমূলের মনগড়া পরিসংখ্যান শুনে লাভ নেই। মানুষ মোদিজিকে ভোট দিয়েছে। দেশের উন্নয়ন ও দশের উন্নয়ন যিনি করে চলেছেন সেই মোদিজির ওপরই ভরসা রয়েছে সাধারণ মানুষের। ফলে এবারেও উত্তর মালদা লোকসভা কেন্দ্র বিজেপির দখলেই থাকবে।

গোটা ভারতের চোখ কৃষ্ণনগর কেন্দ্রে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কৃষ্ণনগর: নদিয়ায় রাজ্যে চতুর্থ দফা নির্বাচন। গোটা ভারতবর্ষের চোখ কৃষ্ণনগর লোকসভা কেন্দ্রের দিকে। সাংসদ থেকে বহিষ্কৃত তৃণমূল প্রার্থী মহুয়া মৈত্রের অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই এই কেন্দ্রে। মহুয়ার প্রতিপক্ষ কৃষ্ণনগর রাজবাড়ির সদস্য রাজমাতা অমৃতা রায়। যাঁকে ঘিরে খোদ কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব থেকে শুরু করে রাজ্য নেতৃত্বের প্রত্যাশা একেবারে গগনচুম্বি। রানিমাকে দিয়েই মহুয়াকে বধ করতে চায় ভারতীয় জনতা পার্টি। আর তাই কোনও রকম রাগঢাক না করে বিজেপি প্রার্থী হিসেবে ঘোষণা করেছে রাজমাতা অমৃতা রায়ের নাম।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ফোন করে রানিমার সঙ্গে কথা বলেছেন এবং মহুয়াকে হারিয়ে ১০০টি কাজের ফিরিস্তি চেয়েছেন সাধারণ মানুষের জন্য। রাজমাতা বিজেপি প্রার্থীর হয়ে দু'বার প্রচারেও এসেছেন খোদ প্রধানমন্ত্রী। বাদ যাননি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। সঙ্গে তো রাজ্য নেতৃত্ব আছেই। মহুয়ার দৌড় থামাতে গ্রামগঞ্জে চষে বেরিয়েছেন বিজেপি প্রার্থী অমৃতা রায়। সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে, মহুয়ার বিজয় রথ থামাতে পারে রাজবাড়ির সদস্য অমৃতা রায়।

ইতিমধ্যেই নদিয়ার দু'টি লোকসভা কেন্দ্রের নির্বাচন ঘিরে প্রস্তুতি প্রায় শেষ। সমগ্র নদিয়া জেলার দু'টি লোকসভা কেন্দ্রের মোট ভোটার সংখ্যা-৪৩ লক্ষ ৯৮ হাজার ৪৫৯ জন। এদের মধ্যে পুরুষ ভোটার ২২ লক্ষ ৫৯ হাজার ১৫ জন এবং মহিলা ভোটার ২১ লক্ষ ৩৯ হাজার ৩৪০ জন। অন্যান্য ভোটারের সংখ্যা ১০৪ জন। ভোট অবাধ সুষ্ঠু এবং শান্তিপূর্ণ করতে ইতিমধ্যেই রানাঘাটে ৫১ কোম্পানি ও কৃষ্ণনগরে ৮১ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। সঙ্গে আছে রাজ্য পুলিশ।

সমগ্র নদিয়ায় মোট বুথের সংখ্যা রানাঘাট লোকসভা কেন্দ্রে ১৯৮৩টি, কৃষ্ণনগর লোকসভা কেন্দ্রে ১৮৪১টি। এদের মধ্যে স্পর্শকাতর মুখের সংখ্যা ৩০০টি। যদিও অবাধ শান্তিপূর্ণ নির্বাচন হবে কিনা এ নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছে ভারতীয় জনতা পার্টি। রাজ্যে শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস বিভিন্ন জায়গায় বিশৃঙ্খলা তুলতে পারে বলে আগেই মত প্রকাশ করেছেন বিজেপির প্রচার প্রমুখ সন্দীপ মজুমদার।

এলাকা বিদ্যুৎহীন, ভোটকর্মীদেরও যন্ত্রণা ভোগের দাবিতে বুথে জেনারেটর ফেরত মহিলাদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, জামুড়িয়া: রবিবার কয়েকশো মহিলা এবার ভোটকর্মীদের জন্য বিদ্যুতায়নের লক্ষ্যে আনা জেনারেটর নামাতে না দিয়েই ফিরিয়ে দিল ভোটগ্রহণ কেন্দ্র থেকে। জামুড়িয়া দু'নম্বর ব্লকের তফসি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় জানবাজার আদিবাসী পাড়ার ঘটনা। এলাকায় বিদ্যুৎ নেই, তাই ভোটকর্মীরাও ভোগ করুক আমাদের মত যন্ত্রণা, রবিবার এই দাবি করে কয়েকশো মহিলা জেনারেটর নামাতেই দিলেন না।

রবিবার এমনই ঘটনার প্রেক্ষিতে ব্যাপক উত্তেজনাময় পরিস্থিতি সৃষ্টি হল তফসির জানবাজার এলাকায় আদিবাসী অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয় সংলগ্ন অংশ। এখানেই রয়েছে ২৪৩ নম্বর বুথ, আর সেই বুথেই এবার আসানসোল লোকসভা কেন্দ্রের নির্বাচনের আগে ভোটকর্মীরা বুথের মধ্যে পৌঁছনোর সময় তাঁদের সঙ্গে আসা জেনারেটর আটকে চলে বিক্ষোভ।

এলাকাবাসীদের দাবি, প্রায় তিন দশক ধরে এই অংশে বিদ্যুতের খুঁটি এসে পৌঁছলেও পৌঁছয়নি রাজ্য সরকারের বিদ্যুৎ পরিষেবা। পরিবর্তে রয়েছে টিম টিমে আলো দেওয়া, ইসিএলের বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা, যা একেবারে বিদ্যুৎ নেই বললেই চলে বলেই দাবি এলাকাবাসীদের। আর সেই বিদ্যুতায়নের জন্য এলাকায় সরকারি ইলেকট্রিসিটি বোর্ডের বিদ্যুতায়নের বারংবার দাবি করা হলেও কোনও ব্যবস্থা গ্রহণ হয়নি বলেই দাবি করেন এলাকার কয়েকশো মহিলা।

এদিন বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে পঞ্চায়েতের প্রধান বীণাপাণি বাউরি সামিল হয়ে যান এই বিক্ষোভের মাঝে। তিনি এ বিষয়ে দাবি করেন, এই বিক্ষোভকারীদের দাবি যুক্তিসঙ্গত তাই এ বিষয়ে তিনিও তাঁদের সঙ্গে সামিল হয়েছেন। যদিও তিনি এও দাবি করেন যে, এই দুর্ভোগের বিষয় নিয়ে বারংবার বিদ্যুৎ বিভাগে জানানোর পরও কোনও কাজের কাজ হয়নি যারই ফলস্বরূপ এরূপ অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে।

এ বিষয়ে স্থানীয় বাসিন্দা তথা পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ জগন্নাথবাবু দাবি করেছেন এ বিষয়ে শীঘ্রই নির্বাচনের পরবর্তী সময়ে আলোকপাত করে বিষয়টির সমাধান সূত্র খুঁজে বের করা হবে। তবে এ সকল বিক্ষোভ আন্দোলন হওয়ার কারণে এখনও ওই বুথটিতে জেনারেটর নিয়ে আসার কোনও উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি। যে কোনও রূপ উত্তেজনাময় পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার জন্য ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছেছে পুলিশ প্রশাসনের সঙ্গেই সেন্টাল ফোর্স।

আসানসোলে ভোট লুঠের চেষ্টার আশঙ্কা বিরোধীদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, পশ্চিম বর্ধমান: সোমবার পশ্চিম বর্ধমান জেলার আসানসোল কেন্দ্রে ভোটগ্রহণ। রবিবার ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে পৌঁছে গিয়েছেন ভোটকর্মীরা। অবাধ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের জন্য সমস্ত রকম প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে বলে প্রশাসনের দাবি। প্রশাসন শান্তিপূর্ণ ভোটের আশ্বাস দিলেও বিরোধীদের আশঙ্কা ভোট লুঠের চেষ্টা হতে পারে। শাসকদল ভোট লুঠের ষড়যন্ত্র করছে বলে আশঙ্কা তাদের।

বিধায়ক তথা বিজেপি নেতা লক্ষ্মণ ঘোড়ুই রবিবার সন্ধ্যায় বলেন, 'প্রথম তিন দফা ভোট শান্তিতে হয়েছে, তবে আসানসোল দুর্গাপুরে ভোট টাফ হবে। কারণ এখানে শান্তিপূর্ণ ভোট হলে শাসকদলের হার নিশ্চিত। তাই তারা ভোট লুঠের চেষ্টা করবে। প্রতিটি বুথে বিজেপির পোলিং এজেন্ট বসলে শাসকদলের পরিকল্পনা বানচাল হবে। তাই বিজেপির সম্ভাব্য পোলিং এজেন্টদের ঘরে ঘরে গিয়ে তৃণমূল প্রভাবিত করার চেষ্টা করছে বলে খবর আসছে। তাই নির্বাচক কমিশনকে আমরা বলেছি আসানসোল লোকসভা কেন্দ্রের প্রতিটি পোলিং স্টেশনে বিশেষ নজর দেওয়ার জন্য।' ভোট লুঠের চেষ্টা হলে দলের কর্মীরা প্রতিরোধ গড়ে তুলবে বলে জানান লক্ষ্মণবাবু।

অন্যদিকে ,সিপিএমের জেলা কমিটির সম্পাদক গৌরাঙ্গ চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'শেষ দু'-তিনটি নির্বাচনের অভিজ্ঞতা ভালো নয়। কেন্দ্রীয় বাহিনী ছিল ঠিকই তবে বাহিনীকে কাজ করতে দেওয়া হয়নি। এবারও শাসকদল বাহিনীকে ম্যানেজ করার চেষ্টা চালাচ্ছে।' নির্বাচন কমিশনকে এ ব্যাপারে সজাগ থাকতে হবে নয়তো ভোট প্রহসনে পরিণত হবে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেন গৌরাঙ্গবাবু।

প্রশাসনের অবাধ নির্বাচনের আশ্বাস ও বিরোধীদের অভিযোগ প্রসঙ্গে তৃণমূলের রাজ্য কমিটির নেতা ভি শিবদাসন দাশু বলেন, 'এই কেন্দ্রে বিজেপির হার নিশ্চিত। সিপিএম নিজেদের অস্তিত্ব বাঁচানোর জন্য নির্বাচনে লড়ছে। বিরোধীদের কোনও সংগঠন নেই, ওরা বুথে বসার জন্য পোলিং এজেন্টও খুঁজে পাচ্ছে না। তাই তৃণমূলের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ করে ওরা পরাজয়ের অজুহাত তৈরি করে রাখ ছে। আমরা শান্তিপূর্ণ ভোট চাই। ওরাই অশান্তি চাইছে, তাই মিথ্যা অভিযোগ করে বাজার গরম করার চেষ্টা করছে বিরোধীরা।'

এবছরই মাস্টার প্ল্যান শুরুর প্রতিশ্রুতি দেবের

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঘাটাল: আসন্ন লোকসভা নির্বাচন ঘিরে প্রার্থীদের প্রচার জমে উঠেছে। ঘাটাল লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী দীপক অধিকারী রবিবার ঘাটালের বিভিন্ন এলাকায় প্রচারে গিয়ে ফের ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান রূপায়নের প্রতিশ্রুতি দিলেন। তিনি বলেন, এবছরই মাস্টার প্ল্যানের কাজ শুরু হবে। যদি কাজ না শুরু হয় ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে তিনি ঘাটালে ঢুকবেন না। সাংসদ হিসেবে গত ১০ বছরে বহু চেষ্টা করেও ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান করতে পারিনি। তাই আমি রাজনীতি ছেড়ে দিয়েছিলাম, আমার মনে হয়েছিল এখানে ঝগড়া ছাড়া কিছু হয় না। ভেবেছিলাম আমার চ্যাপ্টার ক্লোজড।

দিদি বললেন, না তোমাকে দাঁড়াতে হবে। বিগত নির্বাচনে মাস্টার প্ল্যান বাস্তবায়িত করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে ভোটে জেতা এবং বন্যা ও করোনার সময় ঘাটালে না আসায় তার বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ উড়িয়ে দিয়ে তার ইঙ্গিতপূর্ণ মন্তব্য, যে সৎ কাজ করে তার ভয় পাওয়ার দরকার নেই। দিদি এবার কথা দিয়েছেন, ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান রাজ্য সরকার করবে। তাই, আমি কথা দিচ্ছি, ঘাটাল মাস্টার প্ল্যানের কাজ এই বছর থেকে শুরু হবে। দেব একটি অপ্রিয় সত্য কথা বলেন, আমি জানি ভোটের বাজারে প্রতিশ্রুতি দেওয়া একটা নিয়ম, আর প্রতিশ্রুতি দিয়ে পালিয়ে যাওয়া আরেকটা নিয়ম। যদি সত্যি কাজ হত তাহলে ৫০ /৬০ বছরে মাস্টার প্ল্যান হত। ঘাটাল কেন্দ্রে যারা দাঁড়িয়েছেন প্রত্যেকেই মাস্টার প্ল্যান করার কথা বলেছেন। তিনি বিজেপি প্রার্থী হিরণের নাম না করে বলেন, সে সারাদিন তার বিরোধী প্রার্থীকে ব্যক্তিগত আক্রমণ করছে। সন্ত্রাসবাদী বলে আখ্যা দিচ্ছে। কিন্তু জেতার পর কে কত বড় গুন্ডা হবে সেই প্রতিযোগিতার জন্য এই নির্বাচন নয়। মানুষের পাশে কে থাকবে সেটাই আসল কথা। আমি দেব বলে ভোট দিতে হবে সেরকম নয়। আমি যদি সত্যি ভালো কাজ করে থাকি বলে মনে করেন তাহলে আপনারা আমাকে ভোট দেবেন। দেব বলেন, আমি ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান নিয়ে পার্লামেন্টে একাধিকবার বলেছি এবং বাংলা ভাষায় বলেছি। কেন বাংলায় বলেছি, এই নিয়ে বিস্তর আলোচনা হয়েছে। কিন্তু, বাংলা আমার মাতৃভাষা। আমি গর্বিত আমি বাঙালি বলে। সাউথের সাংসদরা সংসদে তাদের মাতৃ ভাষায় কথা বলেন। তাহলে আমি আমার মাতৃ ভাষায় কথা বলব না কেন?

সিপিএমের পঞ্চায়েত প্রার্থী স্বামী-স্ত্রীর বিজেপিতে যোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বর্ধমান: সিপিএমের পঞ্চায়েত ভোটের একই পরিবারের দুই প্রার্থী বিজেপিতে যোগদান করলেন। পূর্ব বর্ধমানের জামালপুরের দোলোরডাঙা গ্রামের ২৩৯ ও ২৪১ নম্বর বুথ। গত পঞ্চায়েত ভোটে এই দু'টি বুথ থেকে সিপিএমের হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন স্বামী-স্ত্রী সুশান্ত মণ্ডল ও দেবিকা

মণ্ডল। সেই সময় তাঁদের বাড়িতে বোমাবাজির ঘটনা ঘটে বলে অভিযোগ করেছিলেন তাঁরা। অভিযোগের তির ছিল তৃণমূলের দিকে। জল গড়ায় অনেক দূর পর্যন্ত। তৃণমূলের পক্ষ থেকে সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করে বলা হয়, সিপিএমই পরিকল্পিত ভাবে বোমা বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে এবং তাদের নামে মিথ্যা অভিযোগ করছে।

এরপর অনেকটা সময় পার হলেও সিপিএমের পক্ষ থেকে কোনও রকম ভাবে মণ্ডল পরিবারের পাশে দাঁড়ায়নি বলে আক্ষেপ প্রকাশ করে সুকান্তবাবু। তাই তাঁরা বাধ্য হয়ে পদ্ম শিবিরের যোগ দিয়েছেন। আগামী দিনে তাঁরা বিজেপির হয়ে লড়াই করবেন বলে জানান তাঁরা।

ভোটের ২৪ ঘণ্টা আগে নদিয়ায় বস্তাভর্তি বোমা উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: নদিয়ায় লোকসভা নির্বাচনের ঠিক ২৪ ঘণ্টা আগে এক বিজেপি নেতার বাড়ির পাশে বস্তাভর্তি তাজা বোমা রেখে দেওয়ার অভিযোগ দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। আর সাতসকালে বোমা উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল গোটা এলাকায়। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে কৃষ্ণগঞ্জ থানার পুলিশ আসে। নির্বাচনের আগে বিরোধীদের চক্রান্ত বলে দাবি বিজেপির। এমনই চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে নদিয়ার কৃষ্ণগঞ্জ থানার সীমান্তবর্তী ভাজনঘাট গ্রাম পঞ্চায়েতের নালুপুরে।

ওই গ্রামের ১২৫ নম্বর বুথের বিজেপির নির্বাচিত প্রতিনিধি দিবাকর রায়ের অভিযোগ, পাশের বাড়ির গৃহবধূ বস্তা পড়ে থাকতে দেখে তাঁকে ডাকেন। তিনি তাড়াতাড়ি সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে দেখেন তাঁর বাড়ির লাগোয়া পাশের বাড়ির উঠোনে একটি বস্তা পড়ে রয়েছে। কাছে গিয়ে বস্তার মুখ খুলতেই দেখেন গোটা বস্তায় রয়েছে ভর্তি তাজা বোমা। খবর ছড়াতেই আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়, ঘটনাস্থলে যায় কৃষ্ণগঞ্জ থানার পুলিশ। যদিও ওই বিজেপি নেতার দাবি, নির্বাচনের আগে এই ধরনের ঘটনা এটা সম্পূর্ণ বিরোধীদের চক্রান্ত। কারণ ওই গ্রাম পঞ্চায়েত বিজেপির শক্ত ঘাঁটি, তাই ভয় দেখিয়ে বিজেপিকে কোণঠাসা করার চেষ্টা বিরোধীদের। এলাকার তৃণমূলের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে, এই কাজে যেই যুক্ত থাকুক, প্রশাসন চিহ্নিত করে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিক।

বিপুল তাজা বোমা উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: মালদায় লোকসভা ভোট মিটতেই বিপুল পরিমাণ তাজা বোমা উদ্ধার করল পুলিশ। শনিবার রাতে মানিকচক থানার গোপালপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের এলাহিটোলা এলাকার একটি বাঁশবাগান থেকে প্লাস্টিকের দুই জার ভর্তি এই বোমা উদ্ধার করা হয়। রবিবার বম্ব স্কোয়ার্ডের কর্তারা উদ্ধার হওয়ার ১৪টি তাজা বোমা নিষ্ক্রিয় করে। আর এই ঘটনাকে ঘিরেই শুরু হয়েছে রাজনৈতিক বিতর্ক। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন রাতে এই এলাহিটোলা বাঁধ সংলগ্ন বাঁশবাগান দিয়ে কিছু মানুষ বাড়ি ফেরার সময় দু'টি প্লাস্টিকের জার দেখতে পান। তাঁদের সন্দেহ হওয়াতেই খবর দেওয়া হয় পুলিশকে। পুলিশ গিয়ে গোটা এলাকাটি ঘিরে রাখে। এরপর ওই প্লাস্টিকের জার থেকেই উদ্ধার হয় ১৪টি তাজা বোমা। রবিবার সকালে ফাঁকা এলাকায় উদ্ধার হওয়া তাজা বোমাগুলি নিষ্ক্রিয় করেন বম্ব স্কোয়াডের কর্তারা।

মানিকচকের তৃণমূল বিধায়ক সাবিত্রী মিত্র জানিয়েছে, এই ঘটনার পিছনে কংগ্রেস আশ্রিত দুষ্কৃতীরা যুক্ত রয়েছে। নির্বাচনে ওদের ফল খারাপ হচ্ছে জেনেই এলাকায় সন্ত্রাস তৈরি করার জন্য এই বোমাগুলি বাঁশবাগানে মজুত করা হয়েছিল। সেগুলি পুলিশ উদ্ধার করে নিষ্ক্রিয় করেছে। এবারের লোকসভা নির্বাচনে মালদার দু'টি কেন্দ্রেই তৃণমূল প্রার্থীরা জয়ী হবেন। আর তারজন্যই এখন থেকেই এলাকায় সন্ত্রাস চালাবার ষড়যন্ত্র করছে কংগ্রেস আশ্রিত দুষ্কৃতীরা। এই বোমা মজুতের ঘটনায় যারাই যুক্ত থাকুক না কেন, তাদের অবিলম্বে গ্রেপ্তার করার দাবিও জানানো হয়েছে পুলিশকে।

যদিও এ প্রসঙ্গে মানিকচকের কংগ্রেস দলের প্রাক্তন বিধায়ক মুত্তাকিন আলম বলেন, 'তৃণমূলের ভরাডুবি হচ্ছে জেনেই ওরা সন্ত্রাস চালানোর পরিকল্পনা নিয়েছে। বোমাবাজি করার জন্যই এলাকার তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরাই এগুলি মজুত করেছিল। পুলিশ প্রকৃত তদন্ত করলেই সমস্ত ঘটনা সামনে বেরিয়ে আসবে।' মানিকচক থানার পুলিশ জানিয়েছে, উদ্ধার হওয়া বোমাগুলি নিষ্ক্রিয় করা হয়েছে। পুরো বিষয়টি নিয়ে তদন্ত শুরু করা হয়েছে।

লকেটের নামে নিখোঁজ পোস্টার ঘিরে চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিবেদন, চুঁচুড়া: পঞ্চম দফায় ভোট হুগলিতে। তার আগে বিজেপির বিদায়ী সাংসদের নামে পড়ল 'নিখোঁজ' পোস্টার। চুঁচুড়া স্টেশন রোড, ফার্ম সাইড রোড সহ বিভিন্ন জায়গায় হুগলির বিদায়ী সাংসদ তথা বিজেপি প্রার্থী লকেট চট্টোপাধ্যায়ের নামে এই পোস্টার ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। যদিও বিজেপির হুগলি সাংগঠনিক জেলা সভাপতি তুষার মজুমদার বলেন, 'যারা অন্ধ তারা দেখতে পায় না।'

পঞ্চম দফায় ২০ মে হুগলি লোকসভা কেন্দ্রে ভোট। বিজেপি এবারও এখানে লকেট চট্টোপাধ্যায়কে প্রার্থী করেছে। তৃণমূলের চমক রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়। শেষ ওভারের প্রচার চলছে। এরই মধ্যে লকেটের নামে পড়ল পোস্টার। তাতে লেখা, 'লকেট মানে পালাই।' এই প্রথমবার নয়। এর আগেও হুগলির বিভিন্ন জায়গায় লকেটের নামে পোস্টার দেখা গিয়েছে। যদিও এই ঘটনাকে তৃণমূলের মস্তিষ্কপ্রসূত বলেই দাবি বিজেপির। তবে ভোটের মুখে এ ঘটনা নতুন করে চর্চায়।

বারবারই তৃণমূলের অভিযোগ, সাংসদ লকেট চট্টোপাধ্যায় তাঁর সংসদীয় এলাকায় থাকেনই না। লকেটের প্রার্থী হওয়া নিয়েও নানা মহলে নানা সম্ভাবনার কথা শোনা গিয়েছিল। শনিবারই বাঁশবেড়িয়ায় বিজেপির দুই পদাধিকারী দল ছেড়ে তৃণমূলে যোগ দেন। এরই মধ্যে রবিবার পাণ্ডুয়া, চন্দননগর-সহ বিভিন্ন জায়গায় এই পোস্টার নজরে আসে। এ বিষয়ে চুঁচুড়ার বিধায়ক অসিত মজুমদার খোঁচার সুরে বলেন, 'লকেটকে দেখা যায় তো, ভোট এলে যে দেখা যায়।' তবে বিজেপির হুগলি সাংগঠনিক জেলা সভাপতি তুষার মজুমদার বলেন, 'যারা অন্ধ, তারাই দেখতে পায় না। তারাই এই পোস্টার মেরেছে। মনে হয় তাদের চোখের ডাক্তার দেখানো দরকার।' একইসঙ্গে তিনি দাবি করেন, বিজেপি এবার ৪০০ পার করবে। তৃণমূলকে সেই ভয়ই কাঁপাচ্ছে।

গণতন্ত্রের উৎসব, প্রস্তুতিতে ভোটকর্মীরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: আগামিকাল ১৩ মে বর্ধমান পূর্ব লোকসভা এবং বর্ধমান দুর্গাপুর লোকসভা কেন্দ্রের ভোটগ্রহণ পর্ব। তার আগেই বিভিন্ন ডিসিআরএস সেন্টারে চূড়ান্ত ব্যস্ততা দেখা গেল। রবিবার পূর্ব বর্ধমান জেলার মেমারি বিধানসভা এলাকার মেমারি কলেজে ভোটকর্মীরা উপস্থিত হয়েছেন পাশাপাশি বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত ইউআইটি কলেজে এখান থেকেই তাঁদের ভোটগ্রহণের সমস্ত সরঞ্জাম বুঝিয়ে দেওয়া হচ্ছে। যেগুলি নিয়ে ভোটকর্মীরা তাদের নির্দিষ্ট বুথে বুথে যাওয়ার পর্ব শুরু হয়েছে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে গোটা এলাকা নিরাপত্তার চাদরে মুড়ে রাখা হয়েছে। যাতে ভোট কর্মীদের কোনও রকম অসুবিধা না হয় সেই দিকে সজাগ দৃষ্টি রাখছেন নির্বাচন কমিশন। এছাড়া প্রত্যেক বুথে বুথেই কেন্দ্রীয় বাহিনী পৌঁছনোর প্রক্রিয়াও শুরু হয়েছে।

ইস্তেহার প্রকাশ করে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী বললেন প্রধানমন্ত্রীর দৌড়ে তিনি নেই

নয়াদিল্লি, ১২ মে: শুক্রবার অন্তবর্তীকালীন জামিনে ৩ সপ্তাহের জন্য মুক্তি পেয়েছেন তিনি। তার দু'দিনের মাথায় ইস্তাহার প্রকাশ করলেন আপ সুপ্রিমো তথা দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল। দিল্লিতে লোকসভা নির্বাচন ষষ্ঠ দফায় ২৫ মে। তার ১৩ দিন আগে ইস্তাহার প্রকাশ করল আপ।

ইস্তাহারে ১০টি 'কেজরিওয়ালের গ্যারান্টি' বা প্রতিশ্রুতি পূরণের কথা জানিয়েছেন তিনি। যদি 'ইন্ডিয়া' জোট ক্ষমতায় আসতে পারে, তাহলে কি প্রধানমন্ত্রী হওয়ার সম্ভাবনা তাঁর থাকবে? সাংবাদিক বৈঠকে অবশ্য দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীর সাফ জবাব ছিল 'না। আমি প্রধানমন্ত্রী হওয়ার দৌড়ে নেই।' নির্বাচনী ইস্তাহার প্রকাশ করা নিয়ে জোট সঙ্গীদের কাছে ক্ষমাও চেয়ে নিলেন তিনি। রবিবার আপ বিধায়কদের সঙ্গে একটি সাংবাদিক বৈঠক করে নির্বাচনী ইস্তাহার প্রকাশ করেন কেজরিওয়া। সেই তবে জোট ক্ষমতায় এলে তিনি 'কেজরীওয়ালের গ্যারান্টি' অবশ্যই পূরণ করবেন বলেও জানিয়েছেন। ইস্তাহারের প্রতিশ্রুতি নিয়ে তিনি জোটসঙ্গীদের সঙ্গে আলোচনা করেছেন কি না জিজ্ঞাসা করা হলে আপ সুপ্রিমোর বক্তব্য, তিনি 'ইন্ডিয়া'র শরিকদের সঙ্গে এগুলি নিয়ে আলোচনা করেননি। তবে তিনি মনে করনে, 'ইন্ডিয়া'র সদস্যদের এই নিয়ে কোনও সমস্যা হবে না। জোটসঙ্গীদের সঙ্গে এই নিয়ে আলোচনা না করার জন্য ক্ষমাও চেয়ে নেন তিনি। তিনি বলেন, 'আমি এর জন্য ক্ষমাপ্রার্থী। সময় কম, অর্ধেক ভোট হয়ে গিয়েছে। তবে আমি জানি যে স্কুল এবং হাসপাতাল খোলা নিয়ে ওদের কোনও আপত্তি থাকবে না।'

আপ -এর ইস্তাহার বলছে, তাঁরা ক্ষমতায় এলে সারা দেশে ২৪ ঘণ্টা বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করবে এবং তার মধ্যে প্রথম ২০০ ইউনিট বিদ্যুৎ বিনামূল্যে দেওয়া হবে। সবার জন্য বিনামূল্যে শিক্ষার ব্যবস্থা করা এবং বেসরকারি স্কুলের চেয়ে সরকারি স্কুলে উন্নত পরিষেবা প্রদান করা হবে। বাতিল করা হবে মোদি সরকারের অগ্নিবীর প্রকল্প।

কেজরিওয়ালের ইস্তোহার বলছে, ক্ষমতায় এলে বছরে দু'কোটি কর্মসংস্থানের পরিকল্পনা হবে। কৃষকরা তাঁদের ফসলের নূনতম সহায়ক মূল্য পাবেন। জিতলে দিল্লি পূর্ণরাজ্য হবে বলেও 'গ্যারান্টি' দিয়েছেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী।

'বিভ্রান্তিকর এবং মিথ্যা' বিজ্ঞাপন মামলায় রামদেবকে সমন হরিদ্বারের আদালতের

নয়াদিল্লি, ১২ মে: সময়টা মোটেও ভালো যাচ্ছে না যোগগুরু রামদেবের। তাঁর একাধিক পণ্য ও পণ্যের বিজ্ঞাপন নিয়ে বারবার আদালতে ঠোক্কর খেতে হচ্ছে তাঁকে ও তাঁর সহযোগী ও তাঁদের সংস্থাকে। এবার পতঞ্জলির 'বিভ্রান্তিকর এবং মিথ্যা' বিজ্ঞাপন মামলায় এ বার তাঁদের সমন পাঠাল হরিদ্বারের একটি আদালত। সুপ্রিম কোর্টে এই মামলার শুনানি চলছে। তার মধ্যেই নয়া নোটিস পেলেন রামদেবরা। এই নিয়ে হরিদ্বারের আদালত তাঁদের জোড়া সমন পাঠাল। জ্বর, টাইফয়েড থেকে শুরু করে যকৃতের অসুখ, ত্বকের সমস্যা-সহ নানা ধরনের অসুস্থতার চিকিৎসায় সাধারণত যে সব ওষুধ ব্যবহৃত হয়, সেগুলোকে 'বিষাক্ত, সিন্থেটিক' বলে দাবি করেছিলেন রামদেব। সেই দাবির বিরুদ্ধে মামলা হয়।

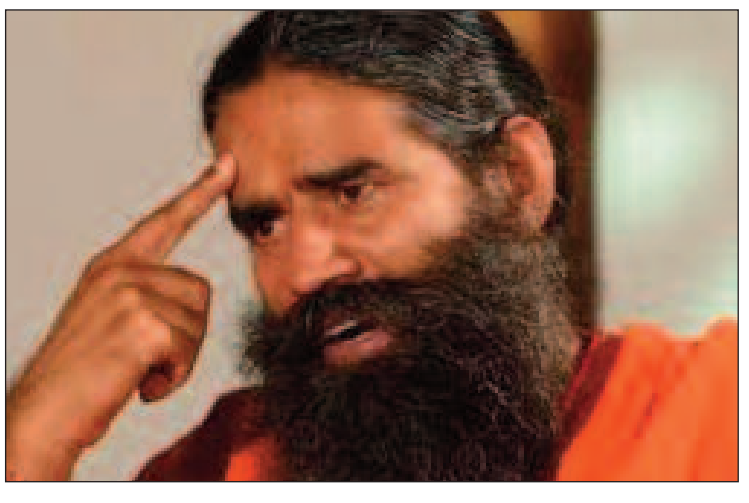

গত ১৬ এপ্রিল জেলা আয়ুর্বেদিক এবং উনানি অফিসার, দিব্যা ফার্মাসি এবং পতঞ্জলির বিরুদ্ধে আদালতে মামলা করেছিল। সেই মামলার প্রাথমিক শুনানির পর হরিদ্বারের চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট (সিজেএম) রাহুলকুমার শ্রীবাস্তব রামদেব এবং বালকৃষ্ণকে ১০ মে আদালতে হাজিরা দিতে বলেছিলেন। কিন্তু তাঁরা আদালতে আসেননি। তার পরই নতুন সমন পাঠালেন তিনি। আগামী ৭ জুন এই মামলার পরবর্তী শুনানি রয়েছে। সে দিনই আদালতে রামদেবদের হাজির থাকতে বলা হয়েছে।

২০২০ সালের ২৩ জুন প্রথম বার করোনিল কিট বাজারে এনেছিল পতঞ্জলি। 'করোনিল' এবং 'শ্বাসারি বটি' নামে দু'ধরনের ট্যাবলেট এবং 'অণু তৈল' নামের ২০ মিলিলিটারের একটি তেলের শিশি নিয়ে তৈরি ওই কিটের দাম রাখা হয়েছিল ৫৪৫ টাকা। চাইলে আলাদা ভাবে ট্যাবলেট এবং তেল কেনা যাবে বলেও জানানো হয়েছিল। তার পর ১৮ অক্টোবর পর্যন্ত মোট ২৩ লক্ষ ৫৪ হাজার করোনিল কিট বিক্রি হয়েছে বলে সংস্থার তরফে জানানো হয়। এই বিজ্ঞাপন নিয়ে আপত্তি জানিয়ে রামদেবের সংস্থার বিরুদ্ধে মামলা করেছিল আইএমএ। আইএমএ-র অভিযোগ ছিল, পতঞ্জলির বেশ কয়েকটি বিজ্ঞাপনে অ্যালোপ্যাথি চিকিৎসা এবং চিকিৎসককে অসম্মান করা হয়েছে। বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে সাধারণ জনগণকে বিভ্রান্ত করার অভিযোগও আনা হয়েছিল। অভিযোগ ছিল, কোভিড প্রতিরোধী না-হওয়া সত্ত্বেও শুধু করোনিল কিট বিক্রি করেই ২৫০ কোটি টাকার বেশি মুনাফা করেছিল রামদেবের পতঞ্জলি। আর তার জন্য 'বিভ্রান্তিকর এবং মিথ্যা' বিজ্ঞাপনী প্রচার চালানো হয়েছিল বলে অভিযোগ ছিল আইএমএ-র। সুপ্রিম কোর্টে এই মামলায় বার বার ভর্ৎসনার মুখে পড়তে হয় যোগগুরু রামদেব এবং এবং তাঁর সহযোগী আচার্য বালকৃষ্ণকে।

গোরুকে বাঁচাতে গিয়ে দুর্ঘটনা, মৃত্যু একই পরিবারের ৩ জনের

হরিদ্বর, ১২ মে: দিল্লি-মুম্বই এক্সপ্রেসওয়েতে গাড়ির সামনে গোরু। গোরুকে বাঁচাতে গিয়ে আচমকা গাড়ির ব্রেক কষতেই ঘটল বিপত্তি। দুর্ঘটনায় প্রাণ হারালেন রাজস্থানের একটি পরিবারের তিন সদস্য। গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি আরও দুজন। উল্লেখ্য, গত কয়েকদিনে একাধিকবার দুর্ঘটনা ঘটেছে এই দিল্লি-মুম্বই এক্সপ্রেসওয়েতে।

জানা গিয়েছে, গাড়িতে চেপে আমদাবাদ থেকে হরিদ্বার যাচ্ছিলেন একটি পরিবারের সদস্যরা। দিল্লি-মুম্বই এক্সপ্রেসওয়ে ধরে যাচ্ছিল তাঁদের গাড়ি। গতি ভালোই ছিল। পুলিশ সূত্রে খবর, আচমকা গাড়ির সামনে এসে পড়ে একটি গোরু। কোনওমতে ব্রেক কষে তাকে বাঁচান গাড়ির চালক। হাইওয়ের মধ্যেই গাড়িটি থেমে যায়। সেই সময়েই পিছনদিক থেকে একটি ট্রাক এসে দাঁড়িয়ে থাকা গাড়িতে ধাক্কা মারে। দুমড়েমুচড়ে যায় গাড়িটি। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় গাড়িতে থাকা তিন জনের। আশঙ্কাজনক অবস্থায় চিকিৎসাধীন আরও দুজন। দুর্ঘটনার খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে পৌঁছয় স্থানীয় পুলিশ। তাদের উদ্যোগেই আহতদের নিয়ে যাওয়া হয় হাসপাতালে। মৃতদের পরিবারের এক সদস্য নীলা মাকওয়ানা জানান, তাঁর মায়ের শেষকৃত্য করতেই গাড়িতে চেপে হরিদ্বার যাচ্ছিলেন সকলে। নীলার কথায়, 'আমরা সকলে মিলে হরিদ্বার যাচ্ছিলাম মায়ের শেষকৃত্যের জন্য। সেই সময়েই একটা ট্রাক এসে ধাক্কা মারে আমাদের গাড়িতে। ঘটনাস্থলেই আমার ভাই, বউদি, কাকুর মৃত্যু হয়। আমার বোন আর ভাগ্নির অবস্থা আশঙ্কাজনক।' ঘটনাস্থলে থাকা পুলিশ আধিকারিক জওয়ান সিং জানান, স্থানীয় একটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে আহতদের।

হাসাপাতাল ওড়ানোর হুমকি, ফের বোমাতঙ্ক রাজধানীতে

নয়াদিল্লি, ১২ মে: স্কুলের পর হাসপাতালে বোমার থাকার খবরে আতঙ্ক ছড়াল রাজধানী দিল্লিতে। ১ মে-র পর ১২ মে। এর আগে দিল্লির বেশ কয়েকটি স্কুলে বোমা রাখা আছে বলে খবর ছড়িয়েছিল। ঠিক সেভাবেই রবিবার দিল্লির দুটি হাসপাতালে পাঠানো হয় বোমাতঙ্কের ইমেল।

গত ১ মে আচমকাই দিল্লির কয়েকটি স্কুলে বোমাতঙ্ক ছড়ায়। চাণক্যপুরীর সংস্কৃত স্কুল, ময়ূর বিহারের মাদার মেরি স্কুল, দ্বারকার দিল্লি পাবলিক স্কুল-সহ বেশ কয়েকটি স্কুলে ইমেল আসে। মেলে হুমকি আসার পরই নড়েচড়ে বসে পুলিশ। দ্রুত বোমা নিষ্ক্রিয়কারী দল ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। স্কুল থেকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় পড়ুয়াদের। পরবর্তী নির্দেশ না আসা পর্যন্ত স্কুলগুলো বন্ধ থাকে। সেই ঘটনার রেশ কাটার আগেই রাজধানীতে ফের বোমাতঙ্ক ছড়াল। দিল্লি ফায়ার সার্ভিস সূত্রে খবর, রবিবার দুপুরে আচমকাই দুটি হাসপাতালে বোমা রাখা আছে বলে খবর ছড়ায়। বুরারি সরকারি হাসপাতাল এবং মঙ্গলপুরীর সঞ্জয় গান্ধী হাসপাতালে মেল করে বলা হয় সেখানে বোমা রাখা আছে। মেল আসার খবর পেয়েই দুটি হাসপাতালে পৌঁছে যায় দিল্লি পুলিশের বিশেষ দল। আপাতত তল্লাশি চলছে দুটি হাসপাতালে।

উল্লেখ্য, নির্বাচনের আবহে একাধিকবার এভাবেই বোমাতঙ্ক ছড়িয়েছে দেশজুড়ে। গত মাসে একই রকম হুমকি মেল এসেছিল দেশের ২৪টি বিমানবন্দরে। হুমকি দেওয়া হয়, উড়িয়ে দেওয়া হবে ওই বিমানবন্দরগুলো! হুমকি মেল ঘিরে ছড়ায় চাঞ্চল্য। একটি মেলে নয়, আলাদা আলাদা ভাবে হুমকি দেওয়া হয়েছিল বিমানবন্দরগুলোয়। পরে জানা যায়, এই মেল পাঠানো হয়েছে একটি সন্ত্রাসবাদী সংগঠনের তরফে। তার পরেই দিল্লির স্কুল ও হাসপাতালে বোমা রাখার ইমেল। সবমিলিয়ে, আতঙ্কিত হয়ে পড়ছেন রাজধানীর আমজনতা।

পুলিশের সঙ্গে জনতার সংঘর্ষে উত্তাল পাক অধিকৃত কাশ্মীর

ইসলামাবাদ, ১২ মে: পুলিশের সঙ্গে দফায় দফায় সংঘর্ষ, লাঠিচার্জ, টিয়ার গ্যাস চার্জে উত্তাল হয়ে উঠল পাক অধিকৃত কাশ্মীর। পাক অধিকৃত কাশ্মীরে জনঅসন্তোষ প্রতিরোধ করতে মারমুখী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে পাক পুলিশ ও আধাসেনা। পাক সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত খবর এবং ভিডিয়োতে ধরা পড়েছে জনতা-রক্ষী বাহিনীর সংঘাতের ছবি। একে ৪৭ দিয়ে শূন্যে গুলি চালাতে দেখা যাচ্ছে পাক রেঞ্জারদের। শুধু তই নয়, বেয়নেট তাক করা হয় ছুটন্ত জনতার দিকেও। প্রতিবাদ করতে গিয়ে দু'জনের মৃত্যু হয়েছে বলে খবর।

প্রবল এই গরমে দিনের পর দিন লোডশেডিং ও নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের দাম বৃদ্ধির প্রতিবাদে রাস্তায় নেমেছেন সাধারণ মানুষ। তাতেই উত্তপ্ত ভূস্বর্গ। ডাডিয়াল ও মিরপুর জেলার গোলমালে অনেকেই আহত হয়েছেন। এমতবস্থায় কারফিউ জারি করতে বাধ্য হয়েছে স্থানীয় প্রশাসন।

নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের মূল্যবৃদ্ধি এবং বিদ্যুৎ সঙ্কটের দাবিতে অধিকৃত কাশ্মীরের বাসিন্দাদের মধ্যে অনেক দিন ধরেই ক্ষোভ জমা হচ্ছিল। অভিযোগ, ওই অঞ্চলে উৎপন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হচ্ছে পাকিস্তানের অন্যান্য শহরে। তাতেই ক্ষোভে উত্তাল হয়েছেন অধিকৃত কাশ্মীরের বাসিন্দারা। এরই মধ্যে জম্মু-কাশ্মীর জয়েন্ট আওয়ামি অ্যাকশন কমিটি নামে একটি স্থানীয় সংগঠনের তরফে গত মাসে গোটা রাজ্য থেকে মুজফ্ ফরাবাদগামী একটি মিছিলের ডাক দেওয়া হয়। মিছিল হওয়ার কথা ছিল ১১ মে। তার আগে বৃহস্পতিবার রাতে পুলিশ মুজফ্ ফরাবাদ ও মিরপুরে হানা দিয়ে ওই সংগঠনের বহু নেতাকে গ্রেপ্তার করে। তার প্রতিবাদে শুক্রবার উপত্যকায় হরতালের ডাক দেওয়া হয়। সর্বত্রই হরতাল পালিত হয়। মুজফ্ ফরাবাদে প্রতিবাদীদের একটি শান্তিপূর্ণ মিছিল পুলিশ এবং আধা সামরিক বাহিনী আটকাতে গেলে সংঘর্ষ বাধে। মিছিল থেকে পুলিশকে লক্ষ্য করে পাথর উড়ে আসতে থাকে। পুলিশ এবং আধাসেনাও পালটা আক্রমণে শুরু করে। আক্রমণে কাঁদানে গ্যাস, ছররা, বুলেট ব্যবহার ছাড়াও শূন্যে গুলি চালানোর পাশাপাশি জনতাকে লক্ষ্য করে গুলি চালানোর অভিযোগও উঠেছে। সন্ধে পর্যন্ত দফায় দফায় সংঘর্ষ চলে। হাসপাতালে আহতদের ভর্তি করানো হয়। ঘটনায় অন্তত ৭০ জনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

এলাকার মানুষজনের দাবি, পুলিশ-সেনার এই তৎপরতা সরকারি সন্ত্রাস ছাড়া কিছুই নয়। মুজাফফরাবাদ বিধানসভা এলাকায়ও বিক্ষোভ দেখানোর কথা থাকলেও, পুলিশ আগেভাগেই সেখানে ১৪৪ ধারা জারি করে দেয়। নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের দাম বৃদ্ধি ও অন্যান্য ইস্যুতে জনগণের শান্তিপূর্ণ মিছিলে পুলিশের এই দমনপীড়ন নীতির তীব্র সমালোচনা করেছেন পাক অধিকৃত কাশ্মীরের নেতা সওকত আজিজ কাশ্মীরি ও নাসির আজিজ খান। তাঁরা পুলিশের হেপাজতে থাকাদের দ্রুত মুক্তির দাবি করেছেন।

পাক অধিকৃত কাশ্মীর নিয়ে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে সংঘাত নতুন নয়। দেশভাগ হওয়ার পর থেকেই সংঘাত চলে আসছে। কিন্তু পাকিস্তানের ওই অঞ্চলটিতে মানবাধিকারের অবস্থা কেমন তা নিয়ে খুব বেশি নাড়াচাড়া হয় না বা সেই খবর বাইরে আসে না।

পোষ্যদের বাথরুমে আটকে নলি কেটে খুন প্রবীণ চিকিৎসককে

নয়াদিল্লি, ১২ মে: নয়াদিল্লির জঙ্গপুরায় বাড়ির মধ্যেই নৃশংসভাবে খুন হলেন এক প্রবীণ চিকিৎসক। হাত-পা বাঁধা অবস্থায় গলার নলি কাটা দেহ উদ্ধার করে পুলিশ। এই ঘটনায় ফের প্রশ্নের মুখে রাজধানীর নাগরিক নিরাপত্তা। প্রাথমিকভাবে পুলিশের অনুমান, ডাকাতির উদ্দেশ্যেই খুন।

পুলিশ পৌঁছে দেখে, রান্নাঘরে চেয়ারে দড়ি দিয়ে বাঁধা নিথর চিকিৎসক। মৃত চিকিৎসকের নাম যোগেশচন্দ্র পাল (৬৩)। স্ত্রী নীনা পালও সরকারি চিকিৎসক। বাড়িতেই ক্লিনিক ছিল জেনারেল ফিজিশিয়ান যোগেশের। দুই মেয়ের বিয়ে হয়ে গিয়েছে। বাড়িতে একাই থাকতেন চিকিৎসক দম্পতি। ঘটনার সময় বাড়ি ছিলেন না নীনা। সন্ধ্যা নাগাদ বাড়ি ফেরে পরিস্থিতি দেখা মাত্র পুলিশে ফোন করেন তিনি। ৬টা ৫০ নাগাদ পুলিশ দিল্লির জঙ্গপুরার সি ব্লকের বাড়িটিতে যায়। প্রথমিক তদন্তের পর পুলিশ জানিয়েছে, গলার নলি কেটে খুন করা হয়েছে যোগেশকে। শুধু তাই নয় দুষ্কৃতীরা পোষ্য কুকুর দু'টিকে বাথরুমে বন্ধ করে রেখেছিল। যদিও তারা একটানা ঘেউ ঘেউ করতে থাকে। তবে সেই ডাক শুনে কেউ সন্দেহবশত এগিয়ে আসেনি। নগদ এবং গয়নার খোঁজে গোটা ঘর তছনছ করে দুষ্কৃতীরা। পুলিশের দাবি, ডাকাতির পরে চিহ্নিত হওয়ার ভয়ে চিকিৎসককে খুন করেছে অভিযুক্তেরা। এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখ তদন্তকারীদের অনুমান, ডাকাতি চালায় মোট চার জন দুষ্কৃতী। এদের মধ্যে তিন জন বাড়িতে ঢুকেছিল, এক জন বাইরে পাহারায় ছিল। চিকিৎসকের দেহ ময়নাতদন্তে পাঠানো হয়েছে। এখনও পর্যন্ত খোঁজে মেলেনি দুষ্কৃতীদের।

নিজ্জর খুনে অভিযোগে আরও এক ভারতীয় ধৃত

অটোয়া, ১২ মে: খলিস্তানপন্থী সন্ত্রাসবাদী হরদীপ সিংহ নিজ্জর খুনের অভিযোগে আরও এক ভারতীয়কে গ্রেপ্তার কানাডা পুলিশের হাতে। ধৃতের নাম আমনদীপ সিং, বয়স ২২ বছর। এই মামলায় এর আগে তিনজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। তাঁরা সকলেই ছিলেন ভারতীয়। ফলে এই নিয়ে চতুর্থ ভারতীয় গ্রেপ্তার হলেন নিজ্জর হত্যাকাণ্ডে।

শনিবার কানাডা পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, নিজ্জরের খুনের সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে আরও এক ভারতীয় নাগরিককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ধৃত আমনদীপ অন্য একটি মামলায় কানাডা পুলিশের হেপাজতেই ছিলেন। তাঁর কাছ থেকে বেআইনি অস্ত্র উদ্ধার করা হয়েছিল। সেই মামলার তদন্ত চলাকালীনই নিজ্জর হত্যার সঙ্গে আমনদীপের সম্পর্ক খুঁজে পাওয়া যায় বলে জানিয়েছে কানাডা পুলিশ। তারপর ওই মামলায় নতুন করে তাঁকে গ্রেপ্তার করে কানাডা পুলিশের ইন্টিগ্রেটেড হোমিসাইড ইনভেস্টিগেশন টিম তাঁর বিরুদ্ধে ফার্স্ট ডিগ্রি খুনের ধারা যোগ করেছে।

প্রসঙ্গত, নিজ্জরকে ২০২০ সালে সন্ত্রাসবাদী বলে ঘোষণা করে ভারত। তিন বছর পর গত ২০২৩ সালের ১৮ জুন কানাডার ব্রিটিশ কলাম্বিয়ার সারে শহরে একটি গুরুদ্বারের সামনে তাঁকে হত্যা করা হয়। নিজ্জর জঙ্গি সংগঠন 'খলিস্তান টাইগার ফোর্সে'র প্রধান ছিল। এই খুনের মামলাতে আগেই গ্রেপ্তার করা হয়েছে তিন ভারতীয়কে। তাঁদের নাম যথাক্রমে, করণ ব্রার (২২), কমলপ্রীত সিং (২২) ও করণপ্রীত সিং (২৮)। সেই তালিকায় নতুন সংযোজন এই অমনদীপ সিং (২২)।

এই হত্যাকাণ্ডের ঘটনা প্রকাশ্যে আসার পর থেকেই দু'দেশের সম্পর্কে তিক্ততার সূত্রপাত। ভারত ভাগ করতে চাওয়া মৌলবাদী শক্তি খলিস্তানপন্থীদের আশ্রয় দেওয়ার জন্য কিছুদিন আগে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি কানাডাকে দোষারোপ করেছিলেন। অন্যদিকে, ন'মাস আগে কানাডার রাস্তায় খলিস্তানপন্থী সন্ত্রাসবাদী নিজ্জরকে হত্যায় কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো অভিযোগ করেন ভারতের অঙ্গুলিহেলনেই এই ঘটনা ঘটেছে। কানাডার গোয়েন্দা এজেন্সিগুলোর দাবি, এই অপারেশনের নিল নকশা তৈরি হয় ভারতের গুপ্তচর সংস্থা র-এর সদর দপ্তরে। ভারত অবশ্য সেই অভিযোগ অস্বীকার করে।

নিজ্জর হত্যাকাণ্ডে ভারতীয়দের গ্রেপ্তার নয়াদিল্লি যে ভালো ভাবে দেখছে না, তা আগের দিন বুঝিয়ে দিয়েছেন বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর। তিন ভারতীয়র গ্রেপ্তারি নিয়ে তিনি জানিয়েছিলেন, আপাতদৃষ্টিতে অভিযুক্তদের সঙ্গে ভারতীয় কোনও গ্যাংয়ের যোগ আছে বলে মনে হচ্ছে। তবে কানাডিয়ান পুলিশের থেকে আরও তথ্যের পাওয়ার জন্য তিনি অপেক্ষা করবেন। তিন ভারতীয়ের গ্রেপ্তার হওয়ার খবর তাঁকে সংবাদমাধ্যমের কাছ থেকে জানতে হয়েছে বলে অসন্তোষও প্রকাশ করেছিলেন জয়শঙ্কর। তার মাঝেই আরও এক ভারতীয় গ্রেপ্তার হলেন কানাডায়।

তিন ব্যবসায়ীর ওপর নির্মম অত্যাচার! ভাইরাল ভিডিয়ো

বেঙ্গালুরু, ১২ মে: পুরনো গাড়ি কিনতে গিয়ে প্রাণ যায় যায় অবস্থা!

গাড়ির অবস্থা কেমন রয়েছে, তার উপরে দাম নির্ধারণ করা হবে, সেই কারণেই গাড়িগুলি দেখতে ডাকা হয়েছিল ডিলারদের। কিন্তু সেখানে যেতেই বদলে গেল চিত্রটা। গাড়ি দেখানো তো দূর, বরং চরম নির্যাতনের শিকার হলেন গাড়ির ডিলাররা। তাদের নগ্ন করে, যৌনাঙ্গে বিদ্যুতের শক দেওয়া হল!ভয়ঙ্কর ঘটনাটি ঘটেছে কর্নাটকের কালাবুর্গি জেলায়। তিন গাড়ির ব্যবসায়ীকে অপহরণ করে নির্যাতনের অভিযোগ উঠল। সোশ্যাল মিডিয়ায় তাদের উপরে হওয়া নির্যাতনের ভিডিয়োও ভাইরাল হয়েছে। এরপরই কড়া পদক্ষেপ করে পুলিশ। শনিবার অপহরণের অভিযোগে ৭ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়।

গত ৫ মে নির্যাতিত তিন জন গাড়ির ডিলার পুলিশের কাছে অভিযোগ জানান। তারা জানান, ৪ মে রাত সাড়ে ৯টা নাগাদ এক ব্যক্তি তাদের পুরনো গাড়ি বিক্রি করার জন্য ফোন করেন। একাধিক গাড়ি থাকায়, তাদের নির্দিষ্ট একটি জায়গায় এসে গাড়িগুলি পরীক্ষা করতে বলা হয়। গাড়ি ব্যবসায়ীরা ওই জায়গায় যেতেই তাদের অপহরণ করা হয়। লাঠি দিয়ে মারধর করা হয়। তাদের কাছে যত টাকা ছিল, সমস্ত কিছু কেড়ে নেওয়া হয়। এরপর ওই তিন জনকে জোর করে নগ্ন করা হয়। এরপর তাদের যৌনাঙ্গে বিদ্যুতের তার দিয়ে কারেন্ট শক দেওয়া হয়।

পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি ভিডিয়ো ভাইরাল হয়েছে, যেখানে তিন ব্যক্তিকে নগ্ন করে বিদ্যুতের শক দিতে দেখা গিয়েছে। গত ৫ মে এফআইআর দায়ের করা হয়। ইতিমধ্যেই ৭ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। প্রাথমিক তদন্তে অনুমান, একটি বড় গ্যাংয়ের কাজ এটি। বাকি অভিযুক্তদের খোঁজে তল্লাশি চলছে।

পাঁচ বছর পর আইপিএলে ‘অবস্ট্রাকটিং দ্য ফিল্ড’

নিজস্ব প্রতিনিধি: চেন্নাই সুপার কিংসের সামনে লক্ষ্যটা খুব বড় ছিল না। রাজস্থান রয়্যালসের ১৪১ রান তাড়া করতে নেমে সহজ জয়ের পথেই ছিল চেন্নাই। কিন্তু হঠাৎই নাটকীয়তা। রুতুরাজ গায়কোয়াড় ও রবীন্দ্র জাদেজার মধ্যে রান নেওয়া নিয়ে ভুল,বোঝাবুঝি, একপর্যায়ে জাদেজা অবস্ট্রাকটিং দ্য ফিল্ড আউট! জাদেজার সৌজন্যে পাঁচ বছর অবস্ট্রাকটিং দ্য ফিল্ড আউট দেখল আইপিএল। সর্বশেষ এমনটা ঘটেছিল ২০১৯ সালে, হায়দরাবাদের বিপক্ষে দিল্লির অমিত মিশ্রর ক্ষেত্রে। জাদেজার অবস্ট্রাকটিং দ্য ফিল্ড ফিরিয়ে আনার ম্যাচে সহজ জয়ই পেয়েছে চেন্নাই। ১০ বল ও ৫ উইকেট হাতে রেখেই এবারের আসরের সপ্তম জয় তুলে নিয়েছে গতবারের চ্যাম্পিয়নরা। এই জয়ে পয়েন্ট তালিকার তিনে উঠে এসেছে চেন্নাই।

জাদেজা ‘অবস্ট্রাকটিং দ্য ফিল্ড’ আউট হয়েছেন ইনিংসের ১৬তম ওভারে। ততক্ষণে চেন্নাইয়ের স্কোরবোর্ডে ১২০ রান উঠে গেছে। জাদেজা আবেশ খানের বল থার্ড ম্যানে ঠেলে দৌড় শুরু করেন। কিন্তু অপর প্রান্তে গায়কোয়াড় ছিলেন দ্বিধায়। এ নিয়ে দুজনের ভুল, বোঝাবুঝির এক পর্যায়ে জাদেজা যাচ্ছিলেন নন,স্ট্রাইকিংয়ের দিকে।

রাজস্থান উইকেটকিপার সঞ্জু স্যামসন বল হাতে নিয়ে থ্রো করেন, যা জাদেজার গায়ে লেগে দিক পাল্টায়। রাজস্থান আউটের আবেদন করলে রেফারিও সাড়া দেন। জাদেজা ঘোরার সময় বলের গতিপথ দেখেছেন, ইচ্ছাকৃতভাবেই বল স্টাম্পে যাওয়া আটকেছেন; রিপ্লে দেখে এমনটা নিশ্চিত করেন তৃতীয় আম্পায়ার।

বল আটকে দেওয়ার দায়ে ৭ বলে ৫ রানে আউট হয়ে বেরিয়ে যাওয়ার সময় অবশ্য জাদেজাকে বেশ অসন্তুষ্টই মনে হয়েছে।

আইপিএলে এটি তৃতীয় ‘অবস্ট্রাকটিং দ্য ফিল্ডে’র ঘটনা। অমিত মিশ্রর আগে ২০১৩ সালে এমন ঘটনায় জড়িয়েছিলেন কলকাতার ইউসুফ পাঠান।

জাদেজার আউট বাদ দিলে ম্যাচের বাকি সময়ে নাটকীয়তা ছিল কমই। রিয়ান পরাগের ৩৫ বলে ৪৭ রানের অপরাজিত ইনিংসে ভর করে রাজস্থান তোলে ৫ উইকেটে ১৪১ রান। চেন্নাইয়ের হয়ে ২৬ রানে ৩ উইকেট নেন সিমারজিত সিং।

রান তাড়ায় অধিনায়ক গায়কোয়াড়ের ব্যাটে চাপহীনভাবেই জয়ের দিকে এগিয়েছে চেন্নাই। গায়কোয়াড় ৪১ বলে ৪২ রানে অপরাজিত থাকেন।

১৩ ম্যাচে ১৪ পয়েন্ট নিয়ে শেষ চার অনেকটাই নিশ্চিত করে ফেলেছে চেন্নাই। ১২ ম্যাচে ১৬ পয়েন্ট নিয়ে রাজস্থান দ্বিতীয়। শীর্ষে থাকা কলকাতা নাইট রাইডার্স ১৮ পয়েন্ট নিয়ে প্লে,অফ নিশ্চিত করে নিয়েছে।

কে কোথায় দাঁড়িয়ে

কলকাতা নাইট রাইডার্স
১২ ম্যাচে ৯টি জয়, ১৮ পয়েন্ট

রাজস্থান রয়্যালস
১১ ম্যাচে ৮টি জয়, ১৬ পয়েন্ট

চেন্নাই সুপার কিংস
১২ ম্যাচে ৭টি জয়, ১৪ পয়েন্ট

সানরাইজার্স হায়দরাবাদ
১২ ম্যাচে ৭টি জয়, ১৪পয়েন্ট

দিল্লি ক্যাপিটালস
১২ ম্যাচে ৬টি জয়, ১০ পয়েন্ট

লক্ষ্ণৌ সুপার জায়ান্টস
১২ম্যাচে ৬টি জয়, ১২ পয়েন্ট

রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু
১২ ম্যাচে ৫টি জয়, ১০ পয়েন্ট

গুজরাট টাইটানস
১২ ম্যাচে ৫টি জয়, ৮ পয়েন্ট

মুম্বই ইন্ডিয়ানস
১৩ ম্যাচে ৪টি জয়, ৮ পয়েন্ট

পঞ্জাব কিংস
১২ ম্যাচে ৪টি জয়, ৮ পয়েন্ট

দিল্লির বিরুদ্ধে মরণবাঁচন ম্যাচে ১৮৭ রান বেঙ্গালুরুর

নিজস্ব প্রতিনিধি: রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর হয়ে ২৫০তম ম্যাচ খেলতে নেমেছেন বিরাট কোহলি। সেই ম্যাচে শুরু থেকেই বিধ্বংসী মেজাজে ছিলেন তিনি। কিন্তু লম্বা ইনিংস খেলতে পারেননি। ১৩ বলে ২৭ রান করেই থেমে যায় বিরাটের ইনিংস। দিল্লি ক্যাপিটালসের বিরুদ্ধে প্রথমে ব্যাট করে বেঙ্গালুরু তোলে ১৮৭ রান।

টস জিতে বেঙ্গালুরুকে ব্যাট করতে পাঠান দিল্লি অধিনায়ক অক্ষর পটেল। এই ম্যাচে খেলতে পারছেন না ঋষভ পন্থ। মন্থর ওভার রেটের জন্য নিলম্বিত (সাসপেন্ড) তিনি। বেঙ্গালুরু ব্যাট করতে নেমে শুরুতেই অধিনায়ক ফাফ ডুপ্লেসির উইকেট হারায়। মাত্র ৬ রান করে আউট হয়ে যান তিনি। পাওয়ার প্লে-র মধ্যেই আউট হন বিরাট। ৩৬ রানে ২ উইকেট হারায় বেঙ্গালুরু। তার মধ্যে ২৭ রান বিরাটের।

সেখান থেকে দলকে টেনে নিয়ে যান উইল জ্যাক্স এবং রজত পাটীদার। তাঁরা ৮৮ রানের জুটি গড়েন। জ্যাক্স ৪১ রান করেন। পাটীদার করেন ৫২ রান। তাঁদের সেই ইনিংসে ভর করেই বড় রানের পথে এগচ্ছিল বেঙ্গালুরু। কিন্তু বাধা হয়ে দাঁড়ান রাসিখ সালাম। পাটীদারকে আউট করেন তিনি। কুলদীপ যাদব আউট করেন জ্যাক্সকে।

এর পরেই একের পর এক উইকেট হারায় বেঙ্গালুরু। ১৮৭ রানে থেমে যায় তাদের ইনিংস। মুকেশ কুমারদের কৃপণ বোলিং আটকে রাখে বেঙ্গালুরুকে। দু'টি করে উইকেট নিয়েছেন রাসিখ এবং খলিল আহমেদ। একটি করে উইকেট ইশান্ত শর্মা, মুকেশ এবং কুলদীপের। পন্থহীন দিল্লির সামনে লক্ষ্য ১৮৮ রানের।

মেসিকে ছাড়িয়ে গেলেন সুয়ারেজ, ২ গোলে পিছিয়ে পড়েও মায়ামির জয়

নিজস্ব প্রতিনিধি: লিওনেল মেসি পুরো ৯০ মিনিটই খেলেছেন। কিন্তু না পেয়েছেন কোনো গোল, না করেছেন কোনো অ্যাসিস্ট। তাতে কী, ইন্টার মায়ামির একজন লুইস সুয়ারেজ আছেন না! তিনি তো গোল পেয়েছেন। মেজর লিগ সকারে আজ মন্ট্রিয়লের বিপক্ষে গোল করে এই প্রতিযোগিতায় চলতি মৌসুমে মেসিকে গোলে ছাড়িয়ে গেছেন উরুগুয়ের স্ট্রাইকার।

সুয়ারেজের মেসিকে ছাড়িয়ে যাওয়ার দিনে ২-০ গোলে পিছিয়ে পড়েও মন্ট্রিয়লের বিপক্ষে ম্যাচটি ৩-২ ব্যবধানে জিতেছে ইন্টার মায়ামি। ফ্লোরিডার দলটির পক্ষে সুয়ারেজের আগে ও পরে একটি করে গোল করেছেন মাতিয়াস রোহাস ও বেঞ্জামিন ক্রিমাশ্চি।

চলতি মৌসুমে ধীরগতিতে শুরুটা যেন অভ্যাসে পরিণত করে ফেলছে মায়ামি। মেজর লিগ সকারের আগের ম্যাচেও নিউইয়র্ক রেড বুলসের বিপক্ষে পিছিয়ে পড়ে জিতেছিল তারা। সেই ম্যাচে ১ গোলে পিছিয়ে পড়ে জিতেছিল তারা ৬-২ ব্যবধানে। আজ ৩২ মিনিটের মধ্যে ২-০তে পিছিয়ে পড়েন মেসি-সুয়ারেজরা।

পিছিয়ে পড়ার পরই যেন ভয়ংকর হয়ে ওঠে মায়ামি। একের পর এক আক্রমণ করতে থাকে মন্ট্রিয়লের রক্ষণে। অবশেষে কাঙ্ক্ষিত গোল তারা পায় ৪৪ মিনিটে। বক্সের অনেক বাইরে থেকে বাঁ পায়ের ফ্রি-কিক থেকে গোলটি করেন রোহাস। সেই সময় কিছুক্ষণের জন্য মাঠের বাইরে ছিলেন মেসি।

এরপর প্রথমার্ধের যোগ করা সময়ের তৃতীয় মিনিটে লক্ষ্যভেদ করেন সুয়ারেজ। এবারের মেজর লিগ সকারে এটি তাঁর ১১তম গোল, যা মেসির চেয়ে একটি বেশি। মেসিকে ছাড়িয়ে এখন পর্যন্ত এবারের মেজর লিগ সকারে সর্বোচ্চ গোলদাতা সুয়ারেজ। উরুগুয়ে স্ট্রাইকারের মেসিকে ছাড়িয়ে যাওয়া গোলের পর ৫৯ মিনিটে মায়ামিকে জয়সূচক গোলটি এনে দেন ক্রিমাশ্চি।

এই জয়ে ১৩ ম্যাচে ২৭ পয়েন্ট নিয়ে মেজর লিগ সকারের ইস্টার্ন কনফারেন্সের শীর্ষে আছে মায়ামি। ইস্টার্ন ও ওয়েস্টার্ন;দুই কনফারেন্স মিলিয়েও শীর্ষে মেসি-সুয়ারেজদের দল।

প্লে-অফে উঠেও চিন্তা কেকেআরের

মুম্বই ম্যাচে নিয়ম ভেঙে জরিমানা দলের ক্রিকেটারের

নিজস্ব প্রতিনিধি: শনিবার ইডেন গার্ডেন্সে মুম্বইকে হারিয়ে প্লে-অফে খেলা নিশ্চিত করেছে কলকাতা। সেই ম্যাচে ভাল খেলেছেন রমনদীপ সিংহ। তবে ম্যাচের পর শাস্তি পেতে হল তাঁকে। রমনদীপের ম্যাচ ফি-র ২০ শতাংশ জরিমানা করা হয়েছে।

ম্যাচ রেফারি জানিয়েছেন, আইপিএলের শৃঙ্খলাবিধির ২.২০ নম্বর ধারা ভেঙেছেন রমনদীপ। লেভেল ওয়ান পর্যায়ের অপরাধ

করেছেন তিনি। সে ক্ষেত্রে ম্যাচ রেফারির সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত।

ঠিক কোন কাজের জন্য রমনদীপকে শাস্তি দেওয়া হয়েছে তার কোনও উল্লেখ নেই। তবে আইপিএলের এই নিয়ম অনুযায়ী, ক্রিকেটীয় কাজের বাইরে কোনও আচরণের জন্য এই শাস্তি দেওয়া হয়। অর্থাৎ কোনও ক্রিকেটার যদি ইচ্ছাকৃত ভাবে উইকেটে লাথি মারেন বা আঘাত করেন, বা বিজ্ঞাপনী বোর্ড, বাউন্ডারির দড়ি, সাজঘরের দরজা, আয়না, জানলা বা অন্য কোনও জিনিসে ইচ্ছাকৃত ভাবে আঘাত করেন তখন সেই শাস্তি দেওয়া হয়।

শনিবার আগে ব্যাট করে ১৫৭/৭ তোলে কেকেআর। শেষের দিকে নেমে ৮ বলে ১৭ রান করেন রমনদীপ। পরের দিকে সূর্যকুমার যাদবের একটি ক্যাচ নেন ঝাঁপিয়ে পড়ে। আরও একটি ক্যাচ অল্পের জন্য হাতছাড়া করেন।

আইপিএলে ছন্দহীন রোহিত, দুশ্চিন্তার কারণ কি আছে ভারতের

নিজস্ব প্রতিনিধি: ৬, ৮, ৪, ১১, ৪, ১৯;সর্বশেষ ৬ ইনিংসে রোহিত শর্মার রান এগুলো। বিশ্বকাপের আগে ভারতের অধিনায়ক রোহিত নিজেই ছন্দ হারিয়ে নিজেকে খুঁজে বেড়াচ্ছেন। আইপিএলে ইডেন গার্ডেন স্টেডিয়ামে রোহিত প্রায় ৪৫ গড় আর ১৩৮ স্ট্রাইক রেটে রান করেছেন। প্রিয় সেই ইডেন গার্ডেনেও গতকাল ১৬ ওভারের ম্যাচে করেছেন ২৪ বলে ১৯ রান। যা ভাবনায় ফেলতে পারে ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্টকে।

এবারের আইপিএলে রান করেছেন ১৩ ইনিংসে ৩৪৯। যা রোহিতের মতো একজন ক্রিকেটারের সামর্থ্যের পুরোটা নয়। অবশ্য আইপিএলে বছরের পর বছর ধরেই ব্যাটসম্যান হিসেবে নিষ্প্রভ রোহিত। ২০১৭ থেকে ২০২৩ সাল;এই ৭ মৌসুমে আইপিএলে কখনো ৩০ গড়েও রান করতে পারেননি। এই সময়ে গড়ের হিসাবে তাঁর সেরা মৌসুম ছিল ২০২১। সেবার ১৩ ম্যাচে ২৯ গড়ে ৩৮১ রান করেছিলেন রোহিত।

এরপর ২০২২ মৌসুমে ব্যাটিং করেছেন ১৯ গড়ে আর ২০২৩ সালে ২০.৭৫ গড়ে। আইপিএলে এবার তিনি অধিনায়ক নন। নির্ভার হয়েও তেমন কিছুই করতে পারলেন না।

২০১৯ সালের পর থেকে ওপেনার হিসেবে কমপক্ষে ১৫০০ রান করা ব্যাটসম্যানদের মধ্যে সবচেয়ে কম, ১৩০.৫০ স্ট্রাইক রেটে ব্যাটিং করেছেন রোহিত। যা বিশ্বকাপ দলে না থাকা ধীর গতির ব্যাটিংয়ের জন্য সমালোচিত লোকেশ রাহুলের (১৩২) চেয়েও কম।

মুম্বাইয়ের তো বটেই, কারও কারও মতে তো আইপিএলের সেরা অধিনায়ক রোহিত। মুম্বাইকে জিতিয়েছেন ৫টি শিরোপা। আইপিএলে এর চেয়ে বেশি শিরোপা কোনো অধিনায়ক জেতেননি, ধোনিও জিতেছেন সমান ৫টি। তবে সেই রোহিতই বছরের পর বছর ধরে আইপিএলে ব্যাটসম্যান হিসেবে ব্যর্থ।

এমনকি সর্বশেষ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপেও ব্যর্থ ছিলেন রোহিত। একমাত্র ফিফটি করেছিলেন নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে। টুর্নামেন্টে তাঁর দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ছিল ২৭ রান, ইংল্যান্ডের বিপক্ষে।

ভারতীয় অধিনায়ক যেমন ফর্মে নেই, তেমনি সহ-অধিনায়ক হার্দিক পান্ডিয়াও। এবারের আইপিএলে এখন পর্যন্ত খেলা ১৩ ম্যাচে মাত্র ১৮ গড়ে ২০০ রান করেছেন পান্ডিয়া। এই দুজনের বাজে ফর্মের জন্য ভুগছে মুম্বাই ইন্ডিয়ানসও। প্রথম দল হিসেবে এবারের আইপিএল থেকে ছিটকে গেছে তারা।

ভারতের সাবেক ক্রিকেটার ইরফান পাঠান এক্সে এই দুজনের ফর্ম নিয়ে উদ্বেগের কথা জানিয়েছেন, ‘হার্দিক পান্ডিয়া ও রোহিত শর্মার ফর্ম মুম্বাই ও ভারতীয়দের জন্য উদ্বেগের জায়গা। আশা করেন, যেন তারা দ্রুতই ছন্দে ফিরে আসে।’

প্রিমিয়ার লিগে ১০১ গোল খেয়ে যে রেকর্ড ভেঙে দিল শেফিল্ড

নিজস্ব প্রতিনিধি: ফুটবলে সবচেয়ে সুন্দর ও আনন্দের দৃশ্যটি নিশ্চয়ই গোল করার। অবশ্য গোলটা যদি আপনার প্রিয় দল হজম করে, তবে বিষয়টা ভিন্ন। গোল করার আনন্দ তাই যতটা তীব্র, গোল হজম করার হতাশাও ততটাই গভীর। আর কেউ যদি গোল খাওয়ায় নতুন কোনো রেকর্ডই করে বসে, তবে বিষয়টা আরেকটু বেশি বিব্রতকর। প্রিমিয়ার লিগে এ মৌসুমে তেমনই এক বিব্রতকর ঘটনা ঘটেছে, যা ভেঙে দিয়েছে ৩০ বছরের পুরোনো একটি রেকর্ডও।

ইংলিশ ফুটবলের শীর্ষ স্তর প্রিমিয়ার লিগে খেলতে পারাটা যেকোনো দলের জন্য সৌভাগ্যের। কিন্তু প্রতি মৌসুম শেষে তিনটি দলকে অবনমিত হতে হয় বেদনা নিয়ে। শেফিল্ড ইউনাইটেডের জন্য এবার সেই বেদনা যেন দ্বিগুণ হলো। গোল খাওয়ার নতুন রেকর্ডটি যে তারাই গড়েছে। যেখানে তারা পেছনে ফেলেছে সুইনডন টাউনকে।

আজ থেকে ৩০ বছর আগে ১৯৯৩,৯৪ মৌসুমে বিব্রতকর এই রেকর্ড গড়ে ১০০ গোল হজম করেছিল সুইনডন। তারা এই রেকর্ড গড়েছিল ৪২ ম্যাচের লিগে, যা এবার ৩৮ ম্যাচের লিগে ভেঙে দিয়েছে শেফিল্ড। যারা এ মৌসুমে ৩৭ ম্যাচেই হজম করেছে ১০১ গোল। এখনো আরও এক ম্যাচ হাতে আছে শেফিল্ডের। এর ফলে রেকর্ডটি আরও বড়ও হতে পারে।

শেফিল্ড ইউনাইটেড (২০২৩,২৪)
১০১ গোল
ম্যাচপ্রতি গোল ২.৭৩

এ মৌসুমে গোল খাওয়ার রেকর্ড ভাঙার সম্ভাবনাটা আরও আগেই জাগিয়েছিল শেফিল্ড। প্রথম ২৩ ম্যাচেই তারা হজম করেছিল ৫৯ গোল। তখন তারা ম্যাচপ্রতি গোল খেয়েছিল ২.৫৬ করে। মৌসুমের বাকি সময়েও এ ধারা থেকে বিচ্যুত হয়নি শেফিল্ড। ৪ মে নটিংহাম ফরেস্টের বিপক্ষে ৩,১ গোলে হারের পথে তারা স্পর্শ করে এক শ গোলের বিব্রতকর মাইলফলক। এর মধ্যে দিয়ে সুইনডনের পর প্রিমিয়ার লিগের ইতিহাসের দ্বিতীয় দল হিসেবে এক শ গোল হজম করে শেফিল্ড।

তবে গতকাল রাতে এভারটনের বিপক্ষে ১,০ গোলে হেরে সুইনডনকেও ছাড়িয়ে গেল শেফিল্ড। ৩৭ ম্যাচে ক্রিস ওয়াইল্ডারের দল গোল খেয়েছে ১০১টি। অর্থাৎ এ মৌসুমে শেফিল্ড ম্যাচপ্রতি ২.৭৭টি করে গোল হজম করেছে, যা প্রিমিয়ার লিগের বর্তমান সংস্করণে সবচেয়ে বেশি। আর ইংল্যান্ডের সর্বোচ্চ স্তরের ফুটবল বিবেচনা করলে ১৯৬৩,৬৪ মৌসুমে ইপসউইচ টাউনের ২.৮৮ গোল হজমের পর দ্বিতীয় সর্বোচ্চ। সেবার অবশ্য ইপসউইচ হজম করেছিল ১২১ গোল।

সুইনডন টাউন (১৯৯৩, ৯৪)
১০০ গোল,
ম্যাচপ্রতি গোল ২.৩৮

বর্তমান সংস্করণের প্রিমিয়ার লিগ শুরুর এক মৌসুম পরই ১০০ গোল হজমের লজ্জায় পড়ে সুইনডন। গত তিন দশকে এই রেকর্ড ভাঙার লজ্জা পেতে হয়নি কোনো দলকে। শেষ পর্যন্ত এ মৌসুমে শেফিল্ডের কারণে কিছুটা লজ্জা কমল সুইনডনের। ২২ দলের প্রিমিয়ার লিগে সেবার ৪২ ম্যাচে এই গোল হজম করে সুইনডন। সে মৌসুমে সুইনডন জয় পেয়েছিল মাত্র ৫ ম্যাচে। সেবার সব মিলিয়ে মাত্র ৪ ম্যাচে ক্লিনশিট রাখতে পেরেছিল তারা। সে মৌসুমে সুইনডন ৫ গোল করে হজম করেছিল লিভারপুল ও সাউদাম্পটনের কাছে।

ইপসউইচ টাউন (১৯৯৪,৯৫)
৯৩ গোল
ম্যাচপ্রতি গোল ২.২১

ইংল্যান্ডের সর্বোচ্চ স্তরের ফুটবলে গোল খাওয়ায় ইপসউইচ টাউনের জুড়ি মেলা ভার। সুইনডন টাউনের পর দ্বিতীয় স্থানটি এত দিন দখলে ছিল তাদের। ১৯৯৪,৯৫ মৌসুমে ৯৩ গোল হজম করেছিল তারা। যেখানে ম্যাচপ্রতি তারা গোল খেয়েছিল ২.২১ করে। সেবার মাত্র ৩ ম্যাচে ক্লিনশিট রাখতে পেরেছিল তারা। আগামী মৌসুমে ইপসউইচ টাউনকে আবার দেখা যাবে প্রিমিয়ার লিগে। এবার গোল খাওয়ার নতুন কোনো রেকর্ড আর না গড়লেই হয়!

ডার্বি কাউন্টি (২০০৭,০৮)
৮৯ গোল
ম্যাচপ্রতি গোল ২.৩৪

ডার্বি কাউন্টি সেবার প্রিমিয়ার লিগের ইতিহাসের সবচেয়ে বাজে ফল গড়েছিল। মৌসুমজুড়ে তারা সংগ্রহ করেছিল মাত্র ১১ পয়েন্ট। যেখানে দলটির জালে বল জড়িয়েছিল ৮৯ বার। ৩৮ ম্যাচের মৌসুমে সেবার ডার্বি কাউন্টি গোল খেয়েছিল ২.৩৪ করে, যা কিনা ম্যাচপ্রতি গোল খাওয়ার হিসাবে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ।

ফুলহাম (২০১৩,১৪)
৮৫ গোল
ম্যাচপ্রতি গোল ২.২৪

প্রিমিয়ার লিগে এক মৌসুমে সবেচেয়ে বেশি গোল খাওয়ায় সেরা পাঁচে থাকলেও ফুলহাম কিন্তু সবার নিচে থেকে শেষ করেনি। যদিও তাতে বিশেষ কোনো লাভ হয়নি। ১৯ নম্বর দল হিসেবে ঠিকই অবনমিত হয়ে যায় ফুলহাম। সেবার ম্যাচপ্রতি ২.২৪ করে ফুলহাম হজম করে ৮৫টি গোল। সেবার ফুলহাম সবচেয়ে বড় ব্যবধানের হারটি দেখেছিল হাল সিটির বিপক্ষে। ডিসেম্বরের সে ম্যাচে ৬,০ গোল হজম করেছিল তারা।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত। **RNI No. WBBEN/2006/17404,** ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**